শ্রীশ্রী বিলাপ-স্তব অঞ্জলী

(স্তব-স্তোত্র-প্রার্থনা)

রূপ-রঘুনাথ;-প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ও অন্যান্য মহাজন বিরচিতা)

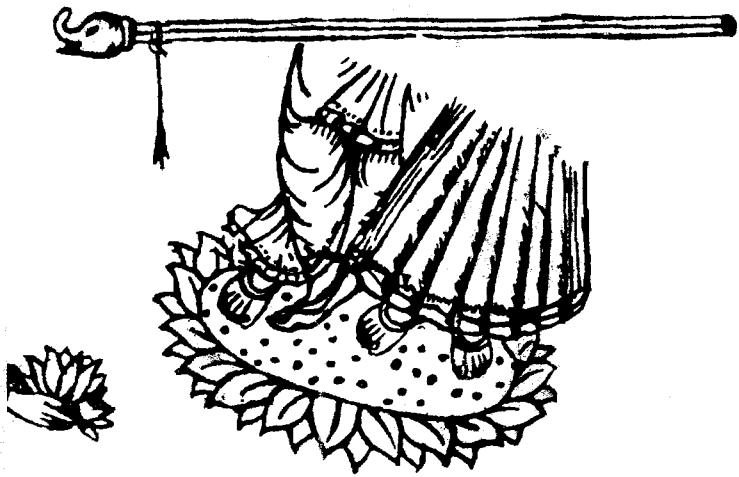

প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমিশন (রেজিঃ)

শ্রীশ্রীগৌর-বাণী বিনোদ আশ্রম

(শ্রীগৌড়ীয় মঠ)

সুভাষপল্লী - খড়্গপুর - মেদিনীপুর

শ্রীশ্রী গৌর সুন্দর ও শ্রীরাধা নয়ন বিনোদ জীউ

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারা
এর প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহগণ

শ্রীশ্রীগৌর-বাণী বিনোদ আশ্রমে সেবিত

(শ্রীগৌড়ীয় মঠ)

সুভাষপল্লী - খড়্গপুর - মেদিনীপুর
ফোন : ৫৭৮৬১

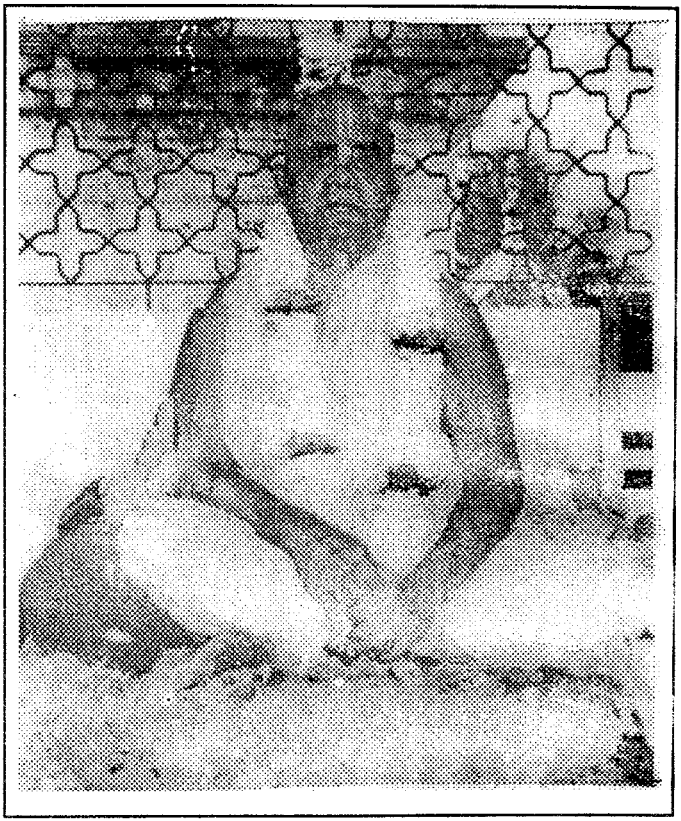

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্ম গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ং স্তবাংস্তস্য যশস্ত্রি সন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরনারবিন্দম্।।

শ্রীগৌরবাণী বিনোদ আশ্রম। (শ্রীগৌড়ীয় মঠ)
শ্রীভক্তি সিদ্ধ্যান্ত সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও মূল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ, রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরনারবিন্দম্।।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বৈভব পূরী গোস্বামী মহারাজ।

(সভাপতি ও আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মিশন - রেজিঃ)

শ্রী রাধিকা মাধবয়োরপার - মাধুর্য্যলীলা - গুণ - রূপ নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণা স্বাদন - লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।
[শ্রী বিলাপ স্তব অঞ্জলী রত]

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ

শ্রী শ্রী গুরু - গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রী বিলাপ স্তব অঞ্জলী

শ্রীল রূপ, রঘুনাথ, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ও
রুপানুগ মহাজন বিরচিতা স্তব-স্তোত্র-প্রার্থনা।

জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধ্যান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

অনুকম্পিত ঃ

শ্রী শ্রী গৌর বানী বিনোদ আশ্রম ও শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা, আচার্য্য
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ দ্বারা সংগৃহিত।

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (আচার্য্য মহারাজ) কর্ত্তৃক

শ্রী গৌর বানী বিনোদ আশ্রম
(শ্রী গৌড়ীয় মঠ) সুভাষ পল্লী, খড়্গপুর হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থ প্রাপ্তি স্থানঃ-

১। শ্রী গৌরবানী বিনোদ আশ্রম। (শ্রী গৌড়ীয় মঠ)
সুভাষপল্লী, খড়্গপুর, জেলা- মেদিনীপুর। পঃ বঃ
ফোন ৫৭৮৬১

২। শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ।
পাঁচরুলিয়া, রাখাজঙ্গল, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

৩। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মিশন। (রেজিঃ)

শ্রী গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত অন্যান্য
গ্রন্থরত্ন সমূহ

১। শ্রী মাধুর্য্য কাদম্বিনী।

২। শ্রী বিলাপ স্তব অঞ্জলী।

৩। বিরহ স্মারক প্রকাশন।

আদি সংস্করণ

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদ-পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমদ্‌ভক্তি জীবন
জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজের শুভ আর্বিভাব

গৌর অষ্টমি তিথি — ২৩ কেশব

৫১২ শ্রীগৌরাব্দ, ১০ই অগ্রহায়ন ১৪০৫

ইং — ২৭/ ১১/ ১৯৯৮

সমর্পন

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর প্রিয়দাস
ও রসরাজ মহাভাব স্বরুপিনী শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর ও শ্রীমতি বৃষভানু নন্দিনীর
প্রিয় কিঙ্করী

মদীশ্বর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তি
জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজের (পরমারাধ্যতম্ শ্রী গুরুপাদপদ্মের)
শুভ আবির্ভাব-জয়ন্তী মহোৎসবের উপচাররুপে
এই মহানিধি 'শ্রী বিলাপ স্তব অঞ্জলী'

গ্রন্থরত্ন

যাঁহার ইচ্ছায় প্রকাশিত হইল, সেই শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মিশন (রেজিঃ)
এর মূলসভাপতি আচার্য্য ও প্রাচ্য- পশ্চাত্যে শ্রী চৈতন্যবানীর
নির্ভিক প্রচারক তথা মদীয় করুনাময় অভিন্ন্য গুরুদেব
শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি বৈভব পুরী গোস্বামী মহারাজের
করকমলে পরম ভক্তিভরে সমর্পিত হইল।

বিনম্র নিবেদন

ভূমিকাঃ

শ্রী ভগবানের নাম-রুপ গুন লীলাদি পুনঃ পুনঃ শ্রবন কীর্ত্তন স্মরন স্তব-স্তুতি দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ এই কলিযুগে শ্রী নাম রুপ গুন লীলা সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। কলিযুগ পাবন অবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুও ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গরুপে শ্রীনামকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন দ্বারা জীবের অশেষ কল্যান বিধান করিয়াছেন। তজ্জন্য তদীয় পার্ষদ, পরমমুক্ত অপ্রাকৃত মহাজন; গোস্বামীগন পরম প্রীতি ও প্রেম আর্ত্তিতে যে 'শ্রবন কীর্ত্তন স্মরন' প্রবর্ত্তন দ্বারা জীবের উদ্ধারের মানসে সুললিত ছন্দতে হৃৎকর্নরসায়ন পদাবলী, স্তবমালা, বিলাপ স্তব অঞ্জলী রচনা ও প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমি উচ্ছিষ্ঠ্যভোজি দাসাধম তাঁহাদের অহেতুকীয় কৃপা লাভের ইচ্ছায় তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত তাঁদেরই স্তবস্তোত্র-প্রার্থনা পুনঃ প্রচারের জন্য এই **শ্রী বিলাপ স্তব অঞ্জলী** গ্রন্থরত্ন প্রকাশ করিলাম।

গ্রন্থ সম্পাদনার হেতুঃ

এই গ্রন্থ সম্পাদনার হেতু মদীশ্বর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রী মাভক্তি জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ,** (অভয়চরনারবৃন্দ শ্রী গুরুদেব)। তিনি বলতেন জগতে রুপানুগ বৈষ্ণবগনই সর্ব্বোত্তম। সেই সর্ব্বোত্তমতা তাঁদের সাধক ও সিদ্ধ স্বরুপের ভজন পরিপাটিতে প্রস্ফুটিত এবং প্রাপ্তিতে পরিপূর্নতা। তিনি বলতেন "জগৎগুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধ্যান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষায় ভজন সাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী শ্রীল রূপ-রঘুনাথের পাদপদ্ম রেনু লাভই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য"। "হাহা প্রভু লোকনাথ (গুরুদেব) কবে সঙ্গে লইয়া যাবে, শ্রী রুপের পাদপদ্ম মেরে সমর্পিবে"। ভজনের চরম উৎকর্ষ 'রুপ রঘুনাথের' সাধক স্বরুপ ও সিদ্ধস্বরুপেই বিশেষভাবে প্রকাশিত। সেই ভাবে ভজন ও প্রাপ্তিটাই জীবেরপরম প্রয়োজন। তাই দেখেছি শ্রী সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের পরমপূজনীয় বহু বৈষ্ণব শ্রীলগুরুদেবের স্তব, স্তোত্র ভজন বৈশিষ্ঠ দেখে লুব্ধ হয়ে ওই ভাবে ভজন করতেন, ও করছেন। তিনি বলতেন "মদীশ্বরী নাথ শ্রীনন্দ নন্দন, আমার জীবন ধন"। একথার তাৎপর্য তখন বুঝিনাই তেমন কিছু। শ্রীল গুরুদেবের প্রীতির জন্য তাঁর অহেতুকীয় কৃপা আশীর্ব্বাদ লাভের আশায়, সেই সঙ্গে সাধক সাধীকা গণের সুন্দর ভজন সহায়তার জন্য শ্রীল রুপ রঘুনাথের বিশেষ বিশেষ স্তব, স্তোত্র প্রার্থনা শ্রীবিলাপ স্তব অঞ্জলী গ্রন্থ রুপে প্রকাশ করিতে গিয়া, স্তব স্তুতি প্রার্থনার বঙ্গানুবাদ ও মর্মানুবাদ পড়িয়া খুবই চমকৃত হইতেছি। এই গ্রন্থের অনুশীলন সাধক-সাধিকা গণকেই সাধন ভজনের পরিপূর্নতা প্রদান করবেন ইহা অতি শাস্ত্রীয় সত্য।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ

এই গ্রন্থে কলিযুগ পাবণ অবতারী শ্রী শ্রী গৌরানিত্যানন্দ প্রভু শ্রী রাধা নয়নবিনোদ জীউর প্রিয় অনুচর মদীয় গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি, জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজের ভজনের সার "স্তব স্তোত্র প্রার্থনা" যাহা শ্রীল রুপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ও অন্যান্য রুপানুগ মহাজনগন , তাঁদের প্রিয়তম আরাধ্যদেবের অপ্রাপ্তি বিরহের সুতীব্র যন্ত্রনায় কাতর আর্তনাদের দ্বারা সাধন ও সিদ্ধ স্বরুপের আসক্তি, অভিলাষ প্রাপ্তির চমৎকারিতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে সব স্তব-স্তোত্র প্রার্থনা আরাধ্যদেবের কর্নানন্দ দ্বারা সাধকের অভিলাশ পুর্ন করেন ও নিকটে আকর্ষনকরিয়া আনেন সেই সব স্তব স্তোত্র প্রার্থনা এই শ্রীবিলাপ স্তব অঞ্জলীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরনা—

আমার পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্মের প্রচুর কৃপা-আশির্বাদ লাভের জন্য, তদীয় ভজন ও ভজনীয় বস্তুর ভজন চমৎকারীতা জগতের সাধকগনকে শিক্ষ্যাস্বরুপ প্রদান করবার নিমিত্ত যিনি আমাকে অবিভাবক রুপে সর্ব্বোতভাবে কৃপাদৃষ্টিতে সংরক্ষন করিতেছেন, সেই প্রাচ্য পাশ্চ্যাত্তের শ্রী চৈতন্য বানীর নির্ভিক প্রচারক তথা শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মিশনের মুল সভাপতি আচার্য আমার অভিন্ন্য গুরুপাদ পদ্ম **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি বৈভব পূরী গোস্বামী মহারাজের** প্রেরনায় এই গ্রন্থ প্রকাশ এবং তাঁর শ্রীকর কমলে পরম ভর্ত্তি ভরে সমর্পন। তিনি অহেতুকীয়ভাবে কৃপাকরুন এই সকাতর প্রার্থনা।

অসামর্থতাহেতু ক্ষমা প্রার্থনাঃ—

আমি আমার পরমারাধ্যতম শীল গুরু দেবের প্রকট কালিন তাঁর ইচ্ছায় এই গ্রন্থ স্তব স্তোত্র প্রার্থনা জীবকল্যানের জন্য প্রকাশ করতে সামর্থ হইনাই। তদ্জন্য খুবই দুঃখিত ও অনুতপ্ত। কিন্তু শ্রীল গুরুদেব নিত্য বিরাজমান বলিয়া তাঁর ইচ্ছা পুরনের জন্য এই গ্রন্থ ও ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত মাধুর্য্য কাদম্বনী, বিরহ স্মারক প্রকাশন দ্বারা গুরুদেবের ও সমস্ত বৈষ্ণবগনের আর্শির্ব্বাদের প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীল গুরুদেব বহু বহু পরমাপাদেয় গ্রন্থের সংগৃহিত স্তব করিতেন আমি "শ্রী বিলাপ স্তব অঞ্জলীতে" বর্ত্তমান প্রকাশ করতে সক্ষম না হওয়ায় পুনঃ সংস্করন প্রকাশের কৃপা প্রার্থি।

কৃতজ্ঞতা

এই ভজন অমূল্য সম্পদ গ্রন্থরত্ন প্রকাশে যিনি কিছু আর্থিক সহায়তা করিয়াছেন সেই পূজনীয়া শ্রী মতি মনোরমা সাউ মায়ের নিকট কৃতজ্ঞ। বহুপূর্ব্বে তিনি সমগ্র পরিবার সহিত পরমারাধ্য শ্রীলগুরুদেবের পাদ পদ্মে আত্ম সমর্পন করিয়া প্রভূত সেবার দ্বারা শ্রীমঠের 'মা' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা পূরনে সেবা সহয়তার জন্য তিনি আরো প্রচুর প্রচুর শ্রী হরি গুরু বৈষ্ণব কৃপা অবশ্য লাভ করিবেন। সেই সঙ্গে যাঁহারা আমাকে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশে প্রুভ রচনা ও প্রুভ সংশোধনাদি কার্যে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য গুরু বৈষ্ণব কৃপা লাভ করিবেন, আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই গ্রন্থ রত্ন সবার সামগ্রিক মঙ্গল বিধান করুন। আমায় শ্রী হরি গুরু-বৈষ্ণবগন অহেতুকীয় কৃপা করুন, যাহাতে আমি শিঘ্র সাধন ভজনের চরম সার্থকতা লাভে সক্ষম হই। নিবেদনের পরিশেষে গ্রন্থরত্ন প্রকাশে মাদৃশ অযোগ্যজনকে যিনি প্রচুর উৎসাহ দান করিয়াছেন সেই পূজনীয় **শ্রী ভক্তি বিচার বিষ্ণুমহারাজকে** কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রী গুরু বৈষ্ণব দাসানুদাস
নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী
(আচার্য্য মহারাজ)

গোস্বামীগণের এই বাণী গুলির অনুবাদ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ইত্যাদি করিলেও 'শ্রীরাধারাণীর চরণে' প্রার্থনাটি যথাযথ ও সুন্দর হইবে। স্বামিনী শ্রীরাধাচরণৈকনিষ্ঠা এই বাণীর অক্ষরে অক্ষরে মূর্ত।

আচার্য্য

সেবা - আনুকূল্য

বিষয় সূচী

পত্রাঙ্ক

১।	মঙ্গলাচরণ	১
২।	শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব বন্দনা	১-৭
৩।	শ্রীলপ্রভুপাদ বন্দণা	১
৪।	শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্	৮
৫।	শ্রীলপ্রভুপাদ অষ্টকম্	৯
৬।	শ্রীগুরু পরম্পরা	১১
৭।	শ্রীষড় গোস্বামী অষ্টকম্	১২
৮।	শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা	১৩
৯।	শ্রীনিত্যানন্দ অষ্টকম্	১৫
১০।	শ্রীনিত্যানন্দ অষ্টকম্	১৬
১১।	শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজন উপদেশ	১৮
১২।	পশ্য শচী সুত মনুপম রুপম	২০
১৩।	শ্রীচৈতন্য-দেবাষ্টকম	২১
১৪।	বন্দে বিশ্বম্ভর পদ কমলং	২১
১৫।	মধুকর রঞ্জিত মালতি মন্ডিত—	২১
১৬।	শ্রীশচী তনয়াষ্টকম্	২৪
১৭।	শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রাষ্টকম্	২৫
১৮।	মঙ্গল গীতি (জয় জয় দেব হরে)	২৭
১৯।	শ্রীরাধা তত্ত্ব	২৯
২০।	শ্রীরাধা তত্ত্ব	২৯
২১।	শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্	৩০
২২।	শ্রীমদন্‌গোপাল স্তুতি	৩০
২৩।	শ্রীকুঞ্জবিহারী অষ্টকম্	৩১
২৪।	শ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকম্	৩৩
২৫।	শ্রীজগন্নাথ অষ্টকম্	৩৪
২৬।	শ্রীমধুরাষ্টকম্	৩৬
২৭।	দেব ভবন্তাং বন্দে	৩৭
২৮।	শ্রীদামোদরাষ্টকম্	৩৮

Sri Bhakti Jiban Acharjya Maharaj
Sree Gouriya Math, Subhaspally
Kharagpur, Midnapur, W.B.

বিষয় সূচী

পত্রাঙ্ক

২৯।	শ্রী বৃন্দাদেব্যষ্টকম্		৪১
৩০।	আর কি এমন দশা হব	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৩
৩১।	শ্রীরূপ রতি মঞ্জর্য্যো বিজ্ঞপ্তি	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৩
৩২।	হরি হরি, আর কি এমন দশা হবে	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৪
৩৩।	স্বাভীষ্ট লালসা	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৪
৩৪।	স্বাভীষ্ট লালসা	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৫
৩৫।	শ্রীরূপমঞ্জরীপদ	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৬
৩৬।	এই নব দাসীবলি	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৬
৩৭।	শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৬
৩৮।	শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে বিজ্ঞপ্তি	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৭
৩৯।	শ্রীগোপীনাথ পদে বিজ্ঞপ্তি	প্রার্থনা কীর্ত্তন	৪৮
৪০।	শ্রীরাধার অষ্টত্তর শতনাম স্তোত্রম		৪৮
৪১।	শ্রীনবাষ্টকম্		৫৫
৪২।	মনশিক্ষা		৫৮
৪৩।	শ্রীপ্রেমসিন্ধু সাগর সাংঙ্গক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম মালিকা		৬১
৪৪।	শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ স্তোত্র		৬৯
৪৫।	শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত নাম দশকম্		৭০
৪৬।	শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণাম প্রণয়াখ্য স্তব		৭১
৪৭।	গান্ধর্ব্বা সাংপ্রার্থনাষ্টকম্		৭২
৪৮।	শ্রীরাধা মাধবয়োর্নাম যুগাষ্টকম্		৭৪
৪৯।	শ্রীরাধিকায়া প্রেমাম্ভোসরন্দাখ্য স্তব		৭৫
৫০।	শ্রীরাধিকাষ্টকম্ (১)		৭৬
৫১।	রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে		৭৮
৫২।	শ্রীরাধিকাষ্টকম্ (২) (৩)		৭৯
৫৩।	প্রাথর্না পদ্ধতি		৮০
৫৪।	চাটু পুষ্পাঞ্জলী স্তব		৮১
৫৫।	যুগল স্তোত্রম্		৮৫
৫৬।	শ্রীরাধিকা আনন্দ চন্দিকা দশনাম স্তোত্র		৮৬

বিষয় সূচী

পত্রাঙ্ক

৫৭। শ্রীরাধাকুন্ডাষ্টকম্ ৮৮
৫৮। শ্রীযমুনাষ্টকম্ ৯০
৫৯। শ্রীললিতা অষ্টকম্ ৯২
৬০। কার্ত্তিক ব্রতে অষ্টকালীয় কীর্ত্তন ৯৫
৬১। শ্রীকৃষ্ণ নামাষ্টকম্ ৯৭
৬২। শ্রীগোবর্দ্ধন বাস প্রার্থনা দশকম্ ৯৯
৬৩। কার্পন্য পঞ্জিকা ১০১
৬৪। শ্রীশ্রীবিলাপ কুসুমাঞ্জলীস্তব ১০৫
৬৫। শ্রীশ্রীরাধারস সুধানিধি ১১৭
৬৬। শ্রীমুকুন্দাষ্টকম ১২৮
৬৭। শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকম্ ১৩০
৬৮। অভিষ্ট প্রার্থনাষ্টকম্ ১৩৩
৬৯। শ্রীজগন্নাথ স্তব ১৩৫
৭০। শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ১৩৬
৭১। শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ১৩৮
৭২। শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ্য স্তোত্রম্ ১৪১
৭৩। শ্রীগঙ্গা স্তোত্রম্ ১৪৬
৭৪। শ্রীগোবিন্দ-দামোদর স্তোত্রম্ ১৪৯
৭৫। শ্রীচৌর অগ্রগন্য পুরুষাষ্টকম্ ১৬১

Sri Bhakti Jiban Acharjya Maharaj
Sree Gaudiya Math, Subhaspally
Kharagpur, Midnapur, W B

মঙ্গলাচরণম্

বন্দে হহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ —
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ্ - রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং -সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য - দেবং
শ্রীরাধা - কৃষ্ণপাদাণ্ সহগণ্ - ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ।।

শ্রীগুরু - প্রণামঃ

অজ্ঞান - তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন - শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ।।

শ্রীল প্রভুপাদ - বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ প্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত - সরস্বতীতি - নামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবী দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ - বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বল - প্রেমাঢ্য - শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণা শক্তি - বিগ্রহায় নমোহস্তুতে।।
নমস্তে গৌরবাণী - শ্রীর্মূত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত - ধ্বান্তহারিনে।।

শ্রীল গৌরকিশোর বন্দনা

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ বন্দনা

নমো ভক্তি বিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।।

শ্রীজগন্নাথ - বন্দনা

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন - প্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম - শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ।।

শ্রীবৈষ্ণব - বন্দনা

বাঞ্ছা - কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রণামঃ

সঙ্কর্ষনঃ কারনতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স
নিত্যনন্দাখ্যরামঃ শরনং মমাস্তু ।।

নিত্যানন্দ! - নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ - প্রদায়িনে ।
কলৌ কল্মুষ - নাশায় জাহ্নবাপতয়ে নমঃ ।।
হাড়াই - পন্ডিত - তনুজ কৃপাসমুদ্র,
পদ্মাবতী - তনয় তীর্থপদারবিন্দ ।
ত্বং প্রেমকল্পতরুরার্ত্তিহরাবতার,
মাং পাহি পামরমনাথমনন্য - বন্ধুম্ ।।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণামঃ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম - প্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় 'কৃষ্ণ চৈতন্য' - নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণামঃ

হে কৃষ্ণ করুনাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত! নমোহস্তুতে ।।

শ্রীরাধা প্রণামঃ

তপ্ত - কাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি ।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রনমামি হরিপ্রিয়ে ।।

সম্বন্ধাদ্যধিদেব - প্রণামঃ

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দ - মতেগতী

মৎসর্ব্বস্ব - পদাম্ভোজৌ রাধা - মদনমোহনৌ ।।
দীব্যদ্ - বৃন্দারন্য - কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার - সিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা - শ্রীল - গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ।।
শ্রীমান্ রাস - রসারম্ভী বংশীবট - তটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণু - স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ।।

শ্রীতুলসী প্রণামঃ

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
কৃষ্ণভক্তি - প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ।।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব - বন্দনা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি - গৌরভক্তবৃন্দ ।।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ - স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্ ।।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী - বন্দনা

বৈরাগ্য যুগ ভক্তি রসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী, সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামী।।

শ্রীল রূপ গোস্বামী বন্দনা

আদদান স্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধুলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ।।

শ্রীল রূপ রঘুনাথ - গোস্বামী - বন্দনা

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে! সদা ত্বং!
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুনাস্বরূপম্ ।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং
তস্যাদ্বিতীয়সুতনুং রঘুনাথদাসম্ ।।

শ্রীষড় গোস্বামী বন্দনা

শ্রীরূপং সাগ্রজং বন্দে রঘুনাথং কৃপাময়ম্ ।
শ্রীজীবং ভট্টযুগঞ্চ সজ্জন - সুখ - দায়কম ।।
এষাং সহজ - স্নিগ্ধানাং পাদরেনুমভীক্ষ্মশঃ ।
সর্ব্ববিঘ্ন - বিনাশায় শিরসা ধারয়াম্যহম্ ।।

শ্রীগদাধর পন্ডিত - বন্দনা

গদাধরমহং বন্দে মাধবাচার্য্য - নন্দনম্ ।
মহাভাব - স্বরূপং শ্রীচৈতন্যাভিন্নরূপিনম্ ।।
গান্ধর্ব্বিকা - স্বরূপায় গৌরাঙ্গ - প্রেমসম্পদে ।
গদাধরায় মে নিত্যং নমোহস্তু হে কৃপালবে ।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু - বন্দনা

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থা স্পদং শিব - বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম ।।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল - ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ।।

আনন্দ - লীলাময় - বিগ্রহায় হেমাভ দিব্যচ্ছবি - সুন্দরায় ।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস প্রদায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ।।
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্নঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তি - শ্রিয়ম ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি - কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ ।
রাধাকৃষ্ণ - প্রনয়বিকৃতিহলাদিনীশক্তিরস্মা -
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি - সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ।।

শ্রীশ্রীগৌর - নিত্যানন্দ - বন্দনা

আজানুলম্বিত - ভূজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ

বন্দে জগৎপ্রিয় করৌ করুণাবতারৌ ।।
বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য - নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুস্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ।।

শ্রীললিতাদেব্যাদি - অষ্টসখী বন্দনা

যাং কামাপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ - পদবীমনুরুদ্ধ্যমানাম্ ।।
সদ্যস্তদিষ্ট - ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুনৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ।।
ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লীকা ।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা
এতাভ্যোহষ্টসখীভ্যশ্চ সততঞ্চ নমো নমঃ ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বা ললিতা সর্ব্ববন্দিতা ।।

শ্রীরুপাদি মঞ্জুরী - বন্দনা

তাম্বুলার্পন - পাদমর্দ্দন - পয়োদানাভিসারাদিভি -
র্বৃন্দারন্য - মহেশ্বরীং - প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ ।
প্রানপ্রেষ্ঠ - সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিত - ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরী - মুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে ।।

শ্রীশ্রীরাধিকা - বন্দনা

মহাভাবস্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া - বরীয়সী
প্রেমভক্তিপদে ! দেবি ! রাধিকে ত্বাং নমাম্যহম্ ।।
রাধে বৃন্দাবনাধীশে ! করুণামৃতবাহিনি ।
কৃপয়া নিজ পাদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্ ।।

ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং
স্মরামি রাধাং মধুর - স্মিতাস্যাম্ ।
বদামি রাধাং করুনাভরার্দ্রাং
ততো মমান্যাস্তি গতির্ণ কাপি ।।

হা দেবি ! কাকুভর - গদ্গদায়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দন্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধার্ব্বিকে নিজগনে গননাং বিধেহি ।।

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে ।
সখ্যায় তে মম নমোহস্তু নমোহস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোহস্তু রসোহস্তু সত্যম্ ।।

শ্রীকৃষ্ণ - বন্দনা

নমো ব্রহ্মন্যদেবায় গো - ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।
কস্তুরীতিলকং ললাট - পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তভং
নাসাগ্রে বর - মৌক্তিকং করতলে বেনুঃ করে কঙ্কনম্ ।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল - চুড়ামনিঃ ।
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদ - তিলকং কুন্ডলাক্রান্তগন্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত - সুভগ - মুখং স্বাধরেন্যস্তবেনুম্
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর - বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপাল - বেশম্ ।
অঙ্গশ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীববং
জাড্যাঞ্জাগুড়রোচিযাং বিদধতং পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া ।
বৃন্দারন্য - নিবাসিতং হৃদি লসদ্দামাভিরামোদরং
রাধাস্কন্ধ - নিবেশিতোজ্জ্বল - ভুঞ্জং ধ্যায়েম দামোদরম্।।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন - বন্দনা

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্ - রাম কৃষ্ণচরণ - স্পর্শ প্রমোদঃ
মানং তনোতি সহ - গোগনয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় - সুযবস - কন্দর - কন্দমূলৈঃ

সপ্তাহমেবাচ্যুত - হস্তপঙ্কজে
ভৃঙ্গায়মানং ফলমূল - কন্দরৈঃ ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈ -
র্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি ।।

শ্রীরাধাকুন্ড - বন্দনা

হে শ্রীসরোবর ! সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ ।

তৃষ্ণেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতী মাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ।।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুন্ডং প্রিয়ং তথা
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ।।

শ্রীশ্রীশ্যামকুন্ড - বন্দনা

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দ বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ ।।

সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়াকারিতৈঃ
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তন্মিত্যনিত্যং ভজে ।।

শ্রীযমুনা - বন্দনা

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ।।
গঙ্গাদি - তীর্থ পরিষেবিত - পাদপদ্মাং
গোলোক সখ্যরস - পুরমহিং মহিম্না
আপ্লাবিতাখিল - সুধাসু - জলাং সুখাব্ধৌ
রাধা মুকুন্দ - মুদিতাং যমুনাং নমামি ।।

শ্রীবৃন্দাদেবী - বন্দনা

ভক্ত্যাবিহীনা অপরাধ লক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি তরঙ্গমধ্যে
কৃপাময়ি ! ত্বাং শরনং প্রপন্না বৃন্দে নুমস্তে চরনারবিন্দম্ ।।

শ্রীমদ্ভাগবত - বন্দনা

তমাদিদেবং করুনানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার - সমুদ্র - সেতুং ভজামহে ভাগবত - স্বরূপম্।।

শ্রীশ্রীনাম - বন্দনা

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে -
র্বিরমিত - নিজধর্ম - ধ্যান - পূজাদি - যত্নম্,
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রানিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ।।

শ্রীজগন্নাথ - দেব - বন্দনা

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক - রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেন বলিনা ।
সুভদ্রা - মধ্যস্থঃ সকল - সুর - সেবাবসরদো -
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ - গামী ভবতু মে ।।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব - বন্দনা

নমস্তে নৃসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ - দায়িনে ।
হিরন্যকশিপের্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক - নখালয়ে ।।

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো ।।
নৃসিংহমাদিং শরনং প্রপদ্যে
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ।।

শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

(শ্রীল বিশ্বনাথ - চক্রবর্ত্তি - ঠাকুর বিরচিতম)

সংসার দাবানল - লীঢ় - লোক -
ত্রানায় কারুন্যঘনাঘনত্বম ।
প্রাপ্তস্য কল্যান - গুনার্নবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ১ ।।

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন - নৃত্য - গীত -
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ - কম্পাশ্রু তরঙ্গ - ভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণার বিন্দম।। ২ ।।

শ্রী বিগ্রহারাধন - নিত্য - নানা
শৃঙ্গার - তন্মন্দির - মার্জ্জনাদৌ
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দেগুরো শ্রীচরণার বিন্দম।। ৩ ।।

চতুর্ব্বিধ - শ্রীভগবৎ প্রসাদ-

স্বাদ্বন্ন - তৃপ্তান্ হরিভক্ত - সঙ্ঘান
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৪ ।।

শ্রীরাধিকা - মাধবয়োরপার -
মাধুর্য্য - লীলা - গুন - রূপ - নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষনাস্বাদন - লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৫ ।।

নিকুঞ্জ - যুনো - রতি - কেলি - সিদ্ধ্যৈ
যা যা লিভির্যুক্তিরপেক্ষনীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষাদতি বল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম।। ৬ ।।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেণ সমস্ত - শাস্ত্রৈ -
রক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ
কিন্তু প্রভো যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৭ ।।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ - প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি ।
ধ্যায়্যংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রি - সন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৮ ।।

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ
র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ
যস্তেন বৃন্দাবন - নাথ - সাক্ষাৎ -
সেবৈব লভ্যা জনুযোহন্ত এব।। ৯ ।।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম - স্তবকঃ

সুজনার্ব্বুদ - রাধিত - পাদযুগং
যুগধর্ম - ধুরন্ধর - পাত্রবরম ।
বরদাভয় - দায়ক - পুজ্যপদং
প্রণমামি - সদা -প্রভুপাদপদম্।। ১ ।।

ভজনোর্জ্জিত - সজ্জন - সঙ্ঘপতিং
পতিতাধিক - করুনিকৈক গতিম্ ।
গতিবঞ্চিত - বঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রনমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ২ ।।

অতিকোমল - কাঞ্চন - দীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিত - হেম - মৃনালমদম্ ।
মদনার্ব্বুদ - বন্দিত - চন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ৩ ।।

নিজসেবক - তারক - রঞ্জি বিধুং
বিধুতাহিত - হুঙ্কৃত - সিংহবরম্
বরণাগত - বালিশ - শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ৪ ।।

বিপুলীকৃত - বৈভব - গৌরভুবং,
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত - গৌরদয়ম্ ।
দয়নীয় গনার্পিত - গৌর পদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ৫ ।।

চিরগৌর - জনাশ্রয় - বিশ্বগুরুং
গুরু - গৌর কিশোরক - দাস্যপরম্ ।
পরমাদৃত - ভক্তি বিনোদ পদং
প্রনমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ৬ ।।

রঘু - রূপ - সনাতন কীর্ত্তিধরং
ধরনীতল কীর্ত্তিত জীবকবিম্ ।
কবিরাজ - নরোত্তম - সখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ৭ ।।

কৃপয়া হরিকীর্ত্তন - মুর্ত্তিধরং
ধরনী - ভরহারক গৌরজনম্ ।
জনকাধিক - বৎসল স্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ৮ ।।

শরণাগত - কিঙ্কর - কল্পতরুং
তরু ধিক্কৃত - ধীর - বদান্যবরম্ ।
বরদেন্দ্র - গনার্চ্চিত - দিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ৯ ।।

পরহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধরনে কৃতবেশযতিম্ ।
যতিরাজগনৈঃ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ১০ ।।

বৃষভানুসুতা - দয়িতানুচরং
চরণাশ্রিত - রেনুধরস্তমহম্ ।
মহদদ্ভুত - পাবন - শক্তিপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্।। ১১ ।।

শ্রীগুরু - পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ - ব্রহ্ম - দেবর্ষি - বাদরায়ন - সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব - শ্রীপদ্মনাভ - শ্রীমন্নৃহরি - মাধবান্ ।।
অক্ষোভ্য - জয়তীর্থ - শ্রীজ্ঞানসিন্ধু - দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি - রাজেন্দ্র - জয়ধর্ম্মান্ - ক্রমাদ্বয়ম্
পুরুষোত্তম - ব্রহ্মন্য - ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ।।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত - নিত্যানন্দন্ জগদ্গুরুন্ ।।
দেবমীশ্বর - শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ।।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ
কলি - কলুষ - সন্তপ্তং করুনাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ।।
মহাপ্রভু স্বরূপ শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
রূপ - সনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামী প্রবরৌপ্রভু ।।
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপ - প্রিয়ো মহামতিঃ ।।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ ঃ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভুর্মতঃ ।
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীল সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগত ভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ।।
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য ভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ।।
বৈষ্ণব সার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথ প্রভুস্তথা
শ্রীমায়াপুর - ধাম্নাস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জন - প্রিয়ঃ ।।
শুদ্ধভক্তি - প্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রী ভক্তি বিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্নেন বিশ্রুতঃ ।।
তদভিন্ন সুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ ।
শ্রী গৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্
মায়াবাদি - কুসিদ্ধান্ত - ধ্বান্তরাশি - নিরাসকঃ ।
বিশুদ্ধভক্তি - সিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্ম - বিকাশকঃ ।।
দেবোহসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌর - কীর্ত্তনে ।
প্রচারাচার - কার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ।।
হরিপ্রিয় - জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদ - পূর্ব্বকঃ ।।
শ্রীপাদো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ঃ ।।

তদন্তরঙ্গবর্য্যঃ গৌরবানী প্রচারকঃ যঃ।
শ্রীভক্তি জীবন জনার্দ্দন নাম ধারকঃ
সর্ব্বে তে গৌর বংশ্যাশ্চ পরমহংস - বিগ্রহাঃ ।
বরঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্ট - গ্রহাগ্রহাঃ ।।

শ্রীষড়গোস্বাম্যষ্টকম্

[শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য বিরচিতম]

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন - গান - নর্ত্তন - পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন - প্রিয়ৌ প্রিয় করৌ নির্ম্মৎসরৌ পুজিতৌ
শ্রীচৈতন্য - কৃপাভরৌ ভূবি ভূবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ১

নানাশাস্ত্র বিচারনৈক - নিপুনৌ - সদ্ধর্ম্ম - সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিনৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরন্যাকরৌ
রাধাকৃষ্ণ -পদারবিন্দ - ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দেরূপ - সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ২

শ্রীগৌরাঙ্গ - গুনানুবর্ণন - বিধৌ শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ - নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ - গানামৃতৈঃ
আনন্দাম্বুধি - বর্দ্ধনৈক - নিপুনৌ কৈবল্য - নিস্তারকৌ
বন্দেরূপ - সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ৩

ত্যক্তা তূর্ণমশেষ - মন্ডল পতি - শ্রেনীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীন গনেশকৌ করুনয়া কৌপিন - কন্থাশ্রিতৌ
গোপীভাব - রসমৃতাব্ধি - লহরী - কল্লোল - মগ্নৌ মুহু
বন্দেরূপ - সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ৪

কুজৎ - কোকিল - হংস - সারস গনাকীর্ণে মথুরাকূলে
নানারত্ন - নিবদ্ধ - মূল - বিটপ - শ্রীযুক্ত - বৃন্দাবনে ।
রাধা কৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দেরূপ - সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ৫

সংখ্যা পূর্ব্বক - নামগান - নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার - বিহারকাদি - বিজিতৌ চাত্যন্ত দীনৌ চ যৌ
রাধাকৃষ্ণ - গুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দেরূপ - সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ৬

রাধাকুন্ড - তটে কলিন্দ - তনয়া - তীরে.চ বংশীবটে

প্রেমোন্মাদ - বশাদশেষ - দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা ।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুনবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা ।
বন্দেরূপ - সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ৭

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনোকুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন - কল্পপাদপতলে - কালিন্দীবন্যে কুতঃ ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দেরূপ - সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ । ৮

শ্রীবৈষ্ণব - বন্দনা — ১

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ।।
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত ।
সবার চরণ বন্দো হঞা অনুরক্ত ।।
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি ।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ।।
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ ।
উর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ ।।
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস ।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস ।।
ব্রহ্মান্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ।
এ বেদ পুরানে গুন গায় যেবা শুনে ।।
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন ।
তাই লোভে মুঞি পাপী - লইনু শরণ ।।
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি ।
তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি ।।
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস ।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজদাস ।।
সর্ব্ববাঞ্ছাসিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে ।
জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমধন লুটে ।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয় ।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয় ।।

★ ★ ★ ★ ★

(২)

শুদ্ধভকতচরণরেনু ভজন - অনুকূল ।
ভকতসেবা পরমসিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল ।।
মাধবতিথি ভক্তি - জননী যতনে পালন করি ।
কৃষ্ণবসতি বসতি বলি' পরম আদরে বরি ।।
গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে ।।
মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে ।
গৌরবিহিত কীর্ত্তন শুনি' আনন্দে হৃদয় নাচে ।
যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয় ।
প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয় ।।
যেদিন গৃহে ভজন দেখি - গৃহেতে গোলক ভায়।
চরণ - সীধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায়।
তুলসী দেখি - জুড়ায় প্রান মাধবতোষনী জানি ।
গৌর প্রিয় - শাক সেবনে জীবন সার্থক মানি ।।
ভকতিবিনোদ কৃষ্ণভজনে অনকূল পায় যাহা ।।
প্রতি দিবসে পরম সুখে - স্বীকার করয়ে তাহা ।।

★ ★ ★ ★ ★

(৩)

যে আনিল প্রেমধন করুনা প্রচুর ।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ।।
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন ।
কাহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ।।
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ।
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ ?
পাষানে কুটিব মাথা অনলে পশিব ।
গৌরাঙ্গ গুনেরনিধি কোথা গেলে পাব ?
সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস ।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস ।।

শ্রী নিত্যানন্দাষ্টকম্ — ১

[শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিতম্]

শরচ্চন্দ্র - ভ্রান্তিং স্ফুরদমল - কান্তিং গজগতিং
হরি - প্রেমোন্মত্তং ধৃত - পরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদা ঘুর্ণন্নেত্রং কর - কলিত - বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু - কন্দং নিরবধি।। ১ ।।

রসানামাধারং স্বজনগন - সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক - প্রানপ্রতিম - বসুধা - জাহ্নবী - পতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম বিদিতং মন্দ - মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু - কন্দং নিরবধি।। ২ ।।

শচীসূনু - প্রেষ্ঠং নিখিল - জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ - করণোদ্দাম- করুনম্।
হরের্ব্যাখ্যানাদবা ভব - জলধি - গর্ব্বোন্নতি হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু - কন্দং নিরবধি।। ৩ ।।

আয়ে ভ্রাতর্নৃনাং কলি কলুষিনাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু - কন্দং নিরবধি।। ৪ ।।

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ । কুরু হরি হরি - ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি - তরণ - দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু - স্ফোটৈরটতি রটয়ন যঃ প্রতি গৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু - কন্দং নিরবধি।। ৫ ।।

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি - হরণ - কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ সিন্ধুন্নতি - কুমুদ - বন্ধুং সমুদিতম্।
খলশ্রেণী স্ফুর্জ্জত্তিমির - হর - সূর্য্য প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু - কন্দং নিরবধি।। ৬ ।।

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগনম।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ - দৃগন্তং প্রকলনাদ
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু -কন্দং নিরবধি।। ৭ ।।

সুবিভ্রানং ভ্রাতুঃ কর - সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত - পরমানন্দ হৃদয়ম্।

ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ । মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন - তরু - কন্দং নিরবধি।। ৮ ।।

রসানামাধানং রসিক - বর - সদ্বৈষ্ণব - ধনং
বসাগারং সারং পতিত - ততি - তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য -
স্তদঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাব্জং স্ফরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে।। ৯ ।।

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ অষ্টক – ২

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ

প্রেমে ঘূর্ণিত নয়ন পূর্ণিত,
চঞ্চল মৃদুগতি নিন্দিতং
বদন - মন্ডল, চাঁদ নিরমল,
বচন অমৃত খন্ডিতং।
অসীম গুনগনে, তারিল জগ জনে,
মোহে কাহে কুরু বঞ্চিতং
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তি-কং।। ১ ।।

মিহির মন্ডল, শ্রবনে কুন্ডল,
গন্ডমন্ডলে দোলিতং
কিয়ে নিরুপম, মালতীর দাম;
অঙ্গে অনুপম শোভিতং।
মধুর - মধু মদে, মত্ত মধুকর,
চারু চৌদিকে চুম্বিতং
জয়তি জয়; বসু - জাহ্নবা প্রিয়
দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ২ ।।

আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত;
মত্ত - করিবর নিন্দিতং
ভাইয়া ভাইয়া বলি, গভীর ডাকই,
করু দশদিক ভেদিতং।
অমর কিন্নর, নাগ নরলোক,
সর্ব্ব চিত্ত - সুদর্শিতং
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা - প্রিয়
দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৩ ।।

ক্ষনে হুহুঙ্কৃত, লম্ফ ঝম্ফকৃত,
মেঘ নিন্দিত গর্জ্জিতং
সিংহ ডমরু, ক্ষীণ কটিতট,
নীল-পট্টবাস শোভিতং।
সো পঁহু ধুনী-তীরে, সঘনে ধাবই,
চরণ-ভরে মহী কম্পিতং
জয়তি জয়; বসু জাহ্নবা প্রিয়;
দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৪ ।।

অবনীমন্ডল প্রেমেবাদল,
করল অবধৌত ধাবিতং
তাপী দীন হীন, তার্কিক দুর্জ্জণ,
কেহ না ভেল বঞ্চিতং।
শ্রীপদপল্লব, মধুর মাধুরী
ভকত - ভ্রমর - সুখপীতং
জয়তী জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৫ ।।

ও মণিমঞ্জীর, চারু তরলিত,
মধুর মধুর সুনাদিতং
অতুল রাতুল, যুগল পদতল
অমল - কমল - সুরাজিতম্।
তেজিয়া অমর, অবনী হিমকর,
নিতাই - পদনখ - শোভিতং
জয়তি জয় বসু - জাহ্নবা প্রিয়;
দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৬ ।।

যাঁহার ভয়ে; কলি ভুজগ,
ভাগল ভেল সবে হর্ষিতং
তপন কিরণে জনু, তিমির নাশই,
তৈছে করল - সুরাজিতং।
দুরিত, ভয়ে ক্ষিতি, অবহিঁ আতুর
ভার তার করু নাশিতং
জয়তি জয়; বসু জাহ্নবা প্রিয়
দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৭ ।।

ঈষৎ হসইতি, ঝলকে দামিনী,
কামিনীগন মন মোহিতং
সো পঁহু ধুনী তীরে, না জানি কার ভাবে,

অবনী উপরে গিরিতং।
বচন বলইতে, অধর কম্পই,
বাহু তুলি ক্ষণে রোদিতং
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা - প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৮ ।

[শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ অষ্টক সম্পূর্ণম]

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র - ভজনোপদেশঃ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃতঃ]

যদি তে হরি - পাদসরোজ - সুধা -
রস পানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ - বিধুম্।। ১ ।।

ধন - যৌবন - জীবন - রাজ্যসুখং
ন হি নিত্যমনুক্ষণ - নাশ পরম্।
ত্যজ গ্রাম্য কথা - সকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকানন কুঞ্জ - বিধুম্।। ২ ।।

রমনী জন - সঙ্গ সুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থ হরম্।
হরিনাম - সুধারস - মত্তমতি
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ - বিধুম্।। ৩ ।।

জড়কাব্যরসো ন হি কাব্যরসঃ
কলিপাবন - গৌররসো হি রসঃ।
অলমন্য - কথাদ্যনুশীলনয়া
ভজ গোদ্রুম কানন - কুঞ্জ - বিধুম্।। ৪ ।।

বৃষভানু - সুতান্বিত - বামতনুং
যমুনাতট - নাগর - নন্দসুতম্।
মুরলীকল - প্রীতবিনোদপরং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ - বিধুম্।। ৫ ।।

হরিকীর্ত্তন - মধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত - জাম্বুনদাভ - হরিম্।
নিজগৌড় - জনৈক - কৃপাজলধিং
ভজ গোদ্রুম কানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ৬ ।।

গিরিরাজ সুতা - পরিবীত গৃহং
নবখন্ড পতিং যতি - চিত্তহরম্।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রুমকানন কুঞ্জ - বিধুম্।। ৭ ।।

কলিকুক্কুর মুদ্গরং - ভাবধরং
হরিনাম মহৌষধ - দানপরম্।
পতিতার্ত্ত - দয়ার্দ্র - সুমূর্ত্তিধরং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ৮ ।।

রিপু - বান্ধব - ভেদবিহীন - দয়া
যদভীক্ষ্ণ মুদোতি মুখাব্জ - ততৌ।
তম কৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্ ।। ৯ ।।

ইহ চোপনিষৎ - পরিগীত বিভু -
দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ - হরিঃ।
নিজধামণি খেলতি বন্ধুযুতো
ভজ গোদ্রুম কানন - কুঞ্জ বিধুম্ ।। ১০ ।।

অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহাত্ম - বিলাসময়ম্।
ব্রজধাম - রসাম্বুধি - গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১১ ।।

শ্রুতি - বর্ণ - ধনাদি ন যস্য কৃপা
জননে বলবদ্ ভজনেন বিনা।
তম হৈতুক - ভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১২ ।।

অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম।
অবিচিন্ত্যবলং শিব - কল্পতরুং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১৩ ।।

সুরভীন্দ্রতপঃ - পরিতুষ্টমনা
বরবর্ণধরো হরি রাবিরভূৎ।
তমজস্র - সুখং মুনিধৈর্য্য হরং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১৪ ।।

অভিলাষচয়ং তদ্‌ভেদধিয় -
মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্ব্বমিদম্।
অনুকূলতয়া প্রিয় সেবনয়া
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১৫ ।।

হরিসেবক - সেবন - ধর্ম্মপরো
হরিনাম - রসামৃত - পানরতঃ।
নতি - দৈন্য দয়াপর - মানযুতো
ভজ গোদ্রুম কানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১৬ ।।

বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে।
বৃষভানুসুতা - প্রিয়নাথ সদা
ভজ গোদ্রুম কানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১৭।।

বদ যামুনাতীর বনাদ্রিপতে
বদ গোকুল কানন - পুঞ্জরবে।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোদ্রুম কানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১৮ ।।

চল গৌরবনং নবখন্ডময়ং
পঠ গৌরহরে শ্চারিতানি মুদা।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত গাঙ্গতটং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ১৯ ।।

স্মর গৌর গদাধর - কেলিকলাং
ভব গৌর - গদাধর - পক্ষচরঃ।
শৃনু গৌর গদাধর চারুকথাং
ভজ গোদ্রুমকানন - কুঞ্জ বিধুম্।। ২০ ।।

★ ★ ★ ★ ★

পশ্য শচী - সুতমনুপম - রূপম্।
কলিতামৃত - রস - নিরুপম - কূপম্।।
কৃষ্ণরাগ - কৃত - মানস - তাপম্।
লীলা - প্রকটিত - রুদ্রপ্রতাপম্।।
প্রকলিত - পুরুষোত্তম - সুবিষাদম্।
কমলা - করকমলাঙ্কিত - পাদম্।।
রোহিত - বদন - তিরোহিত - ভাষম্।।
রাধামোহন - কৃত - চরনাশম্।।

★ ★ ★ ★ ★

বন্দে বিশ্বম্ভর - পদ -কমলম্।
খন্ডিত - কলিযুগ - জনমন - সমলম্।
সৌরভ - কর্ষিত - নিজজন - মধুপম্।
করুনা - খন্ডিত - বিরহ - বিতাপম্।
নাশিত - হৃদগত - মায়া - তিমিরম্।
বর - নিজকান্ত্যা জগতামচিরম্।
সতত - বিরাজিত - নিরুপম - শোভম্।
রাধামোহন - কলিত বিলোভম্।।

★ ★ ★ ★ ★

মধুকর - রঞ্জিত - মালতি-মন্ডিত - জিতঘন - কুঞ্চিত - কেশম
তিলক - বিনিন্দিত - শশধর - রূপক - ভুবন - মনোহর - বেশম্।।
সখে, কলয় গৌরমুদারম্।
নিন্দিত - হাটক - কান্তি - কলেবর - গর্ব্বিত মারকমারম্
মধু - মধুরস্মিত - লোভিত - তনুভৃতমনুপম - ভাব - বিলাসম
নিধুবন - নাগরী - মোহিত - মানস - বিকথিত - গদ্‌গদ ভাষম্।
পরমাকিঞ্চন - কিঞ্চন - নরগন - করুনা - বিতরনশীলম্
ক্ষোভিত - দুর্ম্মতি **রাধামোহন** - নামক - নিরুপম - লীলম্।।

শ্রীচৈতন্যদেবস্য অষ্টকম্

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সদোপাস্যঃ শ্রীমান-ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রনয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বানৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজন মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ?।।১।।

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রনত পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্‌নো নিখিল পশু পালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য়াস্যাতি পদম্ ?।।২।।

বঙ্গানুবাদ : শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্যদেহ ধারন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্বদা যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন। যিনি স্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তগণকে বিশুদ্ধ স্বীয়ভজন - প্রনালী উপদেশ করিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন শ্রীচৈতন্যদেব

পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন ?'।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয়দাতা ও নিখিল উপনিষদের লক্ষ্যস্থান, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব ও ভক্ত বৃন্দের সাক্ষাৎ মাধুর্য্য স্বরূপ এবং ব্রজবনিতাদিগের প্রেমসার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আবার কি আমি দেখিতে পাইব ?।। ২ ।।

স্বরূপং বিভ্রানো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িত ঃ
প্রপন্নশ্রীবাসো জনিতপরমানন্দ গরিমা।
হরি র্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেক তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতিপদম্ ?।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি জগতে স্বরূপ অর্থাৎ অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ করিয়া দ্বৈতভাবে অর্থাৎ যুগলভাবে অবস্থান করিতে ভালবাসেন। সর্ব্বদা চরণ সেবা করিব বলিয়া লক্ষ্মী যাঁহার নিকট বিরাজ করিতেছেন, যিনি জন্ম হেতু জগতের অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন এবং যিনি গ্রহগ্রস্ত গজেন্দ্রের মোক্ষণে অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যরূপ হরি কি আমার লোচন পথের পথিক হইবেন ?। ৩ ।।

রসোদ্দামা কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বল তনু-
যতীনামুক্তং মস্তরনিকরবিদ্যোতিবসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা।
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোযাস্যতি পদম্ ?।। ৪ ।।

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেনী সুভগকটি সূত্রোজ্জ্বলকরঃ
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশ্যোর্যাস্যতি পদম্ ?।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ : ভক্তিরসাস্বাদনে যিনি উন্মত্ত, অর্ব্বুদ সংখ্যক কন্দর্পের কান্তির ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি যিনি যতিগণের শিরোভূষণ, প্রভাতকালের সূর্য্যের কিরণের ন্যায় অরুন বর্ণ যাঁহার বসন এবং যিনি শরীর কান্তি দ্বারা সুবর্ণরাশির প্রচুর শোভাকেও পরাভব করিতেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ : উচ্চৈঃস্বরে হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটিসূত্রে যাঁহার সুন্দর বামহস্ত সুশোভিত, যিনি বিশাল নয়ন ও আজানুলম্বিত বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন ? ।। ৫ ।।

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া,
মুহুর্বৃন্দারন্য - স্মরণজনিত প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচলনরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ : সমুদ্রতীরে উপবন সমুহ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া অমনি বৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় প্রেমভরে যিনি অধৈর্য্য হইতেই এবং কোথাও বা অনবরত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হেতু যাঁহার রসনা নিয়ত চঞ্চল হইতেছে সেই ভক্তি রসাস্বাদনকারী শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন পথে আবির্ভূত হইবেন?।। ৬ ।।

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবী নীলাচলপতে
রদভ্র - প্রেমোর্মিস্ফুরিত - নর্টনোল্লাস বিবশঃ।
সহর্ষং গায়ন্তিঃ পরিবৃত - তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি - দৃশোর্যাস্যতি পদম্?।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ : রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখবর্ত্তী পথমধ্যে বৈষ্ণবগন মহানন্দে নাম সংকীর্তন আরম্ভ করিলে যিনি তৎসঙ্গী হইয়া মহাপ্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন?।। ৭ ।।

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রুক্ষতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবক - নবকিঞ্জল্ক - জয়িভিঃ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্তনসুখী,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্?।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি সংকীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে অনবরত তদীয় অশ্রু ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইত এবং কদম্ব কুসুমের কেশরের ন্যায় যাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিব্যাপ্ত হইত ও নিবিড় ঘর্ম্মজলে যাঁহার সর্ব্ব শরীর আর্দ্র হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়ন গোচর হইবেন?।। ৮ ।।

অধীতে গৌরাঙ্গস্মরণ পদবীমঙ্গলতরং,
কৃতী যো বিশ্রম্ভস্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্
পরানন্দে সদ্যস্তদমলপদাম্ভোজ যুগলে,
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদ : যে বিদ্বানব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বিশুদ্ধান্তঃকরণে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণ পদ্ধতি স্বরূপ এই অষ্টক পাঠ করিবেন, তাঁহার আনন্দময় সেই চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম যুগলে সুবিস্তীর্ন প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক এই মাত্র প্রার্থনা করি। ।। ৯ ।।

।। শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামীপাদ বিরোচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্।।

শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

শ্রীশচীতনয়ায় নমঃ

উজ্জ্বল - বরণ - গৌরবর - দেহং
বিলসিত - নিরবধি - ভাববিদেহম্।
ত্রিভুবন - পাবন - কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রনমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদ : উজ্জ্বল গৌরতনু, নিরবধি বিচিত্রভাব বিলাসকারী এবং কৃপার লেশমাত্রে ত্রিভুবন পবিত্রকারী শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।। ১ ।।

গদগদ অন্তর ভাববিকারং
দুর্জ্জন - তর্জ্জন - নাদ - বিশালম্।
ভবভয়ভঞ্জন - কারন - করুনং
তং প্রনমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁহার অন্তরে গদ্‌গদভাব বিকার, বিশাল নাদ (ধ্বনি) দুর্জ্জনের তর্জ্জুনকারী এবং যাঁহার করুণা ভব-ভয় ভঞ্জনের কারন, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি ।। ২ ।।

অরুনাম্বরধর - চারুকপোলং
ইন্দু - বিনিন্দিত নখচয় রুচিরম্
জল্পিত-নিজগুণনামবিনোদং
তং প্রনমামি শ্রীশচীতনয়ম্।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি অরুণবর্ণ অম্বর (বস্ত্র) ধারী যাঁহার চারু কপোল (গন্ডস্থল) মনোহর, যাঁহার নখ সমূহের জ্যোতিঃ ইন্দুবিনিন্দিত এবং যিনি নিজ নাম গুন কীর্ত্তনে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি ।। ৩ ।।

বিগলিত - নয়ন - কমল জলধারং
ভূষণ নবরস - ভাববিকারম্।
গতি অতি মন্থর - নৃত্যবিলাসং
তং প্রনমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁহার নয়ন-কমল হইতে জলধারা (অশ্রু) বিগলিত হইতেছে, নবরস ভাববিকার যাঁহার ভূষণ এবং নিত্য বিলাস হেতু যাঁহার গতি অতি মন্থর, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।

চঞ্চল - চারু চরণ গতি রুচিরং
মঞ্জীর - রঞ্জিত - পদযুগমধুরম্

চন্দ্রবিনিন্দিত - শীতলবদনং
তংপ্রনমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁহার নূপুর-শোভিত শ্রীচরণযুগলের গতি মনোহর এবং চন্দ্রবিনিন্দিত শীতল বদন, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।। ৫ ।।

ধৃত - কটি - ডোর - কমন্ডলু - দন্ডং
দিব্য কলেবর - মুন্ডিত মন্ডম্।
দুর্জন - কল্মষ - খন্ডন - দন্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি কটিডোর কমন্ডলু-দন্ডধারী, মুন্ডিত মস্তক, দিব্য কলেবর বিশিষ্ট এবং যাঁহার দন্ড দুর্জ্জনের কল্মষ খন্ডনকারী, সেই শচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।। ৬ ।।

ভূষণ - ভূরজ - অলকা - বলিতং
কম্পিত - বিম্বাধরবর - রুচিরম্।
মলয়জ - বিরচিত - উজ্জ্বল - তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁহার (নৃত্য হেতু) অলকাবলী ধূলিময় ভূষণ বিশিষ্ট, কম্পিত বিম্ব, অধর মনোহর এবং যিনি মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকধারী, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।। ৭ ।।

নিন্দিত - অরুন - কমল-দল - নয়নং
আজানুলম্বিত - শ্রীভুজ - যুগলম্।
কলেবর কৈশোর - নর্ত্তক বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁহার অরুন নয়ন কমলদলের নিন্দাকারী শ্রীভুজযুগল আজানুলম্বিত এবং নর্ত্তকবেশী কৈশোর কলেবর সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি ।। ৮ ।।

(শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত শচীতনয়াষ্টকম্ সম্পূর্ণম্)

শ্রীশ্রী নবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকম্

কনকরুচিরগৌরঃ সর্ব্বচিত্তৈকচৌরঃ
প্রকৃতিমধুরদেহঃ পূর্ণলাবন্যগেহঃ
কলিতললিতরূপঃ ক্ষুব্ধকন্দর্পভূপঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ১ ।।

বহুলচিকুরবন্ধঃ স্নিগ্ধমুগ্ধপ্রবন্ধঃ
প্রসরপুরপুরন্ধ্রী চিত্তসন্ধানমন্ত্রী।
বিহিতবিবিধবেশ-দ্যোতিতাশেষদেশঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ২ ।।

বিকশিত শত পত্র-দ্যোতি-বিস্ফার-নেত্রঃ
প্রিয়মৃদুল পবিত্র-স্নিগ্ধদৃক্‌প্রেমপাত্রঃ।
অতিমধুরচরিত্রঃ প্রোল্লসচ্চারুগাত্রঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ৩ ।।

মলয়জকরবীরশ্চিদ্বিলাসাতিধীরঃ
সুবিমলসিতবস্ত্রঃ প্রান্তবস্ত্রানুরক্তঃ।
রভসময় বিহারঃ পূর্ণলীলাবতারঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ৪ ।।

সকলরসবিদগ্ধঃ সর্ব্বভাবপ্রশুদ্ধঃ
সকলসুখবিনোদঃ খ্যাতনৃত্যপ্রমোদঃ।
সকলসুখদনামা ধন্যতারুন্যধামা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ৫ ।।

অবিরতগলদস্রঃ প্রেমধারাসহস্রঃ
স্নপিতসকলদেশঃ খ্যাতনামোপদেশঃ।
ভুবনবিদিতসর্ব্ব প্রাণিনিস্তারগর্ব্বঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ৬ ।।

ঘনপুলককদম্বঃ স্থূলমুক্তাসমাম্বঃ
স্নপিততরহৃদোরঃ প্রেমহুঙ্কারঘোরঃ।
সদয়মধুরমূর্ত্তিবিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ৭ ।।

অখিলভুবনভর্ত্তা দুর্গতিত্রানকর্ত্তা,
কলি কলুষ নিহন্তা দীনদুঃখৈকশান্তা।
নিরবধিনিজগাথা, কীর্ত্তনানন্দদাতা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ৮ ।।

সুরমুনিগণবন্ধুঃ প্রেমভক্ত্যেকসিন্ধুঃ
প্রকট সুরভিনন্দঃ শ্রীলপাদারবিন্দঃ।
নটনমধুরমন্দঃ-সুপ্রগাঢ়প্রবন্ধঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ৯ ।।

সকলনিগমসারঃ প্রেম পূর্ণাবতারঃ
প্রচুরগুনগভীরঃ সর্ব্ব সন্ধানধীরঃ।
অধমপতিতবন্ধুঃ পূর্ণকারুন্যসিন্ধুঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ১০ ।।

মধুরিমনিমনোজ্ঞস্তাণ্ড বাদ্যন্তবিজ্ঞ
স্তরুনিমনি বিচিত্রঃ প্রেমনিস্তারপাত্রঃ।
মহিমনিনিজনামগ্রাহি-সম্পূর্ণকামঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।। ১১ ।।

শ্রীগৌরাঙ্গনটেন্দ্রস্য স্তুতিমেতামভীষ্টদাম্ ।
যঃ পঠেৎ পরমপ্রীতঃ স প্রেমসুখভাগভবেৎ।। ১২ ।।

ইতি শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর বিরচিতং

শ্রীশ্রী নবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।।

শ্রীমঙ্গলগীত

[শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত]

শ্রিত - কমলা কুচ-মন্ডল ধৃত - কুন্ডল
কলিত - ললিত বনমাল।
জয় জয় দেব হরে।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে পদ্মাপয়োধরবিহারিন। হে কুন্ডলধারিন। হে মনোহরবনমালাধর। হে দেব! হে হরে। তুমি জয়যুক্ত হও।। ১ ।।

দিনমনি - মন্ডল-মন্ডণ ভব - খন্ডণ
মুনিজনমানস-হংস।
জয় জয় দেব হরে।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে ভাস্করমন্ডলভূষণ। হে ভবদুঃখহারিন। তুমি মননশীল মুনিবৃন্দের চিত্তগত পরব্রহ্ম, তুমি জয় যুক্ত হও।। ২ ।।

কালিয় - বিষধর - গঞ্জন-জন-রঞ্জন
যদুকুল - নলিন দিনেশ।
জয় জয় দেব হরে।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে কালিয়দর্পহারিন! হে জনমনোরঞ্জন! তুমি যদুবংশরূপ কমলিনীর ভাস্করস্বরূপ; তুমি জয়যুক্ত হও।। ৩ ।।

মধু - মুর - নরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কলি-নিদান।
জয় জয় দেব হরে।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে মধুসুদন! হে মুররিপো। হে নরকাসুরধ্বংসকারিন। হে গরুড়বাহন। তুমি অমরনিকরের কেলিকলাপের মূলীভূত কারন। তুমি জয় যুক্ত হও।। ৪ ।।

অমল - কমল - দল - লোচন - ভব - মোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান
জয় - জয় দেব হরে।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে অম্লান কমললোচন! তোমার কৃপাতেই ভববন্ধন- বিমোচন হয়। তুমিই ত্রিজাৎস্থিতির একমাত্র আধার। তুমিই জয়যুক্ত হও ।। ৫ ।।

জনকসুতা - কৃত - ভূষণ জিত - দূষণ
সমর - শমিত - দশকণ্ঠ
জয় জয় দেব হরে।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে হরে। হে দেব। হে জানকী বিভূষণ। হে দূষণ জয়ি। তুমি সংগ্রামে দশাননকে পরাজিত করিয়াছ, তুমি জয়যুক্ত হও।। ৬ ।।

অভিনব - জলধর - সুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্র - চকোর,
জয় জয় দেব হরে।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে নবীন - নীরদ - শ্যামসুন্দর। হে মন্দরধারিন। তুমি কমলার বিধুবদনের চকোরস্বরুপ; হে দেব। হে হরে তুমি জয়যুক্ত হও।। ৭ ।।

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রনতেষু
জয় জয় দেব হরে।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দেব! হে হরে। আমি তোমার চরণকমলে প্রণাম করিতেছি, ইহা বিদিত হইয়া প্রণত ব্যক্তির কল্যান বিধান কর, তুমি জয়যুক্ত হও।। ৮ ।।

শ্রীজয়দেব - কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গল মুজ্জ্বলগীতি,
জয় জয় দেব হরে।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদ : শ্রী জযদেব কবি এ শৃঙ্গাররসগর্ভ কল্যাণময়ী গীতিকা রচনা

করিয়াছেন, হে দেব। হে হরে। তুমি - জয়যুক্ত হও।। ৯ ।।

শ্রীরাধা তত্ত্ব

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্
পঙ্কজমিব মৃদু - মারুত - চলিতম্।।
কেলি - বিপিনং প্রবিশতি - রাধা।
প্রতিপদ - সমুদিত মনসিজ - বাধা।।
বিনিদধতি মৃদু - মন্থর - পাদম্।
রচয়তি কুঞ্জর - গতিমনুবাদম্।।
জনয়তি রুদ্র - গজাধিপ - মুদিতম্।
রামানন্দরায় - কবি - গদিতম্।।

শ্রীরাধা তত্ত্ব

স্মরতু মনো মম নিরবধি রাধাম্।
মধুপতিরূপগুনশ্রবণোদিত - সহজ মনোভব - বাধাম্।।
বর - সীমন্তরসামৃত - সরনী - ধৃত - সিন্দুর - সুরেখাম।
শ্রীবৃষভানু - কুলাম্বুধি - সম্ভব - সুভগ - সুধাকর - লেখাম্।।
সুরুচির - কবরী - বিরাজিত - কোমল - পরিমল - মল্লিসুমালাম্।
মদচল - খঞ্জন - খেলন - গঞ্জন - লোচন - কমল - বিশালাম্।।
মদ - করিরাজ - বিরাজদনুত্তম - চলিত - ললিত - গতিভঙ্গীম্।
অতিসুকুমার-কনক-নবচম্পক-গৌর-মধুর-মধুরাঙ্গীম্।।
মণি - কেয়ুরললিত - বলয়াবলি - মন্ডিত - মৃদুভুজবল্লীম।।
প্রতিপদমদ্ভুত - রূপ - চমৎকৃতি - মোহন - যুবতীমতল্লীম্।
মৃদু - মৃদু - হাস - ললিত - মুখমন্ডল - কৃতশশিবিম্ববিড্বাম।।
কিঙ্কিনিজাল - খচিত - পৃথুসুন্দর - নবরসরাশি - নিতম্বাম্।
চিত্রিত কুঞ্চলিকা - স্থগিতোড্ডট - কুচহাটক - ঘটশোভাম্।।
স্ফরদরুনাধর - স্বাদুসুধারস - কৃতহরি - মানস লোভাম্।
সুন্দর - চিবুক - বিরাজিত - মোহন - মেচকবিন্দু - বিলাসাম্।।
সকনক রত্নখচিত - পৃথুমৌক্তিকরুচি - রুচিরোজ্জ্বল - নাসাম্।
উজ্জ্বলরাগরসামৃতসাগর - সার - তনুং - সুখরূপাম্।।
নিপতিত - মাধব মুগ্ধমনোমৃগ - নাভি - সুধারস - কূপাম্।
নূপুর - হার - মনোহর - কুন্ডল - কৃতরুচিমরুন দুকূলাম্ - ।।
পথি - পথি - মদনমদাকুল - গোকুলচন্দ্রকলিত - পদমূলাম্।
রসিক সরস্বতি - গীতি মহাদ্ভুত - রাধারূপ - রহস্যাম্।।
বৃন্দাবনরস - লালস - মনসামিদমুপগেয়মবশ্যম্।।

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্

সুচারু - বক্ত্রমন্ডলং সুকর্ণ - রত্নকুন্ডলম্।
সুচর্চ্চিতাঙ্গ চন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্।। ১
সুদীর্ঘ - নেত্রপঙ্কজং শিখি - শিখন্ড - মুর্দ্ধজম্।
অনঙ্গকোটি মোহনং নমামি নন্দনন্দনম্।। ২
সুনাসিকাগ্র - মৌক্তিকং স্বচ্ছন্দ - দন্ত - পঙক্তি কম্।
নবাম্বুদাঙ্গ - চিক্কনং নমামি নন্দনন্দনম্।। ৩
করেন বেনুরঞ্জিতং গতি - করীন্দ্রগঞ্জিতম্।
দুকুল - পীত - শোভনং নমামি নন্দনন্দন্।। ৪
ত্রিভঙ্গ - দেহ - সুন্দরং নখদ্যুতি - সুধাকরম্।
অমূল্য - রত্ন - ভূষনং নমামি নন্দনন্দনম্।। ৫
সুগন্ধ অঙ্গসৌরভমুরোবিরাজি - কৌস্তভম্।
স্ফুরচ্ছ্রীবৎস - লাঞ্ছং নমামি নন্দনন্দনম্ ।। ৬
বৃন্দাবন - সুনাগরং বিলাসানুগ - বাসসম্।
সুরেন্দ্রগর্ব্ব মোচনং নমামি নন্দনন্দনম্।। ৭
ব্রজাঙ্গনা - সুনায়কং সদা সুখ - প্রদায়কম্।
জগন্মনঃ - প্রলোভনং নমামি নন্দনন্দনম্।। ৮
শ্রীনন্দনন্দাষ্টকং পঠেদ্ যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তরেদ্ভবার্দ্ধিং দুস্তরং লভেওদঙ্ঘ্রি - যুগ্মকম্।। ৯

শ্রীমদন গোপাল স্তুতি

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ রচিত]

মদশিখিপিঞ্ছ - মুকুট - পরিলাঞ্ছিত - কুঞ্চিত - কচ - নিকুরম্বে।
মুখরিতবেনু - হতএপধাবিত - নবনব যুবতী কদম্বে।।
বসতু মনো মম মদনগোপালে।
নবরতিকেলি - বিলাসপরাবধি - রাধাসুরত - রসালে।।
কলিত - কলিন্দসুতা - পুলিনোজ্জ্বল - কল্পমহীরুহ - মূলে।
কিঙ্কিনী - কলরব - রঞ্জিত - কটিতট - কোমল - পীতদুকূলে।।
মুরলী মনোহর - মধুরতরাধর - ঘনরুচি - চৌরকিশোরে।
শ্রীবৃষভানুকুমারী - মোহনরুচি - মুখচন্দ্র চকোরে।।
গুঞ্জাহার - মকর - মনিকুন্ডল - কঙ্কন - নুপুর - শোভে।
মৃদুমধুর স্মিত - চারুবিলোকন - রসিকবধু - কৃত - লোভে।।
মত্ত মধুব্রত - গুঞ্জিত - রঞ্জিত - গল - দোলিত - বনমালে।
গন্ধোদ্বর্ত্তিত - সুবলিত - সুন্দর পুলকিত - বাহুবিশালে।।
উজ্জ্বলরত্ন - তিলক - ললিতালক - সকনক - মৌক্তিক - নাসে।

শারদকোটি সুধাকিরনোজ্জ্বল - শ্রীমুখকমল - বিকাশে।।
গ্রীবাকটি পদভঙ্গি - মনোহর - নব - সুকুমার শরীরে।
বৃন্দাবন নবকুঞ্জ - গৃহান্তর - রতিরন - রঙ্গ - সুধীরে।।
পরিমলসার - সকেশর চন্দন চর্চ্চিততর লসদঙ্গে।
পরমানন্দরসৈক - ঘনাকৃতি - প্রবহদনঙ্গ - তরঙ্গে।।
পদনখচন্দ্র - মনিচ্ছবিলজ্জিত মনসিজকোটি সমাজে।
অদ্ভুত - কেলি - বিলাস - বিশারদ ব্রজপুর - নবযুবরাজে।।
রসিক - সরস্বতী - বর্ণিত - মাধব - রূপ - সুধারস - সারে।
রময়ত সাধু বুধা নিজহৃদয়ং ভ্রমথ মুধা কিমসারে।।

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারীর অষ্টক

নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণেঃ

ইন্দ্রনীলমনিমঞ্জুল বর্ণঃ
ফুল্লনীপকুসুমাঞ্চিত কর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী
সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ১ ।।

রাধিকা - বদনচন্দ্রচকোরঃ,
সর্ব্ববল্লববধূ ধৃতিচৌরঃ।
চর্চ্চরীচতুরতাঞ্চিতচারী,
চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতি মনোহর যাঁহার বর্ণ, বিকশিত কদম্বকুসুমদ্বারা যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা করিতেছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোরস্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমনীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চ্চরীতালে সুন্দর নৃত্য কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।। ২ ।।

সর্ব্বতঃ প্রথিতকৌলিকপর্ব্ব,
ধ্বংসনেন হৃতবাসবগর্ব্বঃ।।
গোষ্ঠরক্ষণকৃতে গিরিধারী,
লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ৩ ।।

রাগমন্ডল - বিভূষিতবংশী
বিভ্রমেন মদনোৎসবশংসী,

স্তূয়মানচরিতঃ শুকশারী,
শ্রেনিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি সর্ব্বত্র গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিক পর্ব্বের ধ্বংসহেতু অতিক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব্ব হরণ ও গোষ্ঠ - রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন। সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ সমূহ রাগরাগিনী - বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেয়সী বৃন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষনা করিতেছেন এবং বংশীরব শুনিয়া অনুরক্ত শুকশারীগণ যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।। ৪ ।।

শাতকুম্ভরুচিহারিদুকুলঃ
কেকিচন্দ্রক - বিরাজিত চুলঃ
নব্যযৌবনলসদ্ব্রজনারী
রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ৫ ।।

স্থাসকীকৃতসুগন্ধি পটীরঃ।
স্বর্ণকাঞ্চি পরিশোভিকটীরঃ
রাধিকোন্নতপয়োধরবারী।
কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার পীতাম্বর সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ বিরাজিত এবং যিনি নবযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা অঙ্গ অনুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নতপয়োধররূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।। ৬ ।।

গৌরধাতুতিলকোজ্জলভালঃ, কেলিচঞ্চলিতচম্পকমালঃ।
অদ্রিকন্দরগৃহেস্বভিসারী, সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ৭ ।।

বিভ্রমোচ্চলদৃগঞ্চলনৃত্য, ক্ষিপ্তগোপললনাখিলকৃত্যঃ।
প্রেমমত্তবৃষভানুকুমারী, নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার ললাটগৈরিকধাতুদ্বারাতিলকাঙ্কিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোদুল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের অদ্রিকন্দররূপ সঙ্কেত স্থানে যিনি অভিসার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি স্বরবিন্যাসে চঞ্চল কটাক্ষপাতদ্বারা গোপললনাদিগের নিখিল কার্য্য

বিদুরিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রোমোমত্ত বৃভভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নায়ক - স্বরূপ সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।

অষ্টকং মধুরকুঞ্জবিহারী,
ক্রীড়য়া পঠতিযঃকিল হারি।
স প্রযাতি বিলসৎপর ভাগং,
তস্য পাদ কমলার্চ্চনরাগম্।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ কৃষ্ণলীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্যাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পূজনে বিলক্ষন অনুরাগ লাভ হয়।

শ্রীশ্রীব্রজরাজ সুতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীব্রজরাজ সুতায় নমঃ

নবনীরদ - নিন্দিত - কান্তিধরং
রসসাগর - নাগরভুপবরম্।
শুভবঙ্কিম – চারু - শিখন্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ।। ১ ।।

ভ্রু বিশঙ্কিত - বঙ্কিম - শক্রধনুং
মুখচন্দ্রবিনিন্দিতকোটিবিধুম্ ।
মৃদু-মন্দ সুহাস্য সুভাষ্যযুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ২ ।।

সুবিকম্পদনঙ্গ - সদঙ্গধরং
ব্রজবাসি - মনোহর - বেশকরম্।
ভূশলাঞ্ছিত নীলসরোজদৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৩ ।।

অলকাবলি মন্ডিতভালতটং
শ্রুতি-দোলিত - মাকরকুন্ডলকম্।
কটিবেষ্টিত পীতপটং সুধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৪ ।।

কলনূপুর - রাজিতচারুপদং
মনিরঞ্জিত - গঞ্জিত ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজ - বজ্রঝষাঙ্কিত - পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৫ ।।

ভৃশচন্দনচর্চ্চিত - চারুতনুং
মনিকৌস্তভ - গর্হিত - ভানুতনুম্।
ব্রজবাল - শিরোমণি - রূপধৃতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৬ ।।

সুরবৃন্দসুবন্দ্য - মুকন্দহরিং
সুরনাথ - শিরোমণি - সর্ব্বগুরুম্।
গিরিধারি - মুরারি - পুরারিপরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৭ ।।

বৃষভানুসুতা - বরকেলিপরং
রসরাজশিরোমণি - বেশধরম্ ।
জগদীশ্বরমীশ্বর মীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৮ ।।

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবায় নমঃ

শ্রীগৌরচন্দ্র মুখপদ্ম বিনিগর্তং শ্রীশ্রীজগন্নাথ অষ্টকম্

কদাচিৎ কালিন্দীতট - বিপিন - সঙ্গীত - তরলো
মুদাভীরী - নারী - বদন - কমলাস্বাদ - মধুপঃ।
রমা - শম্ভু - ব্রহ্মামরপতি - গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃস্বামী নয়নপথ - গামী - ভবতু মে।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি কখনও কখনও যমুনা তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে ভ্রমরের ন্যায় আনন্দে ব্রজ গোপীদিগের মুখারবিন্দের মধুপান করেন এবং লক্ষ্মী শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র ও গনেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ - যাঁহার চরণ যুগল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন পথের পথিক হউন।। ১ ।।

ভূজে সব্যে বেনুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটীতটে
দুকুলং নেত্রান্তে সহচর - কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন - বসতি - লীলা -- পরিচয়ো
জগন্নাথঃ - স্বামী নয়নপথ - গামী - ভবতু মে।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি বাম হস্তে বেনু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন - প্রান্তে সহচরগনের প্রতি কটাক্ষ ধারন করিয়া সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন - পথের পথিক হউন।। ২ ।।

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ - বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা - মধ্যস্থঃ - সকল সুর সেবাবস রদো
জগন্নাথঃ - স্বামী নয়নপথ - গামী - ভবতু মে।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল - নীলাচলশিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব সহ সুভদ্রাকে মধ্যে রাখিয়া অবস্থান করতঃ সমস্ত দেবগণকে স্বীয় সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন - পথের পথিক হউন।। ৩ ।।

কৃপাপারাবারঃ সজল - জলদ - শ্রেনি - রুচিরো
রমা - বানী রামঃ স্ফুরদমল - পঙ্কেরুহমুখঃ।
সুরেন্দ্রেরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা - গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী - নয়নপথ - গামী - ভবতু মে।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি; যিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, যাঁহার বনদমন্ডল অমলকমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্যধন এবং বেদ, পুরান তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়নপথের পথিক হউন।। ৪ ।।

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত - ভূদেব - পটলৈঃ
স্তুতি - প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ন্য সদয়ঃ
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল - জগতাং সিন্ধু - সদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ গামী ভবতু মে।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ রথে আরোহন করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মনগণ যাঁহার স্তব করিতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু, যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া তদুপকূলে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভুজগন্নাথদেব আমার নয়ন পথের পথিক হউন।। ৫ ।।

পরং ব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয় - দলোৎফুল্ল - নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত চরনোহনন্ত - শিরসি।
রসানন্দী - রাধা - সরস - বপুরালিঙ্গন - সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ গামী - ভবতু মে।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি পরমার্চ্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্রযুগল নীল কমল - দলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পন করিয়া রহিয়াছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময় - দেহালিঙ্গন সুখে সুখী

সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন পথের পথিক হউন।

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক - মানিক্য বিভবং
ন যাচেহহং রম্যাং সকল - জন - কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীত - চরিতো
জগন্নাথঃ - স্বামী নয়নপথ গামী - ভবতু মে।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি রাজ্য চাহিনা, স্বর্ণ মানিক্যাদি বৈভব চাহিনা; সর্ব্বজনের স্পৃহনীয় সুন্দরী - নারীও চাহিনা, কেবল এই চাহি যে প্রমথনাথ মহাদেব সর্ব্বক্ষন যাঁহার চরিত্র গান করেন সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন - পথের পথিক হউন।। ৭ ।।

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো দীনেহনাথে নিহিত - চরনো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে সুরপতে। অতি শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর। হে যদুপতে। আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। অহো। দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকেই যিনি নিশ্চিতরূপে স্বীয় শ্রীচরণ সমর্পন করিয়া থাকেন; সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন - পথের পথিক হউন ।। ৮ ।।

জগন্নাথাষ্টকং পুন্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপ - বিশুদ্ধাত্মা - বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।। ৯ ।।

[ইতি শ্রী গৌরচন্দ্র মুখপদ্ম বিনির্গতং শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম]

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি সংযত ও শুদ্ধ চিত্তে এই পরমপবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করেন তাঁহার আত্মা সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোক অর্থাৎ শ্রীবৈকুন্ঠধামে গমন করেন।

শ্রীশ্রীমধুরষ্টকম

[শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকম্]

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম।। ১ ।।

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং-মধুরম।

চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।। ২ ।।

বেনুর্মধুরো রেনুর্মধুরঃ
পানির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।। ৩ ।।

গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরম্।। ৪ ।।

করনং মধুরং তরনং মধুরং
হরনং মধুরং রমনং মধুরং।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।। ৫ ।।

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচী মধুরা
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।। ৬ ।।

গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।। ৭ ।।

গোপা মধুরা গাবো মধুরা
যষ্ঠির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।। ৭ ।।

(শ্রী বল্লভাচার্য্য বিরচিতং শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং সম্পূর্ণম)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা

[শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ কৃতাগীতিঃ]

দেব ভবন্তং বন্দে।

মন্মানস - মধুকরমর্পয় - নিজপদ - পঙ্কজ মকরন্দে।।
যদ্যপি সমাধিষু - বিধিরপি পশ্যতি
ন ভব নখাগ্রমরীচিম্।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কপাদ্ভুত - বীচিম্ ।।১ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দেব। (কৃষ্ণ) তোমাকে বন্দনা করি। আমার মানস - মধুকরকে নিজ পাদপদ্মের মকরন্দে (মধুতে) অর্পন কর। যদিও ব্রহ্মা সমাধিযোগে তোমার নখাগ্রকিরণ পর্য্যন্ত দর্শনে অক্ষম, তথাপি হে অচ্যুত। তোমার অদ্ভুত কৃপাতরঙ্গ শ্রবণ করিয়া এই ইচ্ছা করিতেছি ।।১ ।।

ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি - মাধব
ন ত্বয়ি - মম তিলমাত্রী
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক
দুর্ঘটঘটন - বিধাত্রী ।।২ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে মাধব। যদিও তোমাতে আমার তিলমাত্রও ভক্তির উদয় হয়নাই, তথাপি তোমাতে অঘটনঘটনকারিনী পরমেশ্বরতা বিদ্যমান বলিয়া কৃপা পাইবার আশা করি।।২ ।।

অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত রসভারম্।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি
বিন্দন্ মধুরিমসারম্।।৩ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে সনাতন। তোমার পাদপদ্ম অমৃতকেও নিন্দা করিতেছে, অতএব আমার মানসমধুকর মকরন্দ পানে লুব্ধ হইয়া মাধুর্য্যসার প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলরূপে বাস করুক। ইহাই প্রার্থনা ।।৩ ।।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

[শ্রীসত্যব্রতমুনি প্রোক্তং শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্]

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ - কুন্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানম্
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা।।১ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যাঁহার কর্ণ-যুগলে কুন্ডল আন্দোলিত হইতেছে,

যিনি গোকুলে পরম শোভা বিকাশ করিতেছেন, এবং যিনি শিক্য অর্থাৎ শিকায় রক্ষিত নবনীত (মাখন) হরন করায় মা যশোদার ভয়ে উদূখলের উপরিভাগ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়াছিলেন ও মা যশোদা ও যাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বররূপী শ্রীদামোদরকে প্রণাম করি।। ১ ।।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাসকম্প - ত্রিরেখাঙ্ক কন্ঠ -
স্থিত গ্রৈব - দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি জননীর হস্তে যষ্টি দেখিয়া রোদন করিতে করিতে দুইখানি পদ্মহস্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিতেছেন, যিনি ভীত-নয়ন হইয়াছেন ও তন্নিমিত্ত মুহুর্মুহুঃ শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত কম্প নিবন্ধন যাহার কণ্ঠস্থ মুক্তাহার দোদুল্যমান হইতেছে এবং যাঁহার উদরে রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরকে বন্দনা করি।। ২ ।।

ইতীদৃক স্বলীলাভিরানন্দকুন্ডে,
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়োশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি এবম্বিধ বাল্যলীলা দ্বারা গোকুলবাসী জনবৃন্দকে আনন্দ সরোবরো নিমজ্জিত করেন এবং যিনি ভগবদৈশ্চর্য্য - জ্ঞান-পরায়ন ভক্ত সমূহে "আমি ভক্ত কর্ত্তৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত" ইহাই প্রকাশ করিতেছেন, সেই ঈশ্বররূপী দামোদরকে আমি প্রেমসহকারে শত শতবার বন্দনা করি।। ৩ ।।

বরং দেব। মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃনেহহং বরেশাদপীহ
ইদন্তে বপুর্নাথ। গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দেব। তুমি সর্ব্বপ্রকার বরদানে সমর্থ হইলেও আমি তোমার নিকট মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠা - স্বরূপ শ্রী বৈকুণ্ঠলোক বা অন্য কোন বরনীয় বস্তু প্রার্থনা করিনা তবে আমি কেবল ইহাই প্রার্থনা করি যে এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ঐ পূর্ব্ববর্ণিত বালগোপালরূপী শ্রীবিগ্রহ আমার মানসপটে সর্ব্বদা আবির্ভূত হউক। হে প্রভো। যদিও তুমি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বদা হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, তথাপি তোমার ঐ শৈশব লীলাময় বালগোপাল মূর্ত্তি সর্ব্বদা সুন্দররূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত

হউক।। ৪ ।।

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ - রক্তৈশ্চ - গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব - রক্তাধরং মে,
নমস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ লাভৈঃ।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দেব। তোমার যে বদনকমল অতীব শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশসমূহে সমাবৃত এবং তোমার যে বদনকমলস্থ বিম্বফল সদৃশ রক্তবর্ণ অধর মা যশোদা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন। সেই বদনকমলের মধুরিমা আমি আর কি বর্ণন করিব? আমার মনোমধ্যে তাহাই আবির্ভূত হউক। ঐশ্বর্য্যাদি অন্যবিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোনও প্রয়োজন নাই — আমি অন্য আর কিছুই চাহি না।। ৫ ।।

নমো দেব। দামোদরানন্ত। বিষ্ণো।
প্রসীদ প্রভো। দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টাতিদীনং বতানু
গৃহানেশ। মমেজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভো! হে ঈশ্বর আমি দুঃখপরম্পরারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া একেবারে মরনাপন্ন হইয়াছি, তুমি কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত দ্বারা আমার উদ্ধার সাধন কর এবং দর্শন দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা কর।। ৬ ।।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্তের্ব যদ্বৎ,
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা-প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ,
ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দামোদর। তুমি যেরূপ গো অর্থাৎ গাভী-বন্ধন রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ হইয়া শাপগ্রস্ত নলকুবর ও মনিগ্রীব নামক কুবের পুত্র দ্বয়কে মুক্ত করতঃ তাহাদিগকে ভক্তিমান করিয়াছ, আমাকেও তদ্রূপ প্রেমভক্তি প্রদান কর। এই প্রেমভক্তিতেই আমার আগ্রহ, মোক্ষের প্রতি আমার আগ্রহ নাই।। ৭ ।।

নমস্তেহস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি - ধাম্নে।
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ - ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ,
নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দেব। তোমার তেজোময় উদর - বন্ধন - রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার স্বরূপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক, তথা তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে

আমি প্রণাম করি এবং অনন্ত লীলাময় দেব তোমাকে নমস্কার করি ।। ৮ ।।

শ্রীশ্রী বৃন্দাদেব্যষ্টকম্

[শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত]

শ্রীশ্রী বৃন্দাদেব্যৈঃ নমঃ

গাঙ্গেয় - চাম্পেয় - তড়িদ্‌বিনিন্দি -
রোচিঃ - প্রবাহ - স্নপিতাত্মবৃন্দেঃ।
বন্ধুক - বন্ধু - দ্যুতি দিব্যবাসো
বৃন্দে। নুমস্তে চরনারবিন্দম্।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে অত্যুজ্জ্বল - রক্তবর্ণ - বসন - ধারিনি বৃন্দে। তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গকান্তি দ্বারা স্বর্ণ চম্পক-পুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছ এবং তদ্দ্বারা স্বজনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত করিতেছ; তোমারশ্রীচরনারবৃন্দে নমস্কার করি।

বিম্বাধরোদিত্বর - মন্দহাস্য
নাসাগ্র - মুক্তাদ্যুতি - দীপিতাস্যে।
বিচিত্র - রত্নাভরনশ্রিয়াঢ্যে,
বৃন্দে। নুমস্তে চরনারবিন্দম্।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে বৃন্দে। তোমার বিম্ব - সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদ্গত মৃদু-মধুর হাস্য ও নাসিকাগ্রবর্ত্তী মুক্তা কান্তি দ্বারা তদীয় বদনমন্ডল পরিশোভিত হইয়াছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরনে সৌন্দর্য্যান্বিতা হইয়াছে, তোমার শ্রীচরণপদ্মে নমস্কার করি।। ২ ।।

সমস্ত - বৈকুণ্ঠ - শিরমনৌ শ্রী
কৃষ্ণস্য বৃন্দাবন - ধন্য - ধাম্নি।
দত্তাধিকারে বৃষভানু - পুত্র্যা,
বৃন্দে। নুমস্তে চরণারবিন্দম্।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে বৃন্দে। বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল - বৈকুণ্ঠ সমূহের শিরোমনি ও অশেষগুন সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন; তোমার শ্রী পাদপদ্মে নমস্কার করি।। ৩ ।।

ত্বদাজ্ঞয়া পল্লব - পুষ্প - ভৃঙ্গ,
মৃগাদিভির্মাধব - কেলি কুঞ্জাঃ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমানা,
বৃন্দে। নুমস্তে চরণারবিন্দম্।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে বৃন্দে! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-সারী প্রভৃতি পশুপক্ষিগণে ও চির বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলি কুঞ্জ সমূহ বিভূষিত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে। তোমার শ্রীপদারবিন্দে প্রণাম করি।। ৪ ।।

ত্বদীয় দূত্যেন নিকুঞ্জ যুনো
রত্যৎকয়োঃ কেলি বিলাস সিদ্ধিঃ
ত্বৎ সৌভগং কেশ নিরুচ্যতাং তদ্,
বৃন্দে! নুমস্তে চরনারবিন্দম্।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে বৃন্দে। তোমার দূতীত্বের চাতুর্য্যপ্রভাবেই বিলাসবাসনাময়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি - বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাদিগের লীলাবিলাসের সহায়তা করিয়া থাকে, অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি।। ৫ ।।

রাসাভিলাষো - বসতিশ্চ বৃন্দা -
বনে তদীশাঙ্ঘ্রি - সরোজ সেবা।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব
বৃন্দে! নুমস্তে চরনারবিন্দম্।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে বৃন্দে। কৃষ্ণ ভক্তগণ তোমারই কৃপায় শ্রীরাস লীলা দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধা মাধবের চরণ সেবা লাভ করিয়া থাকেন; তোমার শ্রীপদ - কমলে নমস্কার করি।। ৬ ।।

ত্বং কীর্ত্যসে সাত্বত - তন্ত্রবিদ্ভি -
লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণশক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে,
বৃন্দে। নুমস্তে চরনারবিন্দম্।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে বৃন্দে শ্রীনারদাদি - ভক্তগণ - বিরচিত তন্ত্র সমূহে সুনিপুন পন্ডিতগণ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ রূপিনী শ্রীতুলসীদেবী হইতেছেন তোমারই মূর্ত্তি; তোমার শ্রী চরণপঙ্কজে অভিবাদন করি।। ৭ ।।

ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ -লক্ষৈঃ,
ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি - তরঙ্গ - মধ্যে।
কৃপাময়ি। ত্বাং শরনং প্রপন্না,
বৃন্দে। নুমস্তে চরনারবিন্দম্।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে কৃপাময়ী দেবি। আমরা ভক্তিহীন বলিয়া শত শত অপরাধ প্রযুক্ত

ভব সমুদ্রের কাম ক্রোধাদিরূপ ভীষণ তরঙ্গ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি; অতএব তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই সুদুস্তর ভব-জলধি হইতে উদ্ধার কর; তোমার শ্রীচরণসরোজে নমস্কার করি।। ৮ ।।

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃনুয়াৎ পঠেদ্ বা,
বৃন্দবনাধীশ পদাব্জ - ভৃঙ্গঃ।
স প্রাপ্য বৃন্দবন - নিত্যবাসং
তৎ প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থ।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণকমলের ভৃঙ্গ স্বরূপ হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দবনে নিত্য - বাস প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া থাকেন।। ৯ ।।

সম্পূর্ণম

সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবন বাস-লালসা

আর কি এমন দশা হব।
সবছাড়ি বৃন্দাবনে যাব।।
আর কবে শ্রীরাসমন্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে।।
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়ন যুগ ভরি।।
শ্যাম কুন্ডে রাধাকুন্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরান।।
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে।।
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তম দাস করে আশ।।

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ

রাধাকৃষ্ণ ভজোঁ মুঞি জীবনে মরনে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রি দিনে।।
যে স্থানে যে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ ভোর।।
শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি।।
শ্রীরতিমঞ্জরি দেবি! মোরে কর দয়া।

অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া।।
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি! করো অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম - ধ্যান।।
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

স্বাভীষ্ট-লালসা

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষ ভানু পুরে, আহীরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব।।
যাবটে আমার কবে, এ পানিগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায়।।
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পন।।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল চরণ।।
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করি সবিশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানাযন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে।।
দুঁহু চাঁদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার,
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার।।
শ্রী রূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দু'টি পায়।
নরোত্তম দাস ভনে, প্রিয় নর্ম্মসখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়।।

স্বাভীষ্ট লালসা

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব।।

টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানাফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর।।
দুঁহু রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নব রত্নজরি আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেনী,
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া।।
সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।।

স্বাভীষ্ট লালসা

[সিদ্ধদেহেন শ্রী বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ।]

প্রানেশ্বরি! এইবার করুনা কর মোরে।
দশনেতে তৃন ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এইজন নিবেদন করে।।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করি দিব সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ পঙ্কজে
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে।।
সুগন্ধি চন্দন, মনিময় আভরন,
কৌষিক বসন নানারঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে।।
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর বাসিত গুয়া পান।
এই সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম।।
সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়।
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে।।

শ্রী রূপ মঞ্জরী পদ লালসা

শ্রী রূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই আর প্রাণধন, সেই মোর আভরন।
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ।
সেই মোর ধরম করম।।
অনুকূল হবে বিধি সে পদ সম্পদ নিধি,
নিরখিব এই দুই নয়ানে।
সে রূপ মাধুরী রাশি, প্রান কুবলয় শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুঁয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা - প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরন।।

লালসা

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে।।
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসি ? হেতা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য করহ ত্বরায়।।
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞা বলে।
পবিত্র মনেতে কার্য করিব তৎকালে।।
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পুরিয়া।।
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি।।

লালসা

শ্রী রূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা।।
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।

কোথায় পাইলে রূপ ? এই নব দাসী।।
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি।।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি।।
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল।।
হেন তত্ত্ব দোঁহা কার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদ-কমলে-মন।
কেমনে লভিবে চরম শরন।।
চিরদিন করিয়া ও চরণ আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধমদাস।।
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তপ্রাণ,
পামরে যুগল - ভক্তি কর'দান।।
ভক্তিহীন বলি'না কর উপেক্ষা
মূর্খ জনে দেহ'জ্ঞান সুশিক্ষা।।
বিষয় - পিপাসা - প্রপীড়িত দাসে - ।
দেহ'অধিকার যুগল - বিলাসে - ।।

চঞ্চল - জীবন - স্রোতঃ প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে- দিবস; না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়।।
তুমি পতিত জনের বন্ধু।
জানি হে তোমারে নাথ,
তুমি ত করুনা - জলসিন্ধু।।
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি লেশ।
নিজগুনে নাথ কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভব - ক্লেশ।।
সিদ্ধদেহ দিয়া বৃন্দাবন মাঝে
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি মোরে।
শুন নিজ গুন - গান।।
যুগল সেবায়, শ্রীরাসমন্ডলে

নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা - সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী
বিনোদ ধরিছে পায়।।

শ্রীগোপীনাথ পদে প্রার্থনা

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন সদা কামরত
কিছু নাহি মোর গুন।।
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি
তোমার চরণে লইনু শরণ
তোমার কিঙ্কর - আমি।।
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি কর্ম্মে জড়মতি
পড়েছি সংসার ঘোরে।।
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্ম্মল
স্বাধীন নহে এ কায়া।।
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুনা দান।।
গোপীনাথ, তুমিত সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর।।
গোপীনাথ, তুমি কৃপাপারাবার
জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে
লীলা কৈলে সুবিস্তার।
গোপীনাথ; আমি কি দোষে দোষী,
অসুর সকল পাইল চরণ
বিনোদ থাকিল বসি।।

শ্রীরাধিকা-অষ্টোত্তর শতনাম - স্তোত্রম্

শ্রীগান্ধর্ব্বায়ৈ নমঃ

অবীক্ষ্যাম্বেশ্বরীং কাচিদ্বৃন্দাবন মহেশ্বরীম্।
তৎপদাম্ভোজ মাত্রৈকগতির্দাস্যতি কাতরা।। ১ ।।

পতিতা তৎসরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরবাকুলম্।
তচ্ছ্রীবক্ত্রে ক্ষণাবাপ্ত্যৈ নামান্যেতানি সংজগৌ।। ২ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধার পাদপদ্মই যাহার এক মাত্র গতি এইরূপ কোন এক দীনা দাসী প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধারানীর অদর্শনে অতীব কাতরা হইয়া তাঁহারই কুন্ডতীরে পতিত হইয়া তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করিবার লালসায় আর্তকণ্ঠে রোদনকরত এই সকল নামাবলী গান করিয়া ছিল।। ১ - ২ ।।

রাধা গান্ধার্ব্বিকা গোষ্ঠ যুবরাজৈককামিতা
গান্ধর্ব্বা রাধিকা চন্দ্রকান্তির্মাধব - সঙ্গিনী।। ৩ ।।

অনুবাদ : রাধা (১) গান্ধর্বিকা (২) গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বাঞ্ছিতা (৩) গান্ধর্বারাধিকা (৪) চন্দ্রকান্তি (৫) মাধব সঙ্গিনী।। ৩ ।।

দামোদরাদ্বৈতসখী কার্ত্তিক্যেৎকীর্ত্তিদেশ্বরী
মুকুন্দদয়িতাবৃন্দ - ধম্মিল্ল মনিমঞ্জরী।। ৪ ।।

অনুবাদ : শ্রীদামোদরের অদ্বিতীয়া সখী (৭) কার্ত্তিক মাসের উৎকৃষ্ট কীর্তি প্রদায়িনী ও ঈশ্বরী (৮) শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াবর্গের শিরোমণি মঞ্জরী (৯)।। ৪ ।।

ভাস্করোপাসিকা বার্ষভানবী বৃষভানুজা।
অনঙ্গমঞ্জরী জ্যেষ্ঠা শ্রীদামাবরজোত্তমা।। ৫ ।।

অনুবাদ : সূর্যোপাসিকা (১০) বার্ষভানবী (১১) বৃষভানুজা (১২) অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নি (১৩) শ্রীদামের অনুজা (১৪) উত্তমা (১৫)।। ৫ ।।

কীর্ত্তিদাকন্যকা মাতৃস্নেহপীযুষপুত্রিকা।
বিশাখাসবয়াঃ প্রেষ্ঠ-বিশাখা জীবিতাধিকা।। ৬ ।।

অনুবাদ : কীর্তিদা কন্যকা (১৬) মাতৃস্নেহ পীযুষ পুত্রিকা (১৭) বিশাখা সবয়া (১৮) প্রেষ্ঠবিশাখা জীবিতাধিকা (১৯)।। ৬ ।।

প্রানাদ্বিতীয় ললিতা বৃন্দাবনবিহারিনী।
ললিতাপ্রানলক্ষৈকরক্ষা বৃন্দাবনেশ্বরী।। ৭ ।।

অনুবাদ : ললিতা সখী যাঁহার অদ্বিতীয় প্রান স্বরূপা (২০) বৃন্দাবন বিহারিনী (২১) ললিতার লক্ষ প্রান দ্বারা যাঁহার রক্ষা হইতেছে (২২) বৃন্দাবনেশ্বরী (২৩)।। ৭ ।।

ব্রজেন্দ্রগৃহিনী কৃষ্ণপ্রায় স্নেহ নিকেতনম্।
ব্রজগোগোপগোপালী জীবমাত্রৈকজীবনম্।। ৮ ।।

অনুবাদ : যিনি ব্রজেন্দ্রগৃহিনী যশোদার শ্রীকৃষ্ণতুল্য প্রেমাস্পদা (২৪) ব্রজ-গো, গোপ, গোপী এবং জীব মাত্রের একমাত্র জীবন স্বরূপা (২৫)।। ৮ ।।

স্নেহলাভীর রাজেন্দ্রা বৎসলা চ্যুত পূর্ব্বজা।
গোবিন্দ প্রনয়াধার - সুরভী সেবনোৎসুকা।। ৯ ।।

অনুবাদ : গোপরাজ শ্রীনন্দ যাঁহাকে নিরতিশয় স্নেহ করেন (২৬) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব যাঁহাতে বাৎসল্য যুক্ত (২৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রনয়ভাজন সুরভির সেবাকার্যে যিনি নিয়ত উৎসুকা (২৮)।। ৯।।

ধৃত নন্দীশ্বর ক্ষেমগমনোৎকণ্ঠি মানসা
স্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্টি ধনিষ্ঠা ধ্যেয়দর্শনা।। ১০ ।।

গোপেন্দ্রমহিষী পাকশালাবেদিপ্রকাশিকা।
আয়ুর্বর্দ্ধকরাদ্ধান্না রোহিনীষ্রাতমস্তকা।। ১১ ।।

অনুবাদ : যাঁহার মনে নন্দীশ্বর গমনের নিমিত্ত বিপুল উৎকণ্ঠা বিরাজিত (২৯) অভিন্না —দেহাধনিষ্টা যাঁহার দর্শন আকাঙ্খা করেন (৩০)।। ১০ ।।

অনুবাদ : নন্দরাজ মহিষীর পাকশালার বেদীকে যিনি প্রকাশিত করেন (৩১) যাঁহার শ্রীহস্তের পাচিত অন্ন পরমায়ুর বৃদ্ধিকর (৩২) রোহিনী মাতা যাঁহার মস্তকাঘ্রান করেন (৩৩)।। ১১ ।।

সুবল ন্যস্তসারূপ্যা সুবল প্রীতিতোষিতা।
মুখরাদৃক্ সুধানপ্ত্রী জটিলাদৃষ্টিভীষিতা।। ১২ ।।

অনুবাদ : যিনি সুবলে সারূপ্য অর্পন করিয়াছেন (৩৪) সুবলের সন্তোষে যিনি সন্তুষ্ট হন (৩৫) মুখরার দৃষ্টিতে যিনি অমৃতের নাতিনী (৩৬) যিনি জটিলার দৃষ্টিতে ভয় প্রাপ্ত হন (৩৭)।। ১২ ।।

মধুমঙ্গল নর্ম্মোক্তি জনিত স্মিতচন্দ্রিকা।
পৌর্নমাসী বহিঃখেলৎ প্রানপঞ্জর সারিকা।। ১৩ ।।

অনুবাদ : মধুমঙ্গলের পরিহাস বানীতে যাহার ঈষৎ হাস্যচন্দ্রিকা প্রকাশিত হয় (৩৮) যিনি পৌর্ণমাসী দেবীর বাহিরে ক্রীড়মান প্রাণ পঞ্জরের সারিকা (৩৯)।। ১৩ ।।

সগনাদ্বৈতজীবাতুঃস্বীয়াহঙ্কার বর্দ্ধিনী।
স্বগনোপেন্দ্রপাদাব্জ স্পর্শ লম্ভণ হর্ষিনী।। ১৪ ।।

অনুবাদ : .যিনি নিজ সখী মঞ্জরীগণের একমাত্র জীবাতু (৪০) যিনি নিজ জনের অহঙ্কার বর্ধন করেন (৪১) সখীগণের সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়া থাকেন (৪২)।। ১৪ ।।

স্বীয় বৃন্দাবনোদ্যানপালিকী কৃতবৃন্দকা।
জ্ঞাত বৃন্দাটবী সর্ব্বলতাতরু-মৃগদ্বিজা।। ১৫ ।।

অনুবাদ : যিনি বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীকে উদ্যান পালিকা রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন (৪৩) বৃন্দাবন মধ্যে নিখিল তরুলতা, মৃগ পক্ষী গণ যাঁহার পরিচিত (৪৫)।। ১৫ ।।

ঈষচ্চন্দন সংঘৃষ্ট নবকাশ্মীরদেহভাঃ।
জবাপুষ্প প্রভাহারি পট্টচীনারুনাম্বরা।। ১৬ ।।

চরনাব্জতল, জ্যোতিররুনীকৃত ভূতলা।
হরি চিত্ত-চমৎকারি চারুনূপুর নিঃস্বনা।। ১৭ ।।

অনুবাদ : যাঁহার দেহকান্তি ঈষৎ চন্দনপঙ্ক মিশ্রিত নব কুঙ্কুমের ন্যায় (৪৫) যাহার সূক্ষ্মপট্ট বস্ত্রের শোভা জবাকুসুমের কান্তিহারি (৪৬)।। ১৬ ।।

অনুবাদ : যাঁহার পদাম্বুজতলের প্রভাব ভূতল অরুনবর্ণ হইয়া থাকে (৪৭) যিনি মনোহর নূপুর ধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে চমৎকারিত্ব জাগাইয়া থাকেন (৪৮)।। ১৭ ।।

কৃষ্ণশ্রান্তিপুর শ্রোনিপীঠ বল্‌গিত ঘণ্টিকা।
কৃষ্ণ সর্ব্বস্বপীনোদ্যৎকুচাঞ্চন্মণি মালিকা।। ১৮ ।।

নানারত্নোল্লসচ্ছঙ্খচূড়া - চারুভুজদ্বয়া।
স্যমন্তকমণি ভ্রাজন্মনিবন্ধাতিবন্ধুরা।। ১৯ ।।

অনুবাদ : যাঁহার নিতম্বতটের কিঙ্কিনী ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের কান্তিহরণ করিয়া থাকে।(৪৯) শ্রীকৃষ্ণের পরমসম্পদ্ যাঁহার পীনোন্নত কুচযুগলে মনিমালা আন্দোলিত হয় (৫০)।। ১৮ ।।

অনুবাদ : যাঁহার সুবলিত বাহুদ্বয় নানা রত্নখচিত শঙ্খচুড়িতে শোভিত (৫১) যাঁহার মনিবন্ধ (প্রকোষ্ট দেশ) স্যমন্তকমনির প্রভায় নিম্নোন্নত মনে হয় (৫২)।। ১৯ ।।

সুবর্ণদর্পণজ্যোতিরুল্লঙ্ঘি - মুখমন্ডলা।
পক্কদাড়িমবীজাভ দন্তাকৃষ্টাঘভিচ্ছুকা।। ২০ ।।

অব্জরাগাদি সৃষ্টাব্জকলিকা কর্ণভূষণা।
সৌভাগ্যকজ্জলাঙ্কাক্ত নেত্রনিন্দিত খঞ্জনা।। ২১ ।।

অনুবাদ : যাঁহার মুখমন্ডল স্বীয় কান্তি দ্বারা স্বর্ণদর্পণের প্রভাকেও পরাজিত করে (৫৩) যাঁহার সুপক্কদাড়িম্ববীজতুল্য দন্তরাজির শোভায় শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী সমাকৃষ্ট হন (৫৪)।। ২০ ।।

অনুবাদ : যিনি পদ্মরাগাদি মণিবিরচিত পদ্মকলিকার কর্ণভূষনে ভূষিতা (৫৫) যাঁহার সৌভাগ্য কজ্জল রঞ্জিত নয়নদ্বয় খঞ্জনকেও নিন্দা করিয়া থাকে (৫৬) ।। ২১ ।।

সুবৃত্তমৌক্তিকামুক্ত নাসিকা তিলপুষ্পিকা।
সুচারু নবকস্তুরী তিলকাঞ্চিত ভালকা।। ২২ ।।

দিব্যবেনীবিনির্দ্ধূত কেকিপিঞ্ছবর স্তুতিঃ।
নেত্রান্তশর বিধ্বংসীকৃত চানুরজিদ্ধৃতিঃ।। ২৩ ।।

অনুবাদ : যাঁহার নাসিকা রূপ তিলপুষ্প সুবর্তুল মুক্তাফল সমন্বিত (৫৭) যাঁহার ললাট ফলকে সুচারু নবকস্তুরী তিলক সুশোভিত (৫৮)।।২২ ।।

অনুবাদ : যিনি মনোহর কেশকলাপ দ্বারা ময়ূরপুচ্ছের উৎকৃষ্ট স্তুতিকেও দূরীভূত করিয়াছেন (৫৯) যিনি মনোহর কটাক্ষপাত দ্বারা চানুর বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণকেও অধীর করিয়া তুলেন (৬০)।। ২৩ ।।

স্ফুরৎ কৈশোর তারুণ্য সন্ধি বন্ধুর বিগ্রহা।
মাধবোল্লাসকোন্মত্তপিকোরু মধুরস্বরা।। ২৪ ।।

অনুবাদ : কৈশোর ও তারুণ্যের শোভার সম্মীলনে যাঁহার শ্রীবিগ্রহ অতি মনোহর হইয়াছে (৬১) শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত যাঁহার উল্লাস বিধান করেন (৬২) উন্মত্ত কোকিলের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর (৬৩)।। ২৪ ।।

প্রানাযুতশতপ্রেষ্ঠ মাধবোৎকীর্ত্তিলম্পটা।
কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গোদ্যৎ স্মিতপীযূষবুদ্বুদা।। ২৫ ।।

পুঞ্জীভূত জগল্লজ্জা বৈদগ্ধীদিগ্ধবিগ্রহা।
করুনা বিদ্রবদ্দেহা মূর্ত্তিমন্মাধুরীঘটা।। ২৬ ।।

অনুবাদ : অসংখ্য প্রান অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের যশে যাঁহার অতিশয় আসক্তি (৬৪) শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গতরঙ্গে যাঁহার হাস্যামৃত বুদ্বুদ শোভা পায় (৬৫) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ : বিশ্বের পুঞ্জীভূত লজ্জা ও বৈদগ্ধী যাঁহার বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে (৬৬) করুণায় যাঁহার দেহ দ্রবীভূত (৬৭) যাঁহাতে মাধুর্যঘটা মূর্তিমতী (৬৮)।। ২৬ ।।

জগদ্গুনবতীবর্গ গীয়মান গুনোচ্চয়া।
শচ্যাদি - সুভগাবৃন্দ বন্দ্যমাননোরুসৌভগা।। ২৭ ।।

বীনাবাদন সঙ্গীত রাসলাস্য - বিশারদা।
নারদ প্রমুখোদগীত জগদানন্দি সদ্যশঃ।। ২৮ ।।

অনুবাদ : বিশ্বের গুনবতীগন যাঁহার গুনাবলী কীর্ত্তন করেন (৬৯) শচী প্রভৃতি সৌভাগ্য শালিনী স্ত্রীগণও যাঁহার বিপুল সৌভাগ্যের বন্দনা করিয়া থাকেন (৭০)।। ২৭ ।।

অনুবাদ : বীনাবাদ্য, সঙ্গীত ও রাস নৃত্যে যিনি অতি সুনিপুনা (৭১) নারদাদি প্রমুখ

মুনিগণ যাঁহার জগদানন্দি সুনির্মল যশোগান করিয়া থাকেন (৭২) ।। ২৮ ।।

গোবর্দ্ধনগুহা গেহগৃহিনী কুঞ্জমন্ডনা
চন্ডাংশুনন্দিনী বদ্ধভগিনী ভাব বিভ্রমা।। ২৯ ।।

দিব্য কুন্দলতা নর্ম্মসখ্যদাম বিভুষিতা।
গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদি শৃঙ্গাররসপন্ডিতা।। ৩০ ।।

অনুবাদ : যিনি গোবর্দ্ধন গিরিস্থিত গুহা গৃহের গৃহিনী (৭৩) যাঁহার আগমনে কুঞ্জগৃহ বিভুষিত হয় (৭৪) যমুনা দেবীর প্রতি যাঁহার ভগ্নীভাবত্ব প্রতীত হয় (৭৫)।। ২৯ ।।

অনুবাদ : শ্রী কুন্দলতার সুন্দর নর্ম, সখ্য দামে যিনি বিভুষিতা (৭৬) গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণেরসুখদ শৃঙ্গার রসে যিনি সুপন্ডিতা (৭৭)।। ৩০ ।।

গিরিন্দ্রধর বক্ষঃ শ্রীঃ শঙ্খচূড়ারিজীবনম্।
গোকুলেন্দ্র সুত প্রেমকাম ভূপেন্দ্রপত্তনম্।। ৩১ ।।

অনুবাদ : গোবর্ধন ধারী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যিনি নিরতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৭৮) যিনি শঙ্খ চূড়ারি শ্রীকৃষ্ণের জীবন স্বরূপ (৭৯) গোকুলেন্দ্র নন্দন শ্রী কৃষ্ণের প্রেমরূপমদন রাজের যিনি নিবাস স্থান (৮০)।। ৩১ ।।

বিষবিধ্বংস নম্মোক্তি - স্বনির্ম্মিত সরোবরা
নিজকুন্ডজলক্রীড়াজিত সঙ্কর্ষনানুজা।। ৩২ ।।

মুরমর্দ্দন মত্তেভ বিহারামৃতদীর্ঘিকা।
গিরিন্দ্রধর পারীন্দ্র রতি যুদ্ধোরুসিংহিকা।। ৩৩ ।।

অনুবাদ : বৃষাসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণের নম্মোক্তিতে যিনি নিজ সরোবর শ্রীরাধাকুন্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন (৮১) নিজকুন্ডে জলক্রীড়ায় যিনি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত করিয়াছেন (৮২)।। ৩২ ।।

অনুবাদ : মুরারী শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্তহস্তির বিহারের যিনি অমৃতসরোবর (৮৩) গিরিধারী শ্রী কৃষ্ণরূপ সিংহের সহিত রতি যুদ্ধে যিনি সিংহিকা (৮৪)।। ৩৩ ।।

স্বতনুসৌরভেম্মত্তীকৃত মোহনমাধবা।
দোর্মূলোচ্চালনক্রীড়া ব্যাকুলী কৃতকেশবা।। ৩৪ ।।

নিজকুন্ডতটীকুঞ্জকগুপ্তকেলি কলোদ্যমা।
দিব্যমল্লি কুলোল্লাসি শয্যাকল্পিতবিগ্রহা।। ৩৫ ।।

অনুবাদ : যিনি মোহন মাধবকেও স্বীয় অঙ্গ গৌরভে উন্মত্ত করেন (৮৫) যিনি বাহুমূলের সঞ্চালন লীলাতে কেশবকে ব্যাকুলিত করেন (৮৬)।। ৩৪ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধা কুন্ড তটস্থ কুঞ্জাবলীতে যিনি স্বীয় কেলিকলার উদ্যম প্রকাশ করেন (৮৭) দিব্য মল্লিকা কুসুমে রচিত শয্যায় যিনি শ্রীঅঙ্গ বিন্যাস করেন (৮৮)।। ৩৫ ।।

কৃষ্ণবামভুজান্যস্ত চারুদক্ষিণগন্ডকা।
সব্য বাহুলতাবদ্ধ কৃষ্ণদক্ষিণসদ্ভুজা।। ৩৬ ।।

কৃষ্ণদক্ষিণ চারুরুশ্লিষ্ট বামোরু রম্ভিকা।
গিরিন্দ্রধর ধৃগ্বক্ষো মর্দ্দিসুস্তন - পর্ব্বতা।। ৩৭ ।।

গোবিন্দাধরপীযূষ বাসিতাধরপল্লবা।
সুধা সঞ্চয় চারুক্তি শীতলী কৃত মাধবা।। ৩৮ ।।

গোবিন্দোগীর্ণ তাম্বূলরাগরজ্যৎকপোলিকা।
কৃষ্ণ সম্ভোগসফলীকৃত মন্মথসম্ভবা।। ৩৯ ।।

গোবিন্দ মাজ্জিতোদ্দামরতিপ্রস্বিন্নসম্মুখা।
বিশাখাবীজিত ক্রীড়াশ্রান্তি - নিন্দ্রালু - বিগ্রহা।। ৪০ ।।

অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুতে যিনি সুচারু দক্ষিণ গন্ডস্থল স্থাপন করিয়াছেন (৮৯) যিনি স্বীয় বাম বাহু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুকে বদ্ধ করিয়াছেন (৯০) শ্রীকৃষ্ণের মনোহর দক্ষিণ উরু দ্বারা যাঁহার বামউরু রম্ভা যন্ত্রিত (৯১) গিরি ধারী শ্রীকৃষ্ণের ধৃষ্ট বক্ষঃস্থলে যাঁহার স্তনশৈল বিমর্দিত হইতেছে (৯২) গোবিন্দের অধরামৃতে যাঁহার অধর পল্লব সুবাসিত (৯৩) যিনি অমৃত রাশি সদৃশ মধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে সুশীতল করেন (৯৪) শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুলরাগে যাঁহার কপোলদেশ সুরঞ্জিত হইয়াছে। (৯৫) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে যিনি মন্মথের জন্মকে সফল করিয়াছেন। (৯৬) যাঁহার রতি শ্রমে ঘর্মাক্ত বদন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মার্জন করেন। (৯৭) বিলাসাবসানে শ্রম বশতঃ নিদ্রিত হইলে বিশাখাসখী চামরব্যঞ্জন দ্বারা যাঁহাকে সুস্থ করিয়া থাকেন। (৯৮)।। ৩৬ ৪০ ।।

গোবিন্দ চরণ - ন্যাস্তকায়মানসজীবনা ।
স্বপ্রানার্ব্বুদ - নির্ম্মঞ্ছ্য হরিপাদরজঃকনা।। ৪১ ।।
অনুমাত্রাচ্যুতাদর্শ - শপ্যমানাম্বলোচনা।
নিত্য নূতন - গোবিন্দবক্ত্রশুভ্রাংশু দর্শনা।। ৪২ ।।

অনুবাদ : যাহার কায় মনোপ্রান সবই শ্রীগোবিন্দ চরণে সমর্পিত (৯৯) যিনি নিজের অসংখ্য প্রান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম রজঃকনাকে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন (১০০)।। ৪১ ।।

অনুবাদ : যিনি ক্ষনমাত্র কাল শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইলে নিজের নয়নকে অভিশাপ দেন (১০১) গোবিন্দের মুখচন্দ্রকে যিনি নিত্যনূতন দর্শন করিয়া থাকেন (১০২)।। ৪২ ।।

নিঃসীম হরিমাধুর্য্য - সৌন্দর্য্যাদ্যেকভোগিনী।
সাপত্ন্যধাম মুরলী মাত্র ভাগ্য কটাক্ষিনী।। ৪৩ ।।

গাঢ়বুদ্ধিবলক্রীড়াজিত বংশী বিকর্ষিনী।
নর্ম্মোক্তি চন্দ্রিকোৎফুল্ল - কৃষ্ণকামাব্ধিবর্দ্ধিনী।। ৪৪ ।।

ব্রজচন্দ্রেন্দ্রিয়গ্রাম - বিশ্রাম - বিধু শালিকা।
কৃষ্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদিরাধেত্যক্ষর যুগ্মকা।। ৪৫ ।।

অনুবাদ : যিনি অসীম কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্যের একমাত্র ভোক্ত্রী (১০৩) যিনি সাপত্ন্যাস্পদ্ মুরলীর ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ করেন (১০৪) ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ : যিনি গাঢ় বুদ্ধি বলে খেলায় মুরলী জয় করিয়া উহা আকর্ষন করেন (১০৫) যিনি নর্ম্মোক্তি রূপ চন্দ্রিকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাম সিন্ধুকে বর্ধিত করেন (১০৬)।। ৪৪ ।।

অনুবাদ : যিনি বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গ্রামের বিশ্রামের চন্দ্রশালিকা (১০৭) যাঁহার রাধা এই নামাক্ষরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়কে উন্মাদিত করেন (১০৮)।। ৪৫ ।।

ইদং শ্রীরাধিকা নাম্নামষ্টোত্তর শতোজ্জ্বলম্।
শ্রীরাধালম্ভকং নাম স্তোত্রং চারু রসায়নম্।। ৪৬ ।।

যোঽধিতে পরমপ্রীত্যা দীনঃ কাতর মানসঃ।
স নাথা মচিরেণৈব সনাথামীক্ষতে ধ্রুবম্।। ৪৭ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধারানীর অষ্টোত্তর শতনামে উজ্জ্বল, অতি সুশোভন, হৃৎকর্ন রসায়ন ও শ্রীরাধার প্রাপক এই স্তোত্রটি যিনি প্রীতিপূর্বক দৈন্যসহকারে ও কাতর চিত্তে অধ্যয়ন করেন, তিনি অচিরায় সুনিশ্চিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধারানীকে দর্শন করিয়া থাকেন।। ৪৬ - ৪৭ ।।

।। ইতি শ্রী রাধিকাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।।

নবাষ্টকম্

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

গৌরীং গোষ্ট বনেশ্বরীং গিরিধরপ্রানাধিক প্রেয়সীং
স্বীয় প্রানপরার্দ্ধপুষ্প পটলী নির্ম্মঞ্ছ্যতৎ পদ্ধতিম্।
প্রেমনা প্রানবয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ।। ১ ।।

অনুবাদ : যিনি গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রানাধিক প্রিয়তমা স্বীয় পরার্ধ প্রাণরূপ কুসুম সমূহ দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের পথ নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন। যিনি প্রাণপ্রিয় সখী ললিতা কর্তৃক প্রেম ভরে সংলালিতা বিশাখার পরিহাসরসে যিনি উত্তমরূপে পরিনিষিক্তা হে! মন, তুমি সেই গৌরী, বৃন্দাবনেশ্বরী, অপার রসময়ী শ্রীরাধারানীকে ভজন কর।। ১ ।।

স্বীয়প্রেষ্ঠসরোবরান্তিকবলৎ কুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ
ফুল্লৎপুষ্প মরন্দলুব্ধ মধুপ শ্রেনীধ্বনিভ্রাজিতে।
মাদ্যন্মন্মথ রাজ্যকার্য্যমসকৃৎ সম্ভালয়ন্তীং স্মরা
মাত্য শ্রীহরিনা সমং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।। ২ ।।

কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গ তুঙ্গিততরানঙ্গা সুরঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যা লঙ্গিমসঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিনঃ।
ফুল্লৎ স্মের সখীনিকায় নিহিতস্বাশীঃসুধাস্বাদন -
লব্ধোন্মাদধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।৩ ।।

অনুবাদ : স্বীয় পরমপ্রিয় শ্রীরাধাকুন্ড সমীপে সুরভিত কুসুমের মকরন্ধ লুব্ধ মধুপ শ্রেনীর ঝঙ্কারে মুখরিত কুঞ্জমধ্যে যিনি মদনরাজের আমাত্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্মত্ত মদনের রাজ্যবিষয়ক কার্য সমুহ পুনঃ পুনঃ অন্বেষন করিতেছেন হে মন! তুমি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধারানীর ভজন কর।। ২ ।।

অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গতরঙ্গে যাঁহার ইন্দ্রিয়কূল মদনাবেশে সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, যিনি বাক্য কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে মদন সমর হইতে নিবর্তিত করিয়া স্মিত বদনা স্বীয় সখী কুলের প্রদত্ত স্বাভিলাষামৃত পানে রসোন্মাদে গর্ব্বিতা হইয়াছেন হে মন! তুমি অগাধ রসময়ী শ্রীরাধার ভজন কর।। ৩ ।।

জিত্বাপশিককেলি সঙ্গরতরে নির্ব্বাদবিম্বাধরং
স্মিতা দ্বিঃ পনিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দগর্ব্বোদ্ধুরে।
ঈষচ্ছোনদৃগন্তকোনমুদয়দ্রোমাঞ্চকম্পস্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৪ ।।

অনুবাদ : দুইবার অধর সুধা পানের পন রাখিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধব পরস্পর পাশা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বিপুল পাশক সংগ্রামে শ্রীমতিকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে ও সগর্বে শ্রীমতির বিম্বাধর অবাধে পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যিনি ঈষদরুণ নয়নাঞ্চলে, রোমাঞ্চ ও কম্পের সহিত মৃদুহাস্য মন্ডিত বদনে লীলা কমল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিতেছেন — হে মন! তুমি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধারানীর ভজন কর।। ৪ ।।

অংশে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নব কাননশ্রিয়মিমামুদ্যদ্বসন্তোদ্ভবাম্।

প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্নং প্রিয় –
শ্রোতে দ্রাগদধতীং মুদা ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৫ ।।

অনুবাদ : যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর বিন্যাস পূর্বক তদীয় সুসখ্যভাবে সাতিশয় উন্মত্তা হইয়া অভিনব বসন্তাগমে প্রকাশিত কানন শোভা সন্দর্শন করিতেছেন এবং যিনি বন মধ্যে বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতিভরে শীঘ্র সুবিস্তীর্ণ নব পল্লব প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে পরিধান করাইতেছেন হে মন! তুমি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধারানীর ভজন কর।। ৫ ।।

মিথ্যাস্বাপ মনল্পপুষ্পশয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রের্গুহা –
মধ্যে প্রাগ্‌দধতো হরের্মুরলিকাং হৃত্বাহরন্তীং স্রজম্।
স্মিত্বাতেন গৃহীত কণ্ঠ - নিকটাং ভীত্যাপসারোৎ সুকাং
হস্তাভ্যাং দমিতস্তনীং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৬ ।।

অনুবাদ : গোবর্ধন গিরি গুহা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রায় শয়ন করিলে যিনি প্রথমে তদীয় বংশী হরন করিয়া পরে মাল্য হরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে যিনি শ্রী কৃষ্ণ কর্তৃক সহাস্যে কণ্ঠের অধঃ প্রদেশে গৃহীত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বক্ষঃস্থলকে আয়ত্তাধীন করিতেছেন —হে মন! তুমি সেই অশেষ রসের খনি স্বরূপা শ্রীরাধারানীর ভজন কর।। ৬ ।।

তুর্নং গাঃ পুরতো বিধায় সখিভিঃপূর্ণংবিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণদেযৌবতকাঙ্ক্ষিতাক্ষি নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম্।
শ্যামং শ্যামদৃগন্ত বিভ্রম ভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মাম্লানিকরোদয়াং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৭ ।।

অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গাভী সমূহকে অগ্রে স্থাপন পূর্বক সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতে যুবতী গণের অভিলাষিত ঘূর্ণিত নয়ন নটন দ্বারা যখন শ্রীরাধার বদন মন্ডল দর্শন করিতেছেন তখন যিনি অপাঙ্গ বিভ্রমে শ্যামসুন্দরকে ভাবতরঙ্গে সাতিশয় চপলিত ও কম্পিত করিতেছেন, যাঁহার অভ্যুদয় দর্শনে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার ম্লানি উপস্থিত হইয়াছে —হে মন! সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধারানীকে তুমি ভজন কর।। ৭ ।।

প্রোদ্যৎ কান্তিভরেন বল্লবধুতারাঃ পরাদ্ধাৎ পরাঃ
কুর্ব্বানাং মলিনাঃ সদোজ্জ্বলরসে রাসে লসন্তীরপি।
গোষ্ঠারন্য - বরেন্য - ধন্য গগনে গত্যানুরাধা শ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু বিরাজিতাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।। ৮ ।।

অনুবাদ : উজ্জ্বল রসময় রাসলীলায় প্রকৃষ্ট কান্তিময়ী অসংখ্য গোপ বনিতা রূপ তারা গণকে যিনি স্বীয় অদ্ভুত কান্তিদ্বারা মলিনা করিতেছেন এবং বৃন্দাবন রূপ উত্তম গগনে যিনি অনুরাধারূপে সতত সেবিতা হইয়া গোবিন্দরূপ চন্দ্রের সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন,

হে মন! তুমি সেই অপার রসময়ী শ্রীরাধারানীর ভজন কর।। ৮ ।।

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতি ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাঙ্ক্ষা গদগদনিস্বনেন নিয়তং পূর্নং পঠেদষঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্ত মুকুন্দভৃঙ্গবিলসদ্রাধাসুধাবল্লরীং
সেবোদ্রেকরসেন গোষ্ঠ বিপিনে প্রেম্না-স-তাং সিঞ্চতি।। ৯ ।।

অনুবাদ : যে পুন্যাত্মা ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া অচঞ্চলচিত্তে এই নবাষ্টক আর্তিপূর্ণ গদ্‌গদ কণ্ঠে অর্থ বোধের সহিত সুস্পষ্টভাবে সমগ্র নিয়ত পাঠ করেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ নিয়ত প্রমত্ত হইয়া যাঁহার চারিপার্শ্বে ঘূর্ণিত হইতেছেন, সেই রাধারূপ অমৃতবল্লরীকে সেবারূপ রসসার দ্বারা সিঞ্চন করিয়া থাকেন।। ৯ ।।

।। ইতি নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।।

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূ - সুর - গনে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ নব যুব দ্বন্দ্ব - শরনে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা -
ময়ে স্বান্ত র্ভ্রাতশ্চটু ভিরভিযাচে ধৃতপদঃ।। ১ ।।

অনুবাদ : ওহে ভ্রাতঃ মন! আমি তোমার চরণে ধরিয়া চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি তুমি সদা দম্ভ পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুদেবে, শ্রীব্রজধামে, ব্রজবাসীগণে, সুজনে বা বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে, স্বীয় দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, ব্রজের নবতরুণ যুগল শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপূর্ব্ব রতি বা অনুরাগ বিধান কর।। ১ ।।

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুর - পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচী সূনুং নন্দীশ্বর - পতি সুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ - প্রেষ্ঠত্বেস্মর পরম জস্রং ননু মনঃ।। ২ ।।

অনুবাদ : হে মন! তুমি নিশ্চিতরূপে বেদশাস্ত্র কথিত ধর্ম বা অধর্মের আচরণ করিও না। এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার অনুষ্ঠান কর। শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম রূপে সর্ব্বদা স্মরণ কর।। ২ ।।

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূমি সরাগং প্রতিজনু
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরি তুমারাদ ভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগনমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃনু মনঃ।। ৩ ।।

অনুবাদ : ওহে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগের সহিত ব্রজভূমিতে বসবাস করিতে ইচ্ছা কর এবং শীঘ্র শ্রীশ্রীযুগল কিশোরের পরিচর্যা করিতে অভিলাষ কর, তবে তাহার উপায় বলি শোন শ্রীস্বরূপ ও গণসহ শ্রীরূপ সনাতনকে পরম ভক্তি ভরে নিত্যই স্মরণ ও প্রণাম কর।। ৩ ।।

অসদ্বার্ত্তাবেশ্যা বিসৃজ মতি সর্ব্বস্বহরনীঃ
কথা মুক্তি ব্যাঘ্রা ন শৃনু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ
অপিত্যকৃত্বা লক্ষ্মীপতি রতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধা কৃষ্ণৌ স্বরতি মনিদৌ ত্বং ভজ মনঃ।। ৪ ।।

অনুবাদ : হে মন! তুমি মতির সর্ব্বস্ব হরণ কারিনী অসৎ বার্তারূপ বেশ্যাসঙ্গ ত্যাগ কর, সর্ব্ব দেহ গ্রাসিনী মুক্তি ব্যাঘ্রীর কথা কখনো শ্রবণ করিও না, পরব্যোম প্রাপিকা লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি ভক্তি ও ত্যাগ করত ব্রজে স্বীয় প্রেমরত্ন প্রদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর।। ৪ ।।

অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ বিকট পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি প্রকট পথপাতি ব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধ্বা হন্যেহহমিতি বকভিদ্বর্ম্মপগনে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মনঃ ইতঃ।। ৫ ।।

অনুবাদ : হে মন! এই বিশ্বে কামাদি পথ দস্যু (বাটপাড়) গণ অসচ্চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জু সমূহ দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমার যথেচ্ছ প্রহার করিতেছ — এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের পথ রক্ষক (প্রহরী) বৈষ্ণবগণকে কাতর স্বরে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমায় এই শত্রুগণের কবল হইতে রক্ষা করেন।। ৫ ।।

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ কপট - কুটিনাটী ভর - খর —
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা - গিরিধরপদ - প্রেম - বিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়।। ৬ ।।

অনুবাদ : ওরে মন! তুমি প্রকাশ্য কপট কুটিনাটি সমূহ রূপ ক্ষরিত গর্দভমূত্রে স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমাকে কেশ দগ্ধ করিতেছ। শ্রী গান্ধর্বা - গিরিধারীর পাদপদ্ম প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধা সিন্ধুতে নিয়ত স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমায় অতিশয় সুখী কর।। ৬ ।।

প্রতিষ্ঠাশা - ধৃষ্টা শ্বপচরমনী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু - প্রেমা স্পৃশতি শুচিরে তন্ননু মনঃ।
সদাত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তম তুলং
যথা তাং নিস্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ।। ৭ ।।

অনুবাদ : হে মন। প্রতিষ্ঠাশা রূপ ধৃষ্টা শ্বপচরমনী আমার হৃদয়ে নৃত্য, করিতেছে। পবিত্র সাধু প্রেম এই হৃদয়কে কি রূপে স্পর্শ করিবে? তুমি শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় ও অতুলনীয় সামন্ত বা সেনাপতিরূপ মহতের সর্ব্বদা সেবা কর। যাহাতে তিনি শীঘ্র সেই চন্ডালিনীকে হৃদয় হইতে নিস্কাসিত করিয়া সাধুপ্রেমকে সেখানে প্রবিষ্ট করাইবেন।। ৭ ।।

যথা দুষ্ট ত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাতুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রী গান্ধর্ব্বা ভজন বিধয়ে প্রেরযতিমাং
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ।। ৮ ।।

অনুবাদ : হে মন। এই গোষ্ঠে তুমি সেই রূপ মিনতির সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা কর, যাহাতে তিনি কৃপা পূর্বক মাদৃশ শঠের ও দুষ্টত্ব দূর করেন ও আমায় অতি উজ্জ্বল রসময় প্রেমামৃত ও প্রদান করেন এবং শ্রীরাধারানীর সেবায় আমায় নিযুক্ত করেন।। ৮ ।।

মদীশানাথত্বে ব্রজ বিপিন চন্দ্রং ব্রজবনে
শ্বরীং তন্নাথত্বে তদতুল সখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী বিতরণ গুরুত্বে প্রিয়সরো -
গিরিন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষাললিত রতিদত্বে স্মরমনঃ।। ৯ ।।

অনুবাদ : হে মন! তুমি বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার ঈশ্বরীর অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রাননাথ রূপে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়া রূপে, শ্রীললিতাকে তাঁহার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয় সরোবর শ্রীরাধা কুন্ড এবং গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন এবং ললিত রতি দায়ক রূপে স্মরণ কর।। ৯ ।।

রতিং গৌরীলীলে অপিতপতি সৌন্দর্য কিরনৈঃ
শচীলক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি - সৌভাগ্য বলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রা বলি মুখ নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্‌যা তাং হরিদয়িত রাধাং ভজ মনঃ।। ১০ ।।

অনুবাদ : হে মন! যিনি স্বীয় সৌন্দর্য কিরনে রতি দেবী, গৌরী দেবী এবং লীলা দেবিকে সন্তপ্ত করেন। সৌভাগ্যাতিশয্যে বা প্রিয়তমের আদরনীয়তা দ্বারা শচী, লক্ষী ও সত্যভামা দেবীকে পরাভূত করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বশীকার শক্তি দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রমুখ নবীনা ব্রজসতী গণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন সেই শ্রীহরি প্রিয়া শ্রীরাধার সর্ব্বদা ভজন কর।। ১০ ।।

সমং শ্রীরূপেন স্মরবিবশ রাধা গিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভন বিধয়ে তদগণযুজোঃ।

তদিজাখ্যা - ধ্যান শ্রবণ - নতি পঞ্চামৃত মিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধন মনু দিনং ত্বং ভজ মনঃ।। ১১ ।।

অনুবাদ : হে মন! তুমি শ্রী রূপের সঙ্গে গণ সহ কন্দর্প বিবশ শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত ভজন পারিপাট্যে প্রত্যহ শ্রীগোবর্ধনের পূজা, নাম ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কার রূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া শ্রীগোবর্ধনের ভজন কর।। ১১ ।।

মনঃ শিক্ষাদৈকাদশক বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত সর্ব্বার্থ ততি যঃ।
সযুথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল ভজনরত্নং সলভতে।। ১২ ।।

অনুবাদ : যিনি মনের শিক্ষাপ্রদ এই শ্রেষ্ঠ একাদশটি শ্লোক অর্থের সম্যক্ ধারনা পূর্বক উচ্চকণ্ঠে মধুরস্বরে গান করিবেন। তিনি সগন শ্রীরূপের অনুগত হইয়া গোকুল বনে শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণরে অতুলনীয় ভজন রত্ন লাভ করিবেন।। ১২ ।।

।। ইতি শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা দাখ্যমেকাদশকং সম্পূর্ণম্।।

শ্রীপ্রেমেন্দুসাগর - সংজ্ঞক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম মালিক

কলহান্তরিতাবৃত্তা কচিদ্বল্লবসুন্দরী,
বিরহোত্তাপখিন্নাঙ্গী সখীং সোৎকণ্ঠমব্রবীৎ।। ১ ।।

হন্ত গৌরি স কিং গন্তা পন্থানং মম নেত্রয়োঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ করুনাসিন্ধুঃ কৃষ্ণো গোকুলবল্লভঃ।। ২ ।।

গোবিন্দঃ পরমানন্দোনন্দমন্দির মঙ্গলং।
যশোদাখনিমানিক্যং গোপেন্দ্রাম্ভোধিচন্দ্রমাঃ।। ৩ ।।

অনুবাদ : [প্রণয়েকাপ বশতঃ বিনয়কারী প্রাণেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ তাহার বিরহে যে নায়িকা অনুতাপ করে তাহার নাম কলহান্তরিতা] কলহান্তরিতা কোন ব্রজরমনী শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া কোন সখীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।। ১ ।।

অনুবাদ : সখি!, করুনাসিন্ধু অতসী কুসুমবর্ণ গোকুলপতি সেই শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার কি আমার নয়নগোচর হইবেন ?।। ২ ।।

অনুবাদ : যিনি গোবিন্দ অর্থাৎ গোবর্দ্ধন ধারনকালে ব্রজমন্ডলে বিপ্লব করিতে উদ্যত ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন এবং গো-সমুদয়ের ইন্দ্র বলিয়া

ইন্দ্র যাঁহাকে অভিষেক করিয়াছিলেন। যিনি পরম আনন্দ স্বরূপ, যিনি নন্দালয়ের কল্যাণকর, যিনি যশোদারূপ খনিতে মাণিক্য স্বরূপ ও নন্দরূপ সমুদ্রের আনন্দকর চন্দ্র-সদৃশ।। ৩ ।।

নবাম্ভোধরসংরম্ভবিড়ম্বিরুচিডম্বর
ক্ষিপ্তহাটকশৌটির্য্যপট্টপিতাম্বরাবৃতঃ।। ৪ ।।

কন্দর্পরূপসন্দর্পহারিপাদনখ দ্যুতিঃ।
ধ্বজাম্ভোরুহদম্ভোলি যবাঙ্কুশলসৎপদঃ।। ৫ ।।

পদপঞ্জর - সিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরখঞ্জনঃ।
মসারসম্পুটাকারধারি - জানুযুগোজ্জ্বলঃ।। ৬ ।।

অনুবাদ : নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি, যিনি স্বর্ণ বর্ণ পীত বসনে সুশোভিত।। ৪ ।।

অনুবাদ : যাঁহার পদনখদ্যুতি কন্দর্পের সৌন্দর্য গর্ব্ব - পরাভব করে, ধ্বজ পদ্ম, বজ্র যব ও অঙ্কুশাদিদ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম সুশোভিত।। ৫ ।।

অনুবাদ : যাঁহার পাদপদ্ম স্বরূপ পঞ্জরে নুপূর রূপ খঞ্জন পক্ষী মধুর শব্দ করিতেছে এবং ইন্দ্রনীলমণি নির্মিত সম্পুটকের ন্যায় যাঁহার জানুদ্বয় উজ্জ্বল।। ৬ ।।

শৌন্ডস্তম্বেরমোদ্দন্ডশুন্ডারম্যোরুসৌষ্ঠবঃ।
মণিকিঙ্কিনিসংকীর্ণবিশঙ্কট কটিস্থলঃ।। ৭ ।।

মধ্যমাধুর্য্য বিধ্বস্তদিব্যসিংহমদোদ্ধতিঃ।
গারুত্মতগিরিগ্রাবগরিষ্ঠোরস্তটান্তরঃ।। ৮ ।।

কম্বুকণ্ঠস্থলালম্বিমণিসম্রাড়লস্কৃতিঃ।
আখন্ডলমনিস্তম্ভস্পর্দ্ধিদোর্দ্দন্ডচন্ডিমা।। ৯ ।।

অনুবাদ : মত্তমাতঙ্গের শুন্ডাদন্ডের ন্যায় যাঁহার উরুদ্বয় সুশোভিত এবং যাঁহার বিশাল কটিস্থল মনিময় কিঙ্কিনী দ্বারা খচিত।। ৭ ।।

অনুবাদ : যাঁহার কটিদেশের শোভায় স্বর্গীয় সিংহের মদগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে এবং মরকতমনি পর্বতের শিলাখন্ড অপেক্ষাও যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত।। ৮ ।।

অনুবাদ : যাঁহার কম্বুকণ্ঠে অর্থাৎ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ান্বিত গলদেশে ভূষণসার কৌস্তুভমনি শোভা পাইতেছে এবং ইন্দ্রনীলমনি নির্ম্মিত স্তম্ভের ন্যায় দোর্দ্দন্ড অর্থাৎ বাহুযুগ অতিশয় শোভিত।। ৯ ।।

খন্ডিতাখন্ডকোটীন্দুসৌন্দর্য্যমুখমন্ডলঃ
লাবন্যলহরীসিন্ধুঃ সিন্দুরতুলিতাধরঃ।। ১০ ।।

ফুল্লারবিন্দসৌন্দর্য্য কন্দলীতুন্দিলেক্ষনঃ।
গন্ডান্ততান্ডবক্রীড়াহিন্তন্মকরকুন্ডলঃ।। ১১ ।।

অনুবাদ : যিনি মুখমন্ডল দ্বারা কোটী কোটী পূর্ণ শশধরের শোভা পরাভব করিয়াছেন, যিনি লাবন্য লহরীর সিন্ধু এবং সিন্দুরের ন্যায় যাঁহার অধর বিম্ব।। ১০ ।।

অনুবাদ : প্রফুল্ল অম্বুজের ন্যায় যাঁহার নয়নযুগল সুশোভিত এবং যাঁহার গন্ডপ্রান্তে মকর কুন্ডল দোদুল্যমান হওয়ায় মনে হইতেছে যেন উহারা উত্তমস্থান প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য শিক্ষা করিতেছে।। ১১ ।।

নবীন যৌবনারম্ভজৃম্ভিতোজ্জ্বল বিগ্রহঃ।
অপাঙ্গতুঙ্গিতানঙ্গকোটিকোদন্ডবিক্রমঃ।। ১২ ।।

সুধানির্যাসমাধুর্য্যধুরীনোদারভাষিতঃ।
সান্দ্রবৃন্দাটবী কুঞ্জ কন্দরা গন্ধ সিন্ধুরঃ।। ১৩ ।।

ধন্য গোবর্দ্ধনোত্তুঙ্গশৃঙ্গোৎসঙ্গনবাম্বুদঃ।
কলিন্দনন্দিনীকেলিকল্যানকলহংসকঃ।। ১৪।।

অনুবাদ : অভিনব যৌবনের প্রারম্ভে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল রসে পরিপূর্ণ এবং অনঙ্গের কোটীসংখ্যক ধনুকের বিক্রম যাঁহার অপাঙ্গ দেশে বিরাজ করিতেছে।। ১২ ।।

অনুবাদ : যাঁহার বাক্যে অমৃতের মাধুর্য্যরাশি বহন ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে এবং যিনি বৃন্দাবনের কুঞ্জমধ্যে ও তএত্য-পর্বতগুহায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দচারী হইয়া বিরাজ করিতেছে।। ১৩ ।।

অনুবাদ : যিনি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অত্যুচ্চু শৃঙ্গমধ্যে নবীন মেঘস্বরূপ ও কলিন্দকন্যা যমুনার জল-বিহারে যিনি কল্যানকর কলহংসস্বরূপ।। ১৪ ।।

নন্দীশ্বরধৃতানন্দো ভান্ডীরতটতান্ডবী।
শঙ্খচূড়হরঃ ক্রীড়াগেন্ডূকৃতগিরীশ্বরঃ।। ১৫ ।।

বারীন্দ্রাব্বুদগম্ভীরঃ পারীন্দ্রাব্বুদবিক্রমী।
রোহিনীনন্দনানন্দী শ্রীদামোদ্দামসৌহৃদঃ।। ১৬ ।।

সুবলপ্রেমদয়িতঃ সুহৃদাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
নন্দব্রজজনানন্দসন্দীপন মহাব্রতী।। ১৭ ।।

অনুবাদ : যিনি বিবিধ ফল পুষ্পবতী তরুলতায় আকীর্ন নন্দীশ্বর নামক স্থানে মহানন্দ

•ও কালিন্দির পরপারস্থিত ভান্ডীর তটে নৃত্য করিয়া থাকেন, যিনি শঙ্খচূড় নামক কংসভৃত্যের প্রান সংহারক এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়াছেন।। ১০ ।।

অনুবাদ : অব্বুদ সংখ্যক সমুদ্র অপেক্ষাও যিনি গম্ভীর, অর্ব্বুদ ও পরিমিত সিংহ অপেক্ষাও যিনি বিক্রমশালী এবং যিনি পরিচর্যা দ্বারা অগ্রজ রোহিনীনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করেন এবং শ্রীদাম নামক শ্রীরাধিকার ভ্রাতার প্রতি যাঁহার অতিশয় সখ্যভাব।। ১৬ ।।

অনুবাদ : যিনি সুবল নামক ব্রজবালকের প্রিয়তম সখা এবং সুভদ্র মন্ডলীভদ্র দেবপ্রস্থ প্রভৃতি গোপকুমারের হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ চিত্তহারী এবং যিনি ব্রজবাসীজনগণের আনন্দবর্দ্ধনরূপ মহানব্রত ধারণ করিয়াছেন।। ১৭ ।।

শৃঙ্গিনীসঙ্ঘসংগ্রাহিবেনুসংগীত মন্ডলঃ।
উত্তুঙ্গপুঙ্গবারব্ধসঙ্গরাসঙ্গকৌতুকী।। ১৮ ।।

বিস্ফুরদ্বন্যশৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাভীষ্টদৈবতম্।
উদঞ্চৎ - পিঞ্ছ বিঞ্ছোলীলাঞ্ছি তাজ্জ্বলবিগ্রহঃ।। ১৯ ।।

অনুবাদ : যিনি বেনুসঙ্গীতরূপ সংকেত দ্বারা গাভীগণকে একত্রিত করিয়া থাকেন এবং যিনি বৃহৎ বৃহৎ বৃষগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহা দেখিবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতুক প্রকাশ করিয়া থাকেন।। ১৮ ।।

অনুবাদ : যিনি বনজাত লবঙ্গকুসুম-প্রস্তুত ভূষণে সুশোভিত এবং যিনি শৃঙ্গার রসের অভীষ্ট দেবতা স্বরূপ ও শ্রেণীকৃত ময়ুরপুচ্ছরূপ মুকুটদ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত।। ১৯ ।।

সঞ্চরচ্চঞ্চরীকালিপঞ্চবর্ণস্রগঞ্চিতঃ।
সুরঙ্গরঙ্গনস্বর্ণযুথিগ্রথিত মেখলঃ।। ২০ ।।

ধাতুচিত্রবিচিত্রাঙ্গলাবন্যলহরীভরঃ।
গুঞ্জাপুঞ্জকৃতাকল্পঃ কেলিতল্পিতপল্লবঃ।। ২১ ।।

বপুরামোদমাধ্বীকবদ্ধিতপ্রমদামদঃ।
বৃন্দাবনারবিন্দাক্ষীবৃন্দকন্দর্পদীপনঃ।। ২২ ।।

অনুবাদ : মকরন্দ ও সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যাহাতে ধাবিত হইতেছে, ঈদৃশ বৈজয়ন্তী মালায় যিনি সুশোভিত এবং যিনি সুন্দর রঙ্গন ও স্বর্ণ যুথিকা কুসুম রচিত মেখলায় অলংকৃত।। ২০ ।।

অনুবাদ : বক্ষস্থল, হস্ত ও গন্ডদেশ গৈরিক ধাতুদ্বারা সুন্দররূপে চিত্রিত হওয়ায়

যাঁহার লাবন্য লহরী উচ্ছলিত হইতেছে এবং যাঁহার হার কেয়ুরাদি অলঙ্কার গুঞ্জাপুঞ্জে বিরচিত ও নব পল্লব দ্বারা যাঁহার কেলিশয্যা নির্মিত হইয়াছে।। ২১ ।।

অনুবাদ : যাহার অঙ্গ সৌরভরূপ মধু প্রভাবে যুবতীগণের মত্ততা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও যিনি বৃন্দাবনবাসিনী অরবিন্দ নয়না গোপাঙ্গনা গণের কামাগ্নি সন্দীপন করিতেছে।। ২২ ।।

মীনাঙ্কসঙ্কুলাভীরীকুচকুঙ্কুমপঙ্কিলঃ।
মুখেন্দুমাধুরীধারারুদ্ধসাধ্বীবিলোচনঃ।। ২৩ ।।

কুমারীপটলুণ্ঠাকঃ প্রৌঢ়নর্মোক্তিকর্মঠঃ।
অমন্দমুগ্ধ বৈদগ্ধীদিগ্ধরাধাসুধাম্বুধি।। ২৪ ।।

অনুবাদ : কামোন্মত্তা গোপিকাগনের কুচ-কুঙ্কুমে অঙ্গ অনুলিপ্ত এবং যিনি মুখচন্দ্রের অমৃতধারা বর্ষনে পতিব্রতাগণের নয়নচক্রের অবরুদ্ধ করিয়াছেন।। ২৩ ।।

অনুবাদ : যিনি গোপিকাগণের বসনাপহারক ও তাহাদিগের সহিত যুক্তিযুক্ত পরিহাস গর্ভ বাক্যালাপে বিচক্ষণ এবং যিনি পরমাচতুরাশ্রী রাধিকার আনন্দ সম্পাদনে সুধাসিন্ধুস্বরূপ।। ২৪ ।।

চারুচন্দ্রাবলীবুদ্ধিকৌমুদীশরদাগমঃ।
ধীরলালিত্যলক্ষ্মীবান্ কন্দর্পানন্দবন্ধুরঃ।। ২৫ ।।

চন্দ্রাবলীচকোরেন্দ্রো রাধিকামাধ্বীমধুঃ।
ললিতাকেলিললিতো বিশাখোড়ুনিশাকরঃ।। ২৬ ।।

পদ্মাবদনপদ্মালিঃ শৈব্যাসেব্যপদাম্বুজঃ।
ভদ্রাহৃদয় নিদ্রালুঃ শ্যামলাকামলালসঃ।। ২৭ ।।

অনুবাদ : যিনি পরম রমনীয়া চন্দ্রাবলীর বুদ্ধিকৌমুদির শরৎকাল স্বরূপ ও ধীর লালিত্য নামক (পরিহাসপটু, মৃদুস্বভাব, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় কুশল, তরুণ বয়স্ক, প্রেয়সীর বশবর্ত্তী ও নিঃশঙ্ক এই সকল গুণসম্পন্ন নায়কের নাম ধীরললিত) নায়কোচিত গুনে বিভূষিত এবং যিনি কন্দর্প মহোৎসবে মনোজ্ঞ।। ২৫ ।।

অনুবাদ : যিনি চন্দ্রাবলীর রূপচন্দ্রের চকোর ও রাধিকারূপ মাধবী লতার বসন্ত ঋতু এবং যিনি ললিতার সহিত কেলিবিলাস করিতে সুনিপুন ও বিশাখারূপ নক্ষত্রের চন্দ্রস্বরূপ।। ২৬ ।।

অনুবাদ : যিনি পদ্মার বদনপদ্মের ভ্রমর স্বরূপ ও শৈব্যা যাঁহার পাদপদ্ম সর্ব্বদা সেবা করেন এবং যিনি ভদ্রার হৃদয়-শয্যায় শয়ান ও শ্যামলার কামনা পূর্ণ করিতে সতৃষ্ণ।। ২৭ ।।

লোকোত্তর চমৎকারলীলামঞ্জরি নিষ্কুটঃ।
প্রেমসম্পদয়স্কান্তকৃত কৃষ্ণায়সব্রতঃ।। ২৮ ।।

মরলীচৌরগৌরাঙ্গীকুচকঞ্চুকলুঞ্চনঃ।
রাধাভিসারসর্ব্বস্বঃ স্ফারনাগরতা-গুরুঃ।। ২৯ ।।

অনুবাদ : যিনি অলৌকিক চমৎকার লীলারূপ লতামঞ্জরীর উদ্যান স্বরূপ, অয়স্কান্তমনিদ্বারা আকৃষ্যমান লৌহের ন্যায় যিনি একমাত্র প্রেম সম্পত্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয়েন।। ২৮ ।।

অনুবাদ : যিনি বংশীহরনকারিনী গোপাঙ্গনাগনের কুচকঞ্চুক হরণ করিয়াছেন। যিনি শ্রীরাধিকার অভিসার বৃত্তিকে, সর্বস্ব জ্ঞান করেন এবং যিনি বিস্তীর্ন নাগরিক কার্য্যের আচার্য্য।। ২৯ ।।

রাধানর্ম্মোক্তিশুশ্রুষাবীরুন্নীরুদ্ধবিগ্রহঃ।
কদম্বমঞ্জরীহারিরাধিকারোধনোদ্ধুরঃ।। ৩০ ।।

কুঞ্জক্রোড়সংগূঢ়রাধাসঙ্গমরঙ্গবান্।
ক্রীড়োড্ডামরধীরাধাতাড়াঙ্কোৎপলতাড়িতঃ।। ৩১ ।।

অনঙ্গসঙ্গরোদ্গারিস্ফুন্নকুঙ্কুমকঞ্চটঃ।
ত্রিভঙ্গিলঙ্গিমাকারো বেনুসঙ্গমিতাধরঃ।। ৩২ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধিকার পরিহাসোক্তি শ্রবণ বাসনারূপ লতাদ্বারা যাঁহার শরীর অবরুদ্ধ হইয়াছে, কদম্বমুঞ্জরী হরনকারিনী শ্রীরাধিকার অবরোধনে যিনি উদ্ধত।। ৩০ ।।

অনুবাদ : নিকুঞ্জ মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত শ্রীরাধিকার সহিত সঙ্গ বিষয়ে যিনি রঙ্গকারী এবং স্মরান্ধ শ্রীরাধিকার কর্নোৎপল ভূষণদ্বারা যিনি তাড়িত হয়েন।। ৩১ ।।

অনুবাদ : যিনি শ্রীরাধিকার সহিত সঙ্গহেতু তদীয়স্তনমন্ডলস্থিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে নিজকলেবর অনুলিপ্ত হইলে বোধহয় যেন অনঙ্গযুদ্ধে কবচ পরিধান করিয়াছেন, ত্রিভঙ্গি অর্থাৎ গ্রীবা, কটি ও চরণ এই তিন অঙ্গের ঈষৎ বক্রতাহেতু যাঁহার কলেবর অতিসুন্দর এবং সর্বদা অধরাবিম্ব যাঁহার বংশীতে সঙ্গত।। ৩২ ।।

বেনুবিস্তৃতগার্ন্ধর্ব্বসারসন্দর্ভসৌষ্ঠবঃ।
গোপীযুথসহস্রেন্দ্রঃ সান্দ্ররাসরসোন্মদঃ।। ৩৩ ।।

স্মরপঞ্চশরীকোটিক্ষোভকারিদৃগঞ্চলঃ।
চন্দ্রাংশুনন্দিনীতীর-মন্ডলারব্ধতান্ডবঃ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ : যিনি বংশীগীতদ্বারা জগতে সঙ্গীত বিদ্যা সুন্দররূপে বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি সহস্র সহস্র গোপাঙ্গনার একমাত্র নায়ক ও যিনি সুস্নিগ্ধ রাসরসে পরম

আনন্দযুক্ত।। ৩৩ ।।

অনুবাদ : কন্দর্পের কোটি সংখ্যক কুসুমশরের ন্যায় কটাক্ষ যুবতীগণের ক্ষোভজনক এবং যিনি কলিন্দ-কন্যা যমুনার তটে গোপীগণের সহিত নৃত্য করিতে ভালবাসেন।। ৩৪ ।।

বৃষভানুসুতাভৃঙ্গীকামধুক্ কমলাকরঃ।
গূঢ়াকৃতপরিহাসরাধিকাজনিতস্মিতঃ।। ৩৫ ।।

নারীবেশনিগূঢ়াত্মা ব্যূঢ়চিত্তচমৎকৃতিঃ।
কর্পূরালম্বি - তাম্বুলকরম্বিত - মুখাম্বুজঃ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ : যিনি শ্রীরাধিকারূপিনী ভ্রমরীর অভীষ্টপ্রদ কমলাকর অর্থাৎ সারোবরস্বরূপ ও নিজের গূঢ় অভিপ্রায় কোনরূপে ব্যক্ত হইলে পরিহাস কারিনী শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া যিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকেন।। ৩৫ ।।

অনুবাদ : যিনি নারীবেশ ধারন করিয়া নিজ কলেবর প্রচ্ছন্ন করিতেন এবং ঐ বেশে গোপিকামন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমি অন্যের অলক্ষিত সুচতুরজনবেষ্টিত এই পরগৃহে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছি বলিয়া মনে মনে যিনি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন, কর্পূরাদিযুক্ত তাম্বুল চর্ব্বণে যাঁহার মুখাম্বুজ সুশোভিত।। ৩৬ ।।

মানিচন্দ্রাবলীদূতীকঠপ্তসন্ধান কৌশলঃ।
ছদ্মঘট্টতটীরূদ্ধরাধাভ্রুকুটিঘট্টিতঃ।। ৩৭ ।।

দক্ষরাধাসখীহাসব্যাজোপালম্ভলজ্জিতঃ।
মূর্ত্তিমদ্বল্লবীপ্রেমাক্ষেমানন্দরসাকৃতিঃ।। ৩৮ ।।

অভিসারোল্লসদ্ভদ্রাকিঙ্কিনীনিনদো ন্মুখঃ।
বাসসজ্জীভবৎপদ্মা - প্রেক্ষ্যমানাগ্রপদ্ধতিঃ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ : মানিনী চন্দ্রবলীর দূতীর চাতুর্য্য কৌশলে যিনি চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হয়েন এবং দানঘাটে অবরুদ্ধ শ্রীরাধিকার ভ্রুকুটি দ্বারা যিনি আক্ষিপ্ত হয়েন।। ৩৭ ।।

অনুবাদ : পরম চতুরা শ্রীরাধিকার কোন সখীর পরিহাস গর্ব্ভভর্ৎসনা বাক্যে যিনি লজ্জিত হইতেন এবং যিনি ব্রজ্যাঙ্গনাগনের সাক্ষাৎ মুক্তিমান প্রেম স্বরূপ এবং যাঁহার শরীর মঙ্গলময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ : অভিসারে উদ্ধতভদ্রা নাম্নী গোপীকার কিঙ্কিনী শব্দশুনিবার জন্য যিনি উন্মুখ অর্থাৎ কখন আসিবেন বলিয়া তদীয় ভূষণ শব্দের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত করিয়া থাকেন, পদ্মা নাম্নী গোপিকাবাসকসজ্জা হইয়া যাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় পথের প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।। ৩৯ ।।

উৎকণ্ঠিতার্ত্তললিতাবিতর্কপদবিং গতঃ।
বিপ্রলব্দবিশখোরুবিলাপভরবর্দ্ধনঃ।। ৪০ ।।

অনুবাদ : অতিকাতর ও উৎকণ্ঠিতা ললিতার বিতর্ক পদবীতে যিনি আরূঢ় হয়েন এবং যিনি বিপ্রলব্ধা বিশাখার অতিশয় বিলাপ বর্দ্ধন করেন।। ৪০ ।।

কলহান্তরিতাশ্যামা - মৃগ্যমানমুখেক্ষনঃ।
খন্ডিতোচ্চন্ডধীশৈব্যারোষোক্তিরসিকান্তরঃ ।। ৪১ ।।

বিশ্লেষ - বিক্লবচ্চন্দ্রাবলী সন্দেশ - নন্দিতঃ।
স্বাধীন ভর্তৃকোৎফুল্লরাধামন্ডনপন্ডিতঃ ।। ৪২ ।।

অনুবাদ : খন্ডিতা হেতু অতি কোপনা শৈব্যার রোষোক্তি শ্রবণে যাঁহার চিত্ত সতৃষ্ণ হয় এবং কলহান্তরিতা শ্যামা যাঁহার মুখাম্বুজ দর্শনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন।। ৪১ ।।

অনুবাদ : যিনি বিরহকাতরা চন্দ্রাবলীর সন্দেশ বাক্যশ্রবণে আনন্দিত, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা হেতু (প্রেম গুনে বশীভূত হয়ে নায়ক যাহাকে পরিত্যাগ করেনা। অর্থাৎ সর্বদা তাঁহার অনুগত হইয়া থাকেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা কহে) হৃষ্টচিত্তা শ্রীরাধিকার বেশ ভুষা - রচনায় যিনি সুপন্ডিত।। ৪২ ।।

চুম্ববেনুগ্রহদ্যুতজয়ি - রাধাধৃতাঞ্চলঃ।
রাধাপ্রেমরসাবর্ত্ত - বিভ্রমভ্রমিতান্তরঃ।। ৪৩ ।।

ইত্যেষোন্মত্তধীঃ প্রেম্না শংসন্তী কংসমর্দ্দনম্।
স্ফুরন্তং পুরতঃ প্রেক্ষ্য প্রৌঢ়ানন্দোৎসবং যযৌ।। ৪৪ ।।

প্রেমেন্দুসাগরাখ্যেহস্মিন্নাম্নামষ্টোত্তরেশতে।
বিগাহয়ন্তু বিবুধাঃ প্রীত্যারসনমন্দরম্।। ৪৫ ।।

অনুবাদ : মুখচুম্বন ও বংশীগ্রহণ এই উভয়পন রাখিয়া দ্যুতক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় শ্রীরাধা জয় লাভ করিয়া বংশী গ্রহণের নিমিত্ত যাঁহার বসনাঞ্চল ধারন করিয়াছেন এবং শ্রীরাধিকার প্রেমপ্রবাহের আবর্ত্তে ভ্রমন করিয়া যাঁহার অন্তরাত্মা ভ্রমিত হইতেছে।। ৪৩ ।।

অনুবাদ : কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা সেই ব্রজযুবতী এইরূপে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নাম সংকীর্ত্তন প্রভাবে অমনি সম্মুখে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিলেন।। ৪৪ ।।

অনুবাদ : হে বিবুধগণ! প্রেমেন্দু সাগর নামক এই অষ্টোত্তর শতনামে তোমাদিগের রসনারূপ মন্দর পর্ব্বত প্রীতিপূর্ব্বক অবগাহিত হউক ।। ৪৫ ।।

ইতি শ্রী প্রেমেন্দুসাগর নামক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাখ্য মহা স্তোত্রম্

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
তমালশ্যামলরুচিঃ শিখন্ডকৃতশেখরঃ।। ১ ।।

পীতকৌশেয়বসনো মধুরস্মিতশোভিতঃ।
কন্দর্পকোটিলাবন্যো বৃন্দারন্যমহোৎসবঃ।। ২ ।।

বৈজয়ন্তীস্ফুরদ্বক্ষাঃ কক্ষাত্ত - লগুড়োত্তমঃ।
কুঞ্জাপিতরতির্গু ঞ্জাপুঞ্জমঞ্জুল কণ্ঠকঃ।। ৩ ।।

কর্নিকারাঢ্যকর্ণ শ্রীধৃতিস্বর্ণাভবর্নকঃ।
মুরলীবাদনপটুর্বল্লবীকুল - বল্লভঃ।। ৪ ।।

গান্ধর্ব্বাপ্তিমহাপর্ব্বা রাধারাধনপেশলঃ।
ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য - নাম বিংশতিসংজ্ঞিতম্।। ৫ ।।

আনন্দ্যাখ্যং মহাস্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃনুয়াচ্চযঃ।
স পরং সৌখ্যমাসাদ্য কৃষ্ণপ্রেম সমন্বিতঃ।। ৬ ।।

সর্ব্বলোকপ্রিয়ো ভুত্বা সদ্‌গুনাবলি ভূষিতঃ।
ব্রজরাজকুমারস্য সন্নিকর্ষমবাপ্নুয়াৎ।। ৭ ।।

অনুবাদ : গোবিন্দ, নন্দনন্দন, তমাল শ্যামলরুচি, শিখন্ডকৃতশেখর, (ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত) যিনি পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রে সুশোভিত, যিনি মধুর ঈষৎহাস্যযুক্ত, কোটীকন্দর্পের ন্যায় যাঁহার রূপ লাবণ্য, যাঁহার বৃন্দাবনে অতিশয় উৎসব। ১ - ২

অনুবাদ : যাঁহার বক্ষস্থল বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্পমালায় সুশোভিত, যিনি পশুপালনার্থ বাহু পরিমান উত্তম যষ্টি কক্ষে ধারন করিয়াছেন, লতা বেষ্টিত বনের মধ্যস্থানে অবস্থান করিতে যিনি ভালোবাসেন, গুঞ্জমালায় যাঁহার মনোহর কণ্ঠস্থল সুশোভিত।। ৩ ।।

অনুবাদ : কর্নিকার কুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত যিনি স্বর্ণবর্ণ অনুলেপনে অনুলিপ্ত, যিনি বংশীবাদনে দক্ষ, যিনি ব্রজরমনীগণের বল্লভ।। ৪ ।।

অনুবাদ : যিনি শ্রীরাধিকার লাভকে মহা-উৎসব বলিয়া বোধ করেন, যিনি স্বাধীন ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধিকার বেশভুষণ করিতে অতিশয় পটু, শ্রীকৃষ্ণের একবিংশতি নাম চিহ্নিত আনন্দাখ্য এই স্তব যিনি পাঠ করেন বা যিনি শ্রবন করেন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিকা হইয়া পরম সুখ লাভ করেন এবং নিখিল সদ্‌গুনে ভূষিত ও সকল লোকের প্রিয় হইয়া অন্তে ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবস্থান করেন।। ৫ - ৭ ।।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীলীলামৃত নামক দশনাম স্তোত্র

রাধিকাহৃদয়োন্মাদি - বংশীক্বানমধুচ্ছটঃ।
রাধাপরিমলোদ্গারগরিমাক্ষিপ্তমানসঃ।। ১ ।।

কম্ররাধামনোমীন বড়িশীকৃত বিভ্রমঃ।
প্রেমগর্ব্বান্ধ - গান্ধর্ব্বাকিল কিঞ্চিত রঞ্জিতঃ।। ২ ।।

ললিতাবশ্যধীরাধামানাভাসবশীকৃতঃ।
রাধাবক্রোক্তি - পীযূষমাধুর্য্যভরলম্পটঃ।। ৩ ।।

মুখেন্দুচন্দ্রিকোদ্গীর্ন - রাধিকারাগ - সাগরঃ।
বৃষভানুসুতাকণ্ঠহারিহারহরিন্মনিঃ।। ৪ ।।

ফুল্লরাধাকমলিনীমুখাম্বুজমধুব্রতঃ।
রাধিকাকুচকস্তূরীপত্রস্ফুরদুরঃস্থলঃ।। ৫ ।।

ইতিগোকুল ভূপালী সূনু লীলা মনোহরং।
যঃ পঠেন্নামদশকং সোহস্যবল্লভতাং ব্রজেৎ।। ৬ ।।

অনুবাদ : যিনি বংশীধ্বনিরূপ মধুপরম্পরায় শ্রীরাধিকার চিত্ত উন্মত্ত করেন, শ্রীরাধিকার অঙ্গ সৌরভে যাঁহার মন আকৃষ্ট হয়।। ১ ।।

অনুবাদ : যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মীন বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিজ বিলাস রূপ বড়িশ - আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি প্রেমগর্ব্বে মত্ত শ্রীরাধিকার (নায়ক - নায়িকার সঙ্গম সময়ে নায়িকার গর্ব অভিলাষ, রোদন ঈষৎহাস্য, অসূয়া ভয়, ক্রোধ ও হর্ষ হেতুক এই সাতটি ভাবের যে এককালীন প্রাকট্যকরন তাহার নাম কিলকিঞ্চিত) ভাবে অনুরক্ত।। ২ ।।

অনুবাদ : ললিতাগত চিত্ত রাধিকার মানের আভাসেও যিনি কাতর হয়েন, যিনি শ্রীরাধিকার বক্রোক্তিরূপ অমৃত পানে অতিশয় মুগ্ধ।। ৩ ।।

অনুবাদ : যাঁহার মুখচন্দ্রচন্দ্রিকায় শ্রীরাধিকার অনুরাগ সাগর উচ্ছলিত হয়, যিনি বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার কণ্ঠ লম্বিতহারের মরকত মনিস্বরূপ।। ৪ ।।

অনুবাদ : যিনি রাধা - কমলিনীর প্রফুল্ল মুখপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, আলিঙ্গন হেতু যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীরাধিকার স্তনযুগলস্থিত কস্তূরীপত্র - চিহ্নে চিহ্নিত।। ৫ ।।

অনুবাদ : নন্দনন্দনের দশনামাঙ্কিত লীলাময় - মনোহর এই স্তব যিনি পাঠ করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় হয়েন।। ৬ ।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য প্রণাম প্রনয়াখ্য স্তবঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

কন্দর্প কোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহন লীলায় নমো গোপেন্দ্রসুনবে।। ১ ।।

কৃষ্ণলা কৃতহারায় কৃষ্ণলাবন্যশালিনে।
কৃষ্ণাকূল করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ।। ২ ।।

সর্ব্বানন্দকদম্বায় কদম্বকুসুমস্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারী কনীয়সে।। ৩ ।।

কুন্ডল স্ফুর দংসায় বংশায়ত্ত মুখ শ্রিয়ে।
রাধা মানসহংসায় ব্রজোত্তংসায়তে নমঃ।। ৪ ।।

নমঃ শিখন্ড চূড়ায় দন্ড মন্ডিত পানয়ে।
কুন্ডলীকৃতপুষ্পায় পুন্ডরীকেক্ষনায় তে।। ৫ ।।

রাধিকা প্রেমমাধ্বীকমাধুরীমুদিতান্তরম্।
কন্দর্প বৃন্দ সৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে।। ৬ ।।

শৃঙ্গার রস শৃঙ্গারং কর্নিকারাত্তকর্নিকম্।
বন্দে শ্রিয়া নবাভ্রানাং বিভ্রানং বিভ্রমং হরিম্।। ৭ ।।

সাধ্বীব্রত মনি ব্রাত পশ্যতোহর বেনবে।
কহলারকৃত চূড়ায় শঙ্খ চূড়ভিদে নমঃ।। ৮ ।।

রাধিকাধরবন্ধুক মকরন্দ মধুব্রতম্।
দৈত্য সিন্ধুর পারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্র নন্দনম্।। ৯ ।।

বর্হেন্দ্রায়ুধরম্যায় জগজ্জীবন দায়িনে।
রাধা বিদ্যুদ্ধৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ।। ১০ ।।

প্রেমান্ধবল্লবীবৃন্দ লোচনেন্দী বরেন্দবে।
কাশ্মীর তিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায়তে ।। ১১ ।।

গীর্ব্বানেশ মদোদ্দাম - দাবনির্ব্বান - নীরদম্।
কন্দুকীকৃত - শৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুল বান্ধবম্।। ১২ ।।

দৈন্যার্নবে নিমগ্নোহস্মি মতগ্রাবভরার্দ্দিতঃ।
দুষ্টে কারুন্য পারীন! ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু।। ১৩ ।।

আধারোহপ্যপরাধানাম বিবেকহতোহপ্যহম্।
ত্বৎ কারুন্য প্রতীক্ষ্যোহস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব।। ১৪ ।।

ইতি শ্রী মদ্রপগোস্বামি বিরচিতঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণাম প্রনয়াখ্যস্তবঃ সমাপ্তঃ।।

শ্রীশ্রীগান্ধর্বা সংপ্রার্থনাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকায়ৈ নমঃ

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে,
মত্তদ্বিপপ্রবর - কৌতুক বিভ্রমেন।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ,-
দ্বন্দং বিধেহি ময়ি দেবি কৃপাং প্রসীদ।। ১ ।।

হা দেবি কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা,
যাচে নিপত্য ভুবি দন্তবদুষ্টটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা,
গান্ধর্বিকে নিজগনে গননাং বিধেহি।। ২ ।।

শ্যামে রমারমণ - সুন্দরতাবরিষ্ঠ,
সৌন্দর্যমোহিত - সমস্ত জগজ্জনস্য।
শ্যামস্য - বামভুজবন্ধতনুং কদাহং,
ত্বামিন্দিরাবিরলরূপ ভরাং ভজামি?।। ৩ ।।

ত্বাং প্রচ্ছদেন মৃদিরচ্ছবিনা পিধায়,
মঞ্জীর মুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে,
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে।। ৪ ।।

কুঞ্জে প্রসূনকুলকল্পিতকেলিতল্পে,
সংবিষ্টয়োর্মধুরনর্ম্মবিলাসভাজোঃ।
লোকা ত্রয়াভরনয়োশ্চরণাম্বুজানি,
সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোহয়ম্?।। ৫ ।।

ত্বৎকুন্ডরোধসি বিলাসপরিশ্রমেন,
স্বেদাম্বুচুম্বিবদনাম্বরুহশ্রিয়ৌ বাম্।
বৃন্দবনেশ্বরিকদা তরুমূলভাজৌ,
সম্বীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ?।। ৬ ।।

লীনাং নিকুঞ্জকুহরে ভবতীং মুকুন্দে,
চিত্রৈব সূচিতবতী-রুচিরাক্ষি নাহম্।
ভুগ্নাং ভ্রুবং রচয়েতি মৃষারুষাং ত্বা-
মগ্রে ব্রজেন্দ্রতনয়স্য কদা নু নেষ্যে।। ৭ ।।

বাগ্ যুদ্ধকেলিকুতুকে ব্রজরাজসূনুং,
জিত্বোন্মদামধিক দর্পবিকাসিজল্পাম্।
ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমান,
স্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে?।। ৮ ।।

যঃ কোহপি সুষ্ঠু বৃষভানুকুমারিকায়াঃ,
সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ।
সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃত প্রমোদা,
তত্র প্রসাদলহরী মুররী করোতি।। ৯ ।।

অনুবাদ : হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং তোমাদিগের উভয়ের বদনারবিন্দ যুগল একবার দর্শন করাও।। ১ ।।

অনুবাদ : হা দেবি! হা গান্ধর্বিকে। আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দন্ডের ন্যায় - নিপতিত হইয়া অতিশয়, কাকুস্বরে ও গদ্গদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি প্রসন্না হইয়া তোমার নিজ পরিকর মধ্যে আমাকে গণনা কর।। ২ ।।

অনুবাদ : হে শ্রীমতী রাধিকে! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ও সমাধিক সৌন্দর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমাধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, ঐরূপ যুগল মূর্ত্তি, আমি কবে ভজনা করিব।। ৩ ।।

অনুবাদ : হে দেবি! আমি তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন ও চরণযুগল নূপুরশূন্য অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে কবে অভিসার করাইব।। ৪.।।

অনুবাদ : হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুম রচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নর্ম্মবিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ সেবা করিব। এমত সময় আমার কবে হইবে?।। ৫ ।।

অনুবাদ : হে বৃন্দবনেশ্বরি! স্মরবিলাস পরিশ্রম হেতু তোমাদিগের বদনাম্বুজ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুন্ডের তীরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন

করিবে; আমি এ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর দ্বারা ব্যজন করিব ?।। ৬ ।।

অনুবাদ : হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুঞ্জের কোন এক অলক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিলে তখন সন্দিহান হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিবে যে আমি এ স্থানে আছি, তুমি কৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছ অতএব আমার উপর ভ্রুকুটি ও বৃথা কোপ করিওনা; এই প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে তোমাকে কবে অনুনয় বিনয় করিব এমন দিন আমার কবে হইবে।। ৭ ।।

অনুবাদ : তুমি যখন বাগ্‌যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া দর্পবশতঃ সমধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া রাধার জয়, রাধার জয়, এই প্রকার বাক্যে তোমার স্তব করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব।। ৮ ।।

অনুবাদ : যে কোন ব্যক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করেন সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন।। ৯ ।।

শ্রীশ্রীরাধা - মাধবয়োর্নামযুগাষ্টকম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

রাধামাধবয়োরেতদ্বক্ষ্যে নামযুগাষ্টকম্
রাধাদামোদরৌ পূর্ব্বং রাধিকামাধবৌ ততঃ।। ১ ।।

বৃষভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
গোবিন্দস্য প্রিয়সখী - গান্ধর্ব্বাবান্ধবস্তথা।। ২ ।।

নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোরজনশেখরৌ।
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভারাধিকাপ্রিয়ৌ।। ৩ ।।

অনুবাদ : এক্ষনে রাধামাধবের যুগল নামাষ্টকরূপ স্তব, কীর্ত্তন করিব। প্রথমে রাধাদামোদরের স্তব তদনন্তর রাধামাধবের স্তব লিখিত হইবে।। ১ ।।

অনুবাদ : যিনি বৃষভানুকুমারী ও যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি গোবিন্দের প্রিয়সখী ও যিনি গান্ধর্ব্বা অর্থাৎ রাধিকার বান্ধব।। ২ ।।

অনুবাদ : যিনি নিকুঞ্জবনের নাগরী ও যিনি নিকুঞ্জবনের নাগর, যিনি ব্রজবাসিনী যুবতীবৃন্দের শিরোভূষণ এবং যিনি ব্রজবাসি যুবকবৃন্দের শিরোভূষণ, যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী ও যিনি বৃন্দারন্যের অধীশ্বর, যিনি কৃষ্ণবল্লভা ও যিনি শ্রীরাধিকা প্রিয়।। ৩ ।।

শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তবরাজঃ

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা রত্নোড্ডাবিত বিগ্রহাম্।
সখীপ্রনয় সদ্‌গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্।। ১ ।।

কারুন্যামৃত-বীচিভি-স্তারুন্যামৃত-ধারয়া।
লাবন্যামৃত-বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্।। ২ ।।

হ্রী-পট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য ঘুসৃনাঞ্চিতাম্।
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তুরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্।। ৩ ।।

কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-গদ্‌গদ-রক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈর-ষ্টৈনর্ব-ভিরুওমৈঃ।। ৪ ।।

ক৯প্তালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টাং গুনালী-পুষ্প-মালিনীম্।
ধীরাধীরাত্ন-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিস্কৃতাম্।। ৫ ।।

প্রচ্ছন্নমান-ধম্মিল্লাং সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণনাম-যশঃশ্রাব বতংসোল্লাসি-কর্নিকাম্।। ৬ ।।

রাগতাম্বুল-রক্তৌষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্য কজ্জলাম্।
নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দ-স্মিত কর্পূর-বাসিতাম্।। ৭ ।।

সৌরভান্তঃ পুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য - বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্।। ৮ ।।

প্রনয়ক্রোধ সচ্চোলীবদ্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্।
সপত্নী-বক্ত্রহৃচ্ছোষি যশঃশ্রী কচ্ছ-পীরবাম্।। ৯ ।।

মধ্যতাম্রসখী-স্কন্ধ লীলা-ন্যস্ত করাম্বুজাম্।
শ্যামাং শ্যাম-স্মরামোদ মধুলী-পরিবেশিকাম্।। ১০ ।।

তাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃনং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্।। ১১ ।।

ন মুঞ্চেচ্ছরনায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে! হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্।। ১২ ।।

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ।। ১৩ ।।

ইতি শ্রী মদ্রঘুনাথ গোস্বামি বিরচিতঃ শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্ঠকম্ (১)

[শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিতম্]

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্ত্তি-নিন্দি-সৌরভা
বল্লবেশ সূনু সর্ব্ব বাঞ্ছিতার্থ সাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ১ ।।

অনুবাদ : যাঁহার অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুমলিপ্ত স্বর্ণকমলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে, যাঁহার অঙ্গের সুসৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মের গন্ধজনিত কীর্ত্তি ধ্বংস করিতেছে এবং যিনি গোপেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ১ ।।

কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি চিত্র-পট্ট-শার্টিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্ল-পুষ্পবাটিকা
কৃষ্ণ-নিত্য-মঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ২ ।।

অনুবাদ : যাঁহার পাটের শাড়ী প্রবালের কান্তিকেও নিন্দাকরিতেছে, যিনি কৃষ্ণ রূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের জন্য পুষ্পোদ্যান স্বরূপা এবং যিনি কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিবার জন্য নিত্য সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ২ ।।

সৌকুমার্য্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা,
চন্দ্রচন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য শীত বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ৩ ।।

অনুবাদ : যাঁহার সুকোমল অঙ্গপল্লবশ্রেণীর কীর্তি বিলোপ করিতেছে, যাঁহার সুশীতল অঙ্গকে চন্দ্র, চন্দন কমল ও (চন্দ্র) কর্পুরাদি নিখিল শীতল বস্তু সেবা করিতেছে এবং যিনি নিজাঙ্গস্পর্শসুধা দ্বারা গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কামতাপ দূরীভূত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ৩ ।।

বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্য যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ্দ লীলয়া চ সা যতোহস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ৪ ।।

অনুবাদ : যে লক্ষ্মীদবীর অভূতপূর্ব্ব রূপ ও নবযৌবনাদি দর্শনে এবং অতি মধুর

স্বভাবজনিত প্রেমলীলা দর্শনে বিস্মিত হইয়া নিখিল বিশ্ববন্দ্য যুবতীবর্গও তাঁহার বন্দনা করেন, সেই পরমভাগ্যবতী লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীরাধিকার সমান নহেন এবং শ্রীরাধিকা হইতে অধিকতর গুণসম্পনা রমণী কুত্রাপী আর কেই নাই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ৪ ।।

রাস লাস্য গীত নর্ম্ম সৎকলালিপণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদগুনালি মণ্ডিতা।
বিশ্ব-নব্য গোপ যোষিদালিতোহপি যাধিকা
মহ্যমাত্মপাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ৫ ।।

অনুবাদ : যিনি রাস ক্রীড়ায় নৃত্য, গীত ও পরিহাসাদি অত্যুৎকৃষ্ট রসকলাসমুহে পরম পণ্ডিত, যিনি প্রেম-মণ্ডিত মনোহর রূপ ও বেশ এবং বিবিধ সদগুনাবলীদ্বারা বিভূষিত। তথা যিনি বিশ্ববন্দিতা নবীন যৌবন সম্পন্না গোপললনা গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ৫ ।।

নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগ-বন্ধ-গোপ যৌবতেষু কম্পদা
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ৬ ।।

অনুবাদ : যিনি নিত্য নব নব রূপ; কেলি ও কৃষ্ণ ভাব এই সমস্ত স্বীয় সম্পত্তি দ্বারা শ্রী কৃষ্ণেবদ্বানুরাগা স্বপক্ষ গোপ যুবতীগণের হর্ষ জনিত ও বিপক্ষ যুবতীগণের কাতরতাজনিত কম্প উৎপাদন করিতেছেন এবং যাঁহার চিত্তশ্রীকৃষ্ণের রূপ, বেশ ও কেলি বিষয়ে সর্ব্বদা একাগ্রভাবে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ৬ ।।

স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু গদগদাদি সঞ্চিতা
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষনাঞ্চিতা।
কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালি দাধিকা।
মহ্যমাত্মপাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ৭ ।।

অনুবাদ : যিনি স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু; অশ্রু ও গদগদাদি সাত্ত্বিক বিকার সমূহে পরিশোভিতা, যিনি ক্রোধ হর্ষ বামতাদি ভাব ভূষণে বিভূষিতা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রত্ন-ভূষণ সমূহে সুসজ্জিতা হইয়া রহিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ৭ ।।

যা ক্ষনার্দ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণমঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা

মহ্যমাত্মপাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ৮ ।।

অনুবাদ : যিনি ক্ষনার্দ্ধকালও শ্রীকৃষ্ণ বিরহে তজ্জনিত দৈন্য, চাপল্যাদি ভাব সমূহের দ্বারা ব্যথিত হইয়া পড়েন এবং তৎকালে স্বকৃত বা কৃষ্ণ কৃত দূতী প্রেরনাদি কার্য্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া সমুদায় মনঃ কষ্ট দূরীভূত করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।। ৮ ।।

অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ বল্লভাং
দর্শনেহপি-শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাং।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি সঞ্চয়াশু সা জনম্।। ৯ ।।

অনুবাদ : যাঁহার দর্শন পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ, সেই কৃষ্ণপ্রেয়সী রাধিকাকে যে ব্যক্তি এই অষ্টক দ্বারা স্তব করেন, শ্রীরাধিকা প্রফুল্লিতা সখীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে আনন্দিতা হইয়া সেই ব্যক্তিকে শীঘ্র আপনার দাস্যামৃত প্রদান করেন।। ৯ ।।

শ্রীশ্রীরাধিকার পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

[শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ কৃতা]

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুল-তরুনী-মন্ডল-মহিতে।।
দামোদর-রতি-বর্দ্ধন বেষে
হরিনিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে।।
বৃষভানুদধি-নব-শশিলেখে।
ললিতা-সখী গুন-রমিত-বিশাখে-।।
করুনাং কুরু ময়ি করুনাভরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে।।

অনুবাদ : হে রাধে। হে মাধবপ্রিয়ে । হে গোকুল তরুনী-মন্ডল পূজিতে। তোমার জয় হউক! হে দামোদর রতিবর্দ্ধন বেশধারিনী। হে নন্দনন্দনের গৃহারাম-স্বরূপ বৃন্দাবনের অধীশ্বরি । হে বৃষভানুরাজরূপ বারিধির নবোদিত চন্দ্র লেখা স্বরূপে। হে ললিতার সখী ও বিশাখাকে (সৌহার্দ্দকারুন্য কৃষ্ণানুকূল্যাদি) গুনে বশীভূত কারিনী। কৃপাপূর্নে। হে সনক-সনাতন বর্ণিত চরিতে রাধে। আমাকে দয়া কর।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (২)

[শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী বিরচিতম]

শ্রীশ্রী বৃন্দাবনেশর্য্যৈ নমঃ

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্র-লক্ষ্মী
বিলসিত-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাম্,
হৃদয়-মধুপ-মল্লীং বল্লবাধীশ-সুনো,
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ১ ।।

পিতুরিহ বৃষভানোরন্বয়-প্রশস্তিং,
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠুবিস্তারয়ন্তীম্।
ব্রজনৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিণি নিজ-কুন্ডে রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ২ ।।

শরদুপচিত-রাকা-কৌমুদীনাথকীর্ত্তি-,
প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাম।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং,
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ৩ ।।

বিবিধ-কুসুমবৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্লধাটী,
বিঘটিত-মদঘূর্ণৎ-কেকি পিচ্ছ-প্রশস্তিম।
মধুরিপু-মুখ বিম্বোদ্ গীর্ন-তাম্বুল রাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ৪ ।।

অমলিন-ললিতান্তঃস্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা,-
মখিলবিধ-বিশাখা সখ্য-বিখ্যাতশীলাম্।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মানিক্য-পেটীং,
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ৫ ।।

অতুলমহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেহ ভিষিক্তাং
নিখিল-সময়ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্।
অপরিমিতমুকুন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মুখ্যাং,
জগদঘহরকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ৬ ।।

হরি-পদ-নখকোটী-পৃষ্ঠপর্য্যন্তসীমা,
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণকোটেরভীষ্টম্।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষীবৃন্দ-বৈদগ্ধ্য-দীক্ষা,
গুরুমতি-গুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ৭ ।।

অমল-কনকপট্টোদ্‌ঘৃষ্ট-কাশ্মীরগৌরীং-,
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরিতাং কিশোরীম্।
হরিভূজপরিরব্ধাং লব্ধ-রোমঞ্চ-পালিং,
স্ফুরদরুন-দুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি।। ৮ ।।

তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধার-রূপং-,
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিমকিরণপুত্রী-কূল-কল্যান চন্দ্রঃ,
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি।। ৯ ।।

[ইতি শ্রীরাধিকাষ্টকম্ সম্পূর্ণম]

প্রার্থনা পদ্ধতিঃ

[শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী বিরচিতা]

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ

শুদ্ধগাঙ্গেয়-গৌরাঙ্গীং-কুরঙ্গীলঙ্গিমেক্ষনাম্।
জিতকোটিন্দু-বিম্বাস্যামম্বুদাম্বর-সংবৃতাম্।। ১ ।।

নবীন বল্লবীবৃন্দ-ধম্মিল্লোৎ ফুল্ল-মল্লিকাম্।
দিব্যরত্নাদ্যলঙ্কার-সেব্যমান-তনুশ্রিয়ম্।। ২ ।।

অনুবাদ : হে বৃন্দ-বনেশ্বরী! তুমিতপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর ন্যায় মনোহর, তুদীয় মুখমন্ডল কোটি চন্দ্রকেও পরাভূত করীয়াছে-নবনীরদের ন্যায় নীলাম্বরে তুমি সুশোভিত।। ১ ।।

অনুবাদ : তুমি যাবতীয় নবীনাবল্লবীবৃন্দের কবরীভূষণ বিকসিত মল্লিকাকুসুম স্বরূপ সুদিব্য রত্নাদি অলঙ্কারে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত।। ২ ।।

বিদগ্ধ-মন্ডল-গুরুং গুনগৌরব-মন্ডিতাম্।
অতিপ্রেষ্ঠ-বয়স্যাভিরষ্টাভির ভিবেষ্টিতাম্ ।। ৩ ।।

চঞ্চলাপাঙ্গ-ভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃত-কেশবাম্।
গোষ্ঠেন্দ্রসুত-জীবাতু-রম্য-বিম্বাধরামৃতাম্।। ৪ ।।

অনুবাদ : বিদগ্ধা অর্থাৎ যাবতীয় সূচতুরা গোপীগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং অশেষ গুনগৌরবে সুশোভিত তুমি অতি প্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত।। ৩ ।।

অনুবাদ : তুমি অপাঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যকুলিত কর, তোমার অতি সুন্দর অধর

বিম্বামৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধ স্বরূপ।। ৪ ।।

ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে,
কাকুভির্ব্যাকুল-স্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি।। ৫ ।।

কৃতাগস্কেহপ্যযোগ্যেহপি জনেহস্মিন্ কুমতাবপি-
দাস্যদান-প্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয়।। ৬ ।।

অনুবাদ : হে শ্রীমতী! আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যমুনাকূলে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণামপূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে; আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।। ৫ - ৬ ।।

যুক্তস্ত্বয়া জনো নৈব দুঃখিতোহয়মুপেক্ষিতুম্।
কৃপাদ্যোত-দ্রবচ্চিত্ত-নবনীতাসি যৎ সদা।। ৭ ।।

অনুবাদ : হে কৃপাময়ী! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষা করা তোমার কখনই উচিত হয়না; যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত।। ৭ ।।

চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেনীব্যালাঙ্গনাফনাম্।। ১ ।।

উপমান ঘটামান প্রহারিমুখমন্ডলাম্
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎ কস্তুরীতিলকশ্রিয়ম্।। ২ ।।

অনুবাদ : হে বৃন্দবনেশ্বরী। আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি অভিনব গোরচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেনীর উপরিস্থ মনিরত্ন খচিত কবরীবন্ধ যেন ফনাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে।। ১ ।।

অনুবাদ : তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার ন্যায় তোমার ললাট কস্তুরী তিলকে সুশোভিত।। ২ ।।

ভ্রুজিতানঙ্গকোদন্ডাং লোলনীলালকাবলিম্।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্।। ৩ ।।
তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্।
অধরোদ্ধূতবন্ধুকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্।। ৪ ।।
সরত্নস্বর্ণরাজীবকনিকাকৃতকর্নিকাম্।

কস্তুরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্।। ৫ ।।

অনুবাদ : তোমার ভ্রূযুগল দ্বারা অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণে কুটিলকুন্তলে সুশোভিত কজ্জ্বলে সুশোভিত ত্বদীয় নয়নযুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে।। ৩ ।।

অনুবাদ : তিলকুসুমের মত নামাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তাসুশোভিত, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দবলীর ন্যায় দন্তরাজী সুশোভিত।। ৪ ।।

অনুবাদ : রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্নিকায় তোমার কর্ণভূষণ, তোমার চিবুকে অর্থাৎ অধরের নিম্নস্থান কস্তুরীবিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃত।। ৫ ।।

দিব্যঙ্গদপরিষ্বঙ্গলসদ্ভুজমৃনালিকাম্।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম্।। ৬ ।।

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি - বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্।
মনোহর মহাহার বিহারিকুচকুট্মলাম্।। ৭ ।।

রোমালিভুজগীমুর্দ্ধরত্নাভতরলাঞ্চিতাম্।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্।। ৮ ।।

অনুবাদ : তোমার মৃনালস্বরূপ ভূজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষনে ভূষিত, এবং ত্বদীয় মণিবদ্ধ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট ইন্দ্রনীলমনিময় বলয় দ্বারা সুশোভিত।। ৬ ।।

অনুবাদ : তোমার করপদ্মস্থ অঙ্গুলি সকল রত্নময় অঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে বিভূষিত।। ৭ ।।

অনুবাদ : তোমার হৃদয় মধ্যে বিরাজিত হারমধ্যস্থিত মণিকে রোমাবলীরূপ ভূজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীন ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্যস্থান ত্রিবলীরূপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে।। ৮ ।।

মনি-সারসনাধারবিস্ফারশ্রোনিরোধসম্।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্।। ৯ ।।
জানুদ্যুতিজিতক্ষুল্ল পীতরত্নসমুদ্গকাম্।
শরন্নীরজনীরাজ্যমঞ্জীরবিরণৎপদাম্।। ১০ ।।

অনুবাদ : তোমার বিশাল কটিতটে মনিময় কিঙ্কিনী সুশোভিত, তোমার উরুযুগল স্বর্ণকদলীর মদ্গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে।। ৯ ।।

অনুবাদ : তোমার সুন্দর জানুযুগলের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় সমুদ্গকের (কৌটার) শোভা তিরস্কৃত হইতছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নূপুর যুক্ত ত্বদীয় পদযুগল শরৎকালীন

প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা নীরাজিত।। ১০ ।।

রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখদ্যুতিম্
অষ্টাভঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্।। ১১ ।।

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্।
ত্বামারব্ধশ্রিয়া নন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি।। ১২ ।।

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে।
অশেষনায়িকাবস্থাপ্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে।। ১৩ ।।

অনুবাদ : তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতি দ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, স্তম্ব স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার অনঙ্গ তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়—এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দবনেশ্বরি এবম্বিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা করি।। ১১-১২ ।।

অনুবাদ : অয়ি শ্রীমতি! সমুদিত মহাভাব মাধুরী দ্বারা তোমার অন্তকরণ বিবশ হইয়াছে তোমাতে অশেষপ্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাবভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্য কারিনী।। ১৩ ।।

সর্ব্বমাধুর্য্যবিঙ্খোলীনির্মাঞ্ছিত পদাম্বুজে।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে।। ১৪ ।।

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি।
ললিতাদিসখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে।। ১৫ ।।

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে।
তাতপাদযশঃস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে।। ১৬ ।।

অনুবাদ : সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুন তোমার পাদপদ্মের নির্মঞ্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্ম নখপ্রান্তে বিরাজিত।। ১৪ ।।

অনুবাদ : তুমি গোকুলবাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুমমঞ্জরী স্বরূপ, ত্বদীয় মন্দ মন্দ হাস্যকলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ স্বরূপ।। ১৫ ।।

অনুবাদ : তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজ পিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপরূপ কুসুমের আনন্দদায়িনী চন্দ্রিকা স্বরূপ।। ১৬ ।।

অপারকরুনাপূর পূরিবিতান্তর্মনোহ্রদে।
প্রসীদাস্মিন জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি।। ১৭ ।।

কচ্চিত্ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদা দদ্রক্ষসে ময়া ?।। ১৮ ।।

অনুবাদ : তোমার অন্তঃকরণ রূপ মহাহ্রদ, অপার করুণাপ্রবাহে পরিপূর্ণ। হে দেবি! তোমার দাস্যাভিলাসী এই জনের প্রতিপ্রসন্ন হও। হে দেবী! তোমার মানান্তে চাটুবচনপটু, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব।। ১৮ ।।

ত্বাং সাধু মাধবী পুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ?।। ১৯ ।।

কেলিবিস্রং সিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ?।। ২০ ।।

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বুলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমানং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ?।। ২১ ।।

অনুবাদ : শিল্পকার্য্যে নিপুন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী কুসুম দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকরস্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব।। ১৯ ।।

অনুবাদ : হে দেবি! হে সুন্দরি! কৃষ্ণ সহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে ?।। ২০ ।।

অনুবাদ : হে বিম্বোষ্ঠি। আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বুল অর্পন করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদিগের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব ?।। ২১ ।।

ব্রজরাজকুমারবল্লভা, কুলসীমন্তমনি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা, পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ।। ২২ ।।

করুনাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ। সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ।। ২৩ ।।

অনুবাদ : হে শ্রীমতি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সী গণের শিরোভূষণ অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে তুমিই প্রধানা, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর।। ২২ ।।

অনুবাদ : হে বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃপুনঃ তোমার করুনা প্রার্থনা

করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কৃপা কর যে আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটু বাক্য বলিবেন তৎপরে আমি তাঁহার হস্ত ধারন করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব।। ২৩ ।।

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্।। ২৪ ।।

অনুবাদ : বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার চাটুপুষ্পাঞ্জলি নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন তিনি অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হয়েন।। ২৪ ।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত শ্রীযুগল স্তোত্রম

হে সৌন্দর্য্যনিদানরূপগরিমন্! মাধুর্য্যলীলা স্ফুরিন্।
হে আশ্চর্য্য বিলাস ভূষিত বপু র্বংশী বিলাসিন্ বিভো!
হে বৃন্দাবনবাসী মুগ্ধমনসাং লীলা কলা কৌমুদি।
হে রাধে, অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণে যাচে শরন্যাংগতিম্।। ১ ।।

হে কৃষ্ণ। প্রনয়াবলোকনবিভো। হে রাধিকে শ্রীমতি
হে শ্রী মল্ললিতাবিশাখিকসখৌ, হে শ্যামলাপ্রেমদৌ।
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণে যাচে শরন্যাং গতিম্।। ২ ।।

হে পীতাম্বর শোভ শোভনকর! নীলাম্বরালংকৃতে।
হে বংশী বট কেলি কৌতুক বিভো! হে হে নিকুঞ্জেশ্বরি!
হে হে রাসবিলাস লম্পটপটো! হে প্রেমিকে রঙ্গিনী!
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণে যাচে শরন্যাং গতিম্।। ৩ ।।

হে জাম্বুনাদ কান্তি দীপিত বপুঃ হে শ্রীঘনশ্যামল,
হে হে পঙ্কজপত্রনেত্র যুগলে। হে খঞ্জনী লোচনে।
হে হে শারদ পূর্ণ চন্দ্র বদনে! হে বেনীবিলাসিনি।
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র চরণে যাচে শরন্যাং গতিম।। ৪ ।।

হে চূড়া বিনি বদ্ধ চামর কচে! হে স্বর্ণ পদ্মাননে।
হে শ্রীবৎসবিলাঞ্ছিতোন্নত দৃঢ় প্রেমাদ্রি বক্ষঃ প্রভো।
হে বিম্বাধর চারু চিত্র চিবুকে! হে সাঙ্গভঙ্গিত্রয়।
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র, চরণে যাচে শরন্যাংগতিম্।। ৫ ।।

হে হে দেব! যশোমতী সুত! বিভো গোপেশ গোপ প্রিয়।
হে হে শারদ চন্দ্র নিন্দিবদন! প্রানাবঘাতিস্মিত।
হে হে প্রেয়সি কান্ত কোমল মুখ! স্মেরাব্জদৃক্ নাথ হে

হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণ যাচে শরন্যাংগতিম্।। ৬ ।।

হে হে সৌহৃদবদ্ধমুগ্ধ হৃদয়ে! লাবন্য লীলামৃতে!
হে প্রেমামৃতসিন্ধুখূর্ত্তরসিক! স্মেরানন! শ্রীশ হে
হে রাসেশ্বর! হে অপারকরুন! প্রোদ্ভিন্নলীলাতনো
হে রাধে! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণে যাচে শরন্যাংগতিম্।। ৭ ।।

হে গোপীজন বল্লভ! স্মর মনো হহঙ্কার হারিন প্রিয়।
হে গৌরীগুরুগৌরবে গুরুতরে গোপাঙ্গনাবেষ্টিতে
হে শ্যামে সুকুমার দিব্যকরনে, হে গোপ চিত্ত প্রিয়!
হে রাধে অয়ি! অয়ি কৃষ্ণচন্দ্র! চরণে যাচে শরন্যাং গতিম্।। ৮ ।।

শ্রীশ্রীরাধিকায়া আনন্দ চন্দ্রিকাখ্যং

দশনামস্তোত্রম্

রাধা দামোদরপ্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্তবল্লবীবৃন্দ-ধম্মিল্লোত্তংসমল্লিকা।। ১ ।।

কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা গান্ধর্ব্বা ললিতাসখী।
বিশাখাসখ্যসুখিনী হরি-হৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী।। ২ ।।

ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা দশনাম মনোরমাম্।
আনন্দচন্দ্রিকাং নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ।। ৩ ।।

স ক্লেশ রহিতো ভূত্বা ভুরিসৌভাগ্যভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুনা পাত্রং রাধামাধব বয়োর্ভবেৎ।। ৪ ।।

[ইতি শ্রী মদ্রুপ গোস্বামী বিরচিতং শ্রীরাধিকায়া
আনন্দ চন্দ্রিকাখ্যং দশনাম স্তোত্রং সমাপ্তম]

শ্রীশ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীনঃ প্রার্থনা

প্রাতঃ পীতপটে কুচোপরি রুষা ঘূর্ণাভরে-লোচনে
বিম্বৌষ্ঠে পৃথু বিক্ষতে জটিলয়া সংদৃশ্যমানে মুহুঃ।
বাচা যুক্তিযুষা মৃষা ললিতয়া তাং সংপ্রতার্য্য ক্রুধা
দৃষ্টেমাং হৃদি ভীষিতা স্তুতবতী রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ।। ১ ।।

অনুবাদ : প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুচোপরি পীতবসন, নিদ্রালসে বিঘূর্নিত নয়ন ও বিম্বোষ্ঠে ক্ষত দর্শনে রোষ ভরে জটিলা বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে উত্তম যুক্তিপূর্ণ মিথ্যাবাক্যে শ্রীললিতা জটিলাকে প্রতারনা করিলেন এবং

মিথ্যারোষে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে যিনি ভীতা হইয়া তাদৃশী ললিতাকে স্তুতি করিয়াছিলেন। সেই শ্রীরাধা তোমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করুন।। ১ ।।

পিকপটুরব-বাদ্যৈ র্ভৃঙ্গঝঙ্কারগানঃ
স্ফুরদতুল কুড়ুঙ্গ ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্।
স্মরসদসি কৃতোদ্যন্নৃত্যতঃ শ্রান্ত গাত্রং
ব্রজনবযু বযুগ্মং নত্তকং বীজয়ানি।। ২ ।।

অনুবাদ : কোকিলের সুমধুর শব্দরূপ বাদ্যদ্বারা ও ভ্রমরের গুঞ্জনরূপ সঙ্গীতদ্বারা সুশোভিত নিরূপম নিকুঞ্জভবন-স্বরূপ নৃত্যালয়ে স্মরোদ্দীপক সভায় কন্দর্পের প্রসন্নতা-হেতু যাঁহারা উদ্দন্ড নৃত্যে পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন, সেই নর্তনশীল ব্রজ নব কিশোরযুগলকে আমি বীজন করি।। ২ ।।

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়িপুন—
বিশাখা গানস্যাপি চ রুচিরশিক্ষাং প্রনয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগলসগনামুল্লাস্য
ল্লভে রাসে তস্মাম্মনি-পদক হারানিহ মুহুঃ।। ৩ ।।

অনুবাদ : কোকিলের স্বর অপেক্ষও যাহার স্বর অতীব কমনীয়, সেই বিশাখা আমায় উত্তমরূপে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন, যাহাতে আমি সেই সঙ্গীতদ্বারা রাসে সখীগণ সহ। শ্রীযুগলকিশোরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বার বার মনিপদক ও স্বর্ণহারাদি পারিতোষিক প্রাপ্ত হইব।। ৩ ।।

কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্যজ্জলধরনিচয়ং তপ্তকার্ত্তস্বরাভং
বাসো বিভ্রানমীষৎস্মিতরুচিরমুখাম্ভোজমাকল্পিতাঙ্গম্।
বামাঙ্কে রাধিকাং তাং প্রথম রসকলা-কেলিসৌভাগ্যমত্তা—
মালিঙ্গ্যালাপভঙ্গা ব্রজপতিতনয়ং স্মেরয়ন্ত স্মরামি।। ৪ ।।

অনুবাদ : যাঁহার মধুর অঙ্গকান্তি দ্বারানবজলধরের শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, যিনি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার মুখকমল মনোহর হাস্যমকরন্দে সুশোভিত, বিবিধ বেশভূষায় যাঁহার অঙ্গ বিভূষিত এবং যিনি শৃঙ্গার-রস-কেলি-মত্তা শ্রীরাধাকে বামাঙ্কে স্থাপন পূর্বক নানাবিধ বাক্‌চাতুর্যে হাস্যরসে নিমগ্ন করিতেছেন সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আমি নিয়ত স্মরণ করি।। ৪ ।।

শ্রীশ্রীরাধা কুন্ডাষ্টকম্

শ্রীশ্রীমদীশ্বরী কুন্ডায় নমঃ

[শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী বিরচিতম]

বৃষভদনুজ নাশান্নর্ম্ম ধর্ম্মোক্তিরঙ্গৈ
নিখিল-নিজসখী ভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারন্যরাজ্ঞা প্রমোদৈ
স্তদতি-সুরভি রাধা কুন্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ১ ।।

অনুবাদ : বৃষাসুর (অরিষ্টাসুর) নিধন হেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্ম কথাচ্ছলে পরিহাস গর্ভবাক্যে কৌতুক-বিস্তার করিতে করিতে শ্রীরাধারানী স্বীয় নিখিল সখীগণসহ স্বহস্তে মৃত্তিকা তুলিয়া পরমানন্দভরে যে রাধাকুন্ড প্রকটিত করেন, সেই পরম রমনীয় শ্রীরাধা কুন্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় হউন।। ১ ।।

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ
রসুলভমপি তূর্নং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং যৎ-
তদতি-সুরভি রাধাকুন্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ২ ।।

অনুবাদ : যে প্রেমকল্পদ্রুম ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগনেরও নিতান্ত দুষ্পাপ্য শ্রীরাধা কুন্ড তাঁহাতে স্নানকারী জনমাত্রের চিত্তভূমিতে সেই প্রেমকল্পদ্রুম সহসা সঞ্জাত করেন, সেই পরম প্রিয় ও অতিশয় কমনীয় শ্রীরাধাকুন্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ২ ।।

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসর-কৃত-কটাক্ষপ্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নান সেবানু বন্ধৈ
স্তদতি সুরভি রাধাকুন্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ৩ ।।

অনুবাদ : অন্যের কথা কি স্বয়ং অঘারি শ্রীকৃষ্ণ ও মানময়ী শ্রীরাধার প্রসন্নতা পূর্ণ একটি মাত্র কটাক্ষলাভের অভিলাষে যত্নের সহিত স্নান, সেবানুবন্ধ দ্বারা যে শ্রীরাধাকুন্ডের অনুসরণ করিতেছেন সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুন্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৩ ।।

ব্রজভুবন সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্ছ তেনৈব তস্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুন্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ৪ ।।

অনুবাদ : ব্রজ মধুর কিশোরী গোপ সুন্দরীগণের শিরোরত্ন স্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই যে

শ্রীরাধাকুন্ড ব্রজভূবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রেমাস্পদ এবং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার নামে যাঁহাকে পরিচিত করিয়াছেন, সেই অতি কমনীয়, শ্রীরাধাকুন্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৪ ।।

অপি জন ইহ কশ্চিদ্‌যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রনয় সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য পুষ্প-প্রশস্যা
তদতি-সুরভি রাধাকুন্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ৫ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধাকুন্ডের সেবাপ্রসাদে (অর্থাৎ তটেবাস, স্নান, অর্চন, দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার অচিন্ত শক্তি প্রভাবে) বিবেকাদি শূন্য অতি অযোগ্যজনের হৃদয়েও মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ কুসুমদলে পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা শীঘ্রই সঞ্জাত হইয়া থাকে, সেই অতি রমনীয় শ্রীরাধাকুন্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৫ ।।

তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ কৃপ্তনামান উচ্চৈ-
নিজ পরিজন বর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুন্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ৬ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধারানী যে সকল কুঞ্জসমূহ শ্রীললিতাদি সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াও তাঁহাদেরই আশ্রিত করিয়া তাঁহাদের নামেই বিখ্যাত করিয়াছেন, যাহা ভ্রমর গুঞ্জন হেতু রমনীয় ও শৃঙ্গার রসোদ্দীপক সেই সকলের বাঞ্ছনীয় কুঞ্জসমূহ (ললিতানন্দাদি) যাঁহার তটে বিরাজ করিতেছে । সেই মনোহর শ্রী রাধাকুন্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৬ ।।

তটভূবি বরবেদ্যাং যস্য নম্মাতিহৃদ্যাং
মধুর-মধুরবার্ত্তাং গোষ্টচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রানসখ্যালিভিঃসা
তদতিসুরভি রাধাকুন্ড মেবাশ্রয়ো মে।। ৭ ।।

অনুবাদ : যে শ্রীরাধা কুন্ডতটে মনোহর রত্নবেদিকায় বসিয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধারানী প্রান সখীবর্গের সহিত গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুরাতিমধুর বার্তা ভঙ্গীক্রমে আলাপ করেন, সেই অতি মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকুন্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৭ ।।

অনুদিনমতি-রঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি-সঙ্ঘৈ
র্বরসরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি প্রপূর্ণে
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতি তৌ প্রমত্তৌ
তদতি সুরভি রাধা কুন্ডসেবাশ্রয়ো মে।। ৮ ।।

অনুবাদ : শৃঙ্গার রসময় বিহারে প্রমত্ত শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগল প্রেমরসমত্ত সখীগণের

সঙ্গে নিত্য যাঁহার পদ্মগন্ধপূর্ণ মনোহর প্রেমরসময় সলিলে অতি রঙ্গে বিহার করিতেছেন, সেই পরম মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকুন্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৮ ।।

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু কুন্ডাষ্টকংযঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি দাস্যা পির্তাত্মা,
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমানাং প্রিয়াং তাম্।। ৯ ।।

অনুবাদ : পরমোল্লাসময় শ্রীরাধাদাস্যে অর্পিতাত্মা যে ব্যাক্তি ধীরচিত্তে মনোহর এই শ্রীরাধাকুন্ডাষ্টক পাঠ করিবেন—তাঁহাকে অচিরাৎ এই সাধকদেহেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ পরমামোদে স্বীয় অঙ্গে আলিঙ্গিতা শ্রীরাধারানীকে দর্শন করাইবেন।। ৯ ।।

।। ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুন্ডাষ্টকং সম্পূর্ণম।।

শ্রীযমুনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামী বিরচিতম]

শ্রীযমুনায়ৈ - নমঃ

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেহভিপত্তিহারিনী
প্রেক্ষয়াতিপাপিনোহপি - পাপসিন্ধু তারিনী
নীরমাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ১ ।।

হারিবারিধারয়াভিমন্ডিতোরু খান্ডবা,
পুন্ডরীকমন্ডলোদ্যদন্ড জালিতান্ডবা।
স্নানকামপামরোগ্রপাপ সম্পদদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্বাদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ২ ।।

অনুবাদ : যিনি নিজভ্রাতা যমরাজের নগরের গমন নিবারণ করেন, ও দর্শনমাত্রেই পাপীদিগকে পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রান করেন এবং স্বকীয় জল মাধুর্য্যদ্বারা যিনি অশেষজনের চিত্তহারিনী, সেই অরবিন্দ অর্থাৎ পদ্মের বন্ধু সূর্য্যদেবের নন্দিনী (কন্যা) আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন।। ১ ।।

অনুবাদ : মনোহারিনী বারিধারাদ্বারা যিনি ইন্দ্রের বৃহৎ খান্ডব কানন মন্ডিত করিয়াছেন এবং ধবলবর্ণ রাজীবরাজীতে অর্থাৎ পদ্মশ্রেণীতে খঞ্জনাদি পক্ষীগণ পরমসুখে –নৃত্যসুখ অনুভব করিতেছে এবং কৃতস্নানের কি কথা স্নানাভিলাষি ব্যক্তিদিগেরও পাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন।। ২ ।।

শীকরাভিমৃষ্টজন্তু - দুর্বিপাকমর্দ্দিনী,
নন্দনন্দান্তরঙ্গভক্তিপূরবর্দ্ধিনী-
তীরসঙ্গমাভিলাষিমঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ৩ ।।

দ্বীপচক্রবালজুষ্টসপ্তসিন্ধুভেদিনী
শ্রীমুকুন্দনির্ম্মিতোরুদিব্যকেলিবেদিনী।
কান্তিকন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ৪ ।।

অনুবাদ : যিনি অম্বুকনস্পৃষ্ট প্রানিদিগের সমূহ দুষ্কর্ম্মফল বিনাশ করেন এবং নন্দসূত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রবাহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তীর সঙ্গাভিলাষি জনগণের যিনি মঙ্গলকারিনী সেই রবিসুতা যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন।। ৩ ।।

অনুবাদ : যিনি সপ্তদ্বীপ বেষ্টিত সপ্তসমুদ্রের ভেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর সঙ্গতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত উৎকৃষ্ট কেলি সমূহের যিনি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত, এবং স্বকীয় কান্তি পটল দ্বারা যিনি ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, সেই আদিত্যতনয়া যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন।। ৪ ।।

মাথুরেন মন্ডলেন চারুনাভিমন্ডিতা,
প্রেমনদ্ধ বৈষ্ণবাধ্ববর্দ্ধনায় পন্ডিতা।
উর্ম্মিদোবিলাসপদ্মনাভপাদবন্দিনী,
মাং পুনাতু সর্বাদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ৫ ।।

অনুবাদ : মনোহর মথুরামন্ডলদ্বারা যিনি মন্ডিতা ও প্রেমপরায়ণ বৈষ্ণব জনগণের যিনি রাগমার্গের বৃদ্ধিকারিনী এবং স্বকীয় তরঙ্গমালা রূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দন তৎপরা, সেই ভানুদুহিতা যমুনা দেবী আমাকে পবিত্র করুন।। ৫ ।।

রম্যতীররম্ভমানগোকদম্বভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্বপুষ্পরাজি রুষিতা।
নন্দসূনু ভক্ত সঙ্ঘসঙ্গমাভি নন্দিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ৬ ।।

ফুল্লপক্ষমল্লিকাক্ষহংসলক্ষকূজিতা,
ভক্তিবিদ্ধদেবসিদ্ধকিন্নরালিপূজিতা
তীরগন্ধবাহগন্ধ জন্মবন্ধরন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ৭ ।।

অনুবাদ : অতি রমনীয় উভয় তীরস্থিত হম্বাধ্বনিকারি গোবৎসগণ দ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব পুষ্পশ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি সাতিশয় আমোদিত

হইয়াছেন এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে সেই দিবাকর নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন।। ৬ ।।

অনুবাদ : আনন্দিত, মল্লিকাক্ষ অর্থাৎ মলিনচঞ্চুচরণ হংস বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিত হইয়াছেন এবং দেব, সিদ্ধ কিন্নর গণেও হরিভক্তিতে নিহতচিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন এবং স্বকীয় তীরের সমীরণ দ্বারা যিনি জনগণের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্কর নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন।। ৭ ।।

চিদ্বিলাসবারিপূরভূর্ভু বঃ স্বরাপিনী,
কীর্ত্তিতাপি দুম্মদোরুপাপমর্ম্মতাপিনী।
বল্লবেন্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী,
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী।। ৮ ।।

তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোন্মিচেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি। সর্ব্বদেববেষ্টিতাম্।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্বপাপমোচনে।
ভক্তিপূরমস্য দেবি! পুন্ডরীকলোচনে।। ৯ ।।

অনুবাদ : চিদ্বিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদ্রূপ বারিপ্রবাহদ্বারা যিনি ভূভুবঃ স্বরাখ্য লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, কীর্ত্তিকা অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াও মদমত্ত ব্যক্তির মহান পাপরাশির মর্ম্মচ্ছেদকারিনী এবং জলক্রীড়া বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপন দ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, সেই সূর্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন।। ৮ ।।

অনুবাদ : হে ভানুপুত্রি। হে সর্ব্বতাপ মোচন কারিনী। যে ব্যক্তি তুষ্টবুদ্ধি হইয়া এই অষ্টক-পাঠদ্বারা তোমার স্তব করে, তাহার পুন্ডরীকনেত্র শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপ্রবাহ বর্দ্ধন কর।। ৯ ।।

।। ইতি শ্রীযমুনাষ্টক সম্পূর্ণম্ ।।

শ্রীললিতাষ্টকম্

[শ্রীলরূপগোস্বামী বিরচিতম্]

শ্রীললিতায়ৈ নমঃ

রাধামুকুন্দপদসম্ভব ঘর্ম্মবিন্দু,
নির্ম্মঞ্ছনোপকরণীকৃতদেহলক্ষ্মাম্।
উত্তুঙ্গসৌহৃদ বিশেষশাৎ প্রগলভাং
দেবীং গুনৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।। ১ ।।

রাকাসুধাকিরণ মন্ডলকান্তিদম্ভি-
তুন্ডশ্রিয়ং চকিতচারুচমুরুনেত্রাম্।
রাধাপ্রসাধনবিধানকলাপ্রসিদ্ধাং
দেবীং গুনৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।। ২ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধামাধবের চরণ সম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত অত্যুন্নত সৌহৃদ্য রসে যিনি অবশ; সেই সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি মিশ্র গুনে মনোহারিনী অপ্রগল্‌ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি।। ১ ।।

অনুবাদ : যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্র মন্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত মৃগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার প্রসাধন কার্য্যে অর্থাৎ বেশ রচনা ব্যাপারে যিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠা; সেই অশেষ স্ত্রীজনোজিত গুনরাশি ললিত দেবীকে নমস্কার করি।। ২ ।।

লাস্যোল্লাসদ্ভুজগশত্রুপতত্রচিত্র,
পট্টাংশুকাভরণকঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীম্।
গোরোচনারুচি-বিগর্হণগৌরিমানং
দেবীং গুনৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।। ৩ ।।

অনুবাদ : উদ্ধত নৃত্যে সাতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণপুচ্ছের ন্যায় পট্টবস্ত্রের ও আবরণ এবং কুচপট্টের (কাঁচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকে বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি।। ৩ ।।

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং,
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি। লাঘবায়।
রাধে! গিরং শৃনু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।। ৪ ।।

অনুবাদ : হে কলঙ্কিনী। রাধিকে। তুমি অতি ধূর্ত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিওনা; সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই কর, এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষাদান করিতেছেন সেই সমূহ গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি।। ৪ ।।

রাধামভি ব্রজপতেঃ - কৃতমাত্মজেন,
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্
বাগভঙ্গিভিস্তমচিরেন বিলজয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।। ৫ ।।

বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্ঞ্যাঃ
সখ্যানুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাম্।

রাধাবলাবরজজীবিত নির্বিশেষাং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।। ৬ ।।

অনুবাদ : শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্পমাত্রও চাতুরীপর বাক্য বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ প্রনয়ী" — ইত্যাদি বাগ্‌ভঙ্গিদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন সেই সকল গুণনিলয়া ললিতাদেবীকে নমস্কার করি।। ৫ ।।

অনুবাদ : যিনি পশুপাল রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্য রসের বসতি স্থান সমূহ এবং সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবস্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্যা হউন।। ৬ ।।

যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ,
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষপদবীমনুরুধ্যমানাম্
সদ্যস্তদিষ্টঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং,
দেবীং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি।। ৭ ।।

অনুবাদ : বৃন্দাবন ভবনে যে কোন যুবতীকে দেখিয়া, বৃষভানু-নন্দিনী রাধার স্বপক্ষ জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন সেই গুনগ্রামসম্পন্না ললিতদেবীকে প্রণাম করি।

রাধাব্রজেন্দ্রসুতসঙ্গমরঙ্গচর্য্যাং,
বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলাৎসবেভ্যঃ।
তাং গোকুলপ্রিয়সখীনিকুরম্বমুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি।। ৮ ।।

নন্দন্নমুনি ললিতা গুণলালিতানি,
পদ্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মলদৃষ্টিরষ্টৌ।
প্রীত্যা বিকর্ষতি জনং নিজবৃন্দমধ্যে,
তং কীর্ত্তিদাপতি কূলোজ্জ্বলকল্পবল্লী।। ৯ ।।

অনুবাদ : রাধামাধবের সম্মেলনে যে বিনোদন ক্রিয়া তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠকার্য্য অন্যান্য নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা সেই গোকুলের প্রিয়সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললীদেবীকে প্রণাম করি।। ৮ ।।

অনুবাদ : সে ব্যক্তি আনন্দিত এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়া লালিত্যগুণে সুললিত এই ললিতাদেবীর অষ্টক পদ্য পাঠ করে, কীর্ত্তিদাপতি বৃষভানুরাজার কুলের উজ্জ্বল কল্পলতা সেই শ্রীরাধিকা তাহাকে প্রীতি পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় সখীবৃন্দে পরিগণিত করেন।। ৯ ।।

ইতি শ্রীললিতাষ্টকং সম্পূর্ণম

কার্ত্তিকব্রতে অষ্টকালীয় কীর্ত্তন

প্রথমযাম সাধন

নিশান্ত - ভজন শ্রদ্ধা (রাত্রের শেষ ছয় দন্ড)

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

(স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেন বিরচিতম্)

চেতোদর্পন-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্।। ১ ।।

কৃষ্ণলীলা চিন্তা ঃ

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত-বহু বিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখিভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগীঃ সশঙ্কৌ-
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজ ধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি।। ১ ।।

দ্বিতীয়যাম সাধন

প্রাতঃকালীন ভজন (প্রাতে প্রথম ছয় দন্ড)

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।। ২ ।।

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখিভীঃ
প্রগেতদেগহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেয়াশনাম
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথ, তঞ্চাশ্রয়ে।। ২ ।।

তৃতীয়যাম সাধন

[পূর্ব্বাহ্নকালীয় ভজন, নিষ্ঠা ভজন]

তৃনাদপি সুনীচেন তারোরপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা মানদেপ কীর্ত্তনীযঃ সদা হরিঃ।। ৩ ।।

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং

কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুন্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়াঙ্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্তৈঃ প্রহিত নিজসখী বর্ত্মনেত্রাং স্মরামি।। ৩ ।।

চতুর্থযাম সাধন

মধ্যাহ্ন কালীয়ভজন - রুচি ভজন

(দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিনপ্রহর পর্য্যন্ত)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।। ৪ ।।

মধ্যাহ্নলীলা সূচনা ঃ

মধ্যাহ্নেহন্যোন্যসঙ্গোদিতবিধাবিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালি নর্ম্মাপ্তশাতৌ-।
দোলারন্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি।। ৪ ।।

পঞ্চমযাম সাধন

অপরাহ্ন কালীয়ভজন - কৃষ্ণাসক্তি

(সাড়েতিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত)

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়াতবপাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়।। ৫ ।।

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কণ্ঠপ্ত নানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণ প্রমোদাম্।
শ্রীকৃষ্ণং চাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃ-মৃষ্টং-স্মরামি।। ৫ ।।

ষষ্ঠযাম সাধন

সায়ং কালীন ভজন-ভাব (সন্ধ্যার পর ছয়দন্ড)

নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদগদ - রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।। ৬ ।।

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং

সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিতহৃদং তাং চ তং চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননী - লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োহস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পূনর্ভূক্তবন্তং স্মরামী।। ৬ ।।

সপ্তমযাম সাধন

(প্রদোষ কালীয় ভজন প্রেম বিপ্রলম্ভ)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শুন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে।। ৭ ।।

রাধাং সালীগনান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে,
দুত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত - যমুনাতীর কল্লাগ কুঞ্জাম।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি।। ৭ ।।

অষ্টমযাম সাধন

(রাত্রলীলা - প্রেমভজন সম্ভোগ)

[মধ্যরাত্র হইতে — সাড়ে তিন প্রহর রাত্র পর্যন্ত]

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু
মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।। ৮ ।।

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচর নৈর্বৃন্দয়া রাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালিভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরনৈর্গানিরাসাদি লাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়সহচরীবৃন্দসংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি।। ৮ ।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নামাষ্টকম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম্নে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

নিখিল-শ্রুতি মৌলি-রত্নমালা
দ্যুতি-নীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত!
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্তাং হরিনাম। সংশ্রয়ামি।। ১ ।।

জয় নামধেয়। মুনিবৃন্দ-গেয়।
জন রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ পটলীং বিলুম্পসি।। ২ ।।

যদাভাসোহপ্যুদ্যন্ কবলিত - ভবধ্বান্ত - বিভবো
দৃশং তত্তান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রনয়িনীং।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম - তরণে
কৃতী তে নির্বক্তং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি।। ৩ ।।

যদ্ব্রহ্ম - সাক্ষাৎকৃতি - নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৌঃ।
অপৈতি নাম! স্ফুরনেন তত্তে
প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।। ৪ ।।

অঘদমন - যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন - গোপীচন্দ্র - বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ - কৃষ্ণাবিত্যনেক - স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়।। ৫ ।।

বাচ্যং বাচকমিত্যুদতি ভবতো নাম! স্বরপ - দ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত!
করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ - নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোহপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি।। ৬ ।।

সূদিতাশ্রিত - জনার্ত্তিরাশয়ে
রম্য - চিদ্ঘন - সুখ স্বরূপিনে।
নাম। গোকুল - মহোৎসবায় তে।
কৃষ্ণ। পূর্ণ - বপুষে নমো নমঃ।। ৭ ।।

নারদ - বীনোজ্জীবন! সুধোর্ম্মি - নির্যাস - মাধুরীপূর!
ত্বং কৃষ্ণনাম! কামং স্ফুর মে রসনে
রসেন সদা।। ৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী বিরচিতং
শ্রীকৃষ্ণ নামাষ্টকং সম্পূর্ণম

শ্রী গোবর্দ্ধন-বাস প্রার্থনদশকম্

[শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত]

নিজ পতিভূজদণ্ডছত্রভাবং প্রপদ্য;
প্রতিহতমদধৃষ্টোদ্দণ্ডদেবেন্দ্রগর্ব্ব।
অতুল-পৃথুল শৈলশ্রেনিভূপ! প্রিয়ং মে,
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্।। ১।।

অনুবাদ : হে গোবর্দ্ধন। আমাকে অতিশয় প্রিয় ও অভীষ্ট (শ্রীরাধাকুণ্ডতটে) তোমার নিকট বাসদান কর। (যেহেতু তোমার মাহাত্ম্যও অতুলনীয়) তুমি শ্রী শ্রী কৃষ্ণে হস্তরূপ দণ্ডের ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত এবং উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ন করিয়াছ এবং বৃহৎ বৃহৎ গিরি সমূহের রাজা হইয়াছ ।। ১ ।।

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে।
রচয়তি নবযুনোর্দ্বন্দ্ব মস্মিন্ন মন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্ দ্বয়োর্মে
নিজ-নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্।। ২ ।।

অনুবাদ : হে গোবর্দ্ধন! রাধাকৃষ্ণ যুগল তোমার প্রতি কন্দরে আহ্লাদের সহিত উৎকট রূপে রতিক্রীড়া করিতেছেন, এই নিমিত্তি অমিত্ত সেই রাধাকৃষ্ণ-যুগল দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি অতএব আমাকে তোমার নিকট বাস দান কর।। ২ ।।

অনুপম মণিবেদী রত্নসিংহাসনোর্ব্বী
রুহঝর দরশানুদ্রোনি সঙ্খেষু রঙ্গৈঃ।
সহ-বল সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজ নিকট -নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্ ।। ৩ ।।

অনুবাদ : হে গোবর্দ্ধন। তুমি আমাকে আমার নিতান্ত প্রীতিকর তোমার নিকট বাস প্রদান কর (তুমিও নিরুপম সুখ অনুভব করিতেছে যেহেতু) উৎকৃষ্ট মনিময় বেদীরূপ সিংহাসনে এবং বৃক্ষের ঝরে, গর্ত্তে ও সমান দেশে কাষ্টাম্বুবাহিনী সমূহে শ্রীকৃষ্ণকে সখীগনের সহিত রঙ্গে ক্রীড়া করাইতেছ।।

রমনিধি-নবযূনোঃ সাক্ষিনীং দানকেলে
র্দ্যুতিপরিমলবিদ্বাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য
রসিক বরকুলানাং মোদমাস্ফালন্মে,
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্।। ৪।।

অনুবাদ : হে গোবর্দ্ধন। তোমার নিকট বাস আমাকে দাও। (তুমি অনেকের হর্ষোৎপাদন করিতেছে যেহেতু) রসিক শ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের দান-ক্রীড়ার সাক্ষী-স্বরূপ

এবং কান্তিমতী ও সুগন্ধি শ্যামবেদী প্রকাশ করিয়া রসিক কৃষ্ণভক্তগনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ।। ৪।।

হরিদয়িতপূর্ব্বং রাধিকা-কুণ্ডমাত্ম
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মনালিঙ্গ্য গুপ্তঃ।
নবযুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে,
নিজ-নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্।।৫।।

হে গোবর্দ্ধন, তুমি আমাকে তোমার নিজের নিকট তাদৃশ স্থান দান কর। যে স্থানে তুমি নিজের অতীত প্রিয় রাধাকুণ্ডকে কৌতকবশতঃ আলিঙ্গন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে থাকিয়া নির্জ্জনে নূতন যুবযুগলের লীলা দেখিতেছ।। ৫।।

স্থল- জল-তল-শষ্পৈর্ভু রুহচ্ছায়য়া চ,
প্রতি-পদমনুকালং হন্ত সংবর্দ্ধয়ন্ গাঃ
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে,
নিজ-নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্ ।। ৬।।

হে গোবর্দ্ধন। তুমি স্থল, জল, তল, ঘাস, এবং বৃক্ষছায়া এই সকলের দ্বারা গো সকলকে সম্বর্দ্ধনা করতঃ ত্রিভূবনে নিজের নাম খ্যাপন করিতেছে, এতএব আমাকে তোমার নিজের নিকট বাস প্রদান কর, তাহা হইলে গোচারনপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন না কোন কালে আমার দেখা হইবেই হইবে।। ৬।।

সুরপতিকৃত দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং,
তব নব-গৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘ-বক রিপুনোর্চ্চৈর্দত্তমান। দ্রুতং মে,
নিজ-নিকট- নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্।। ৭।।

অনুবাদ : হে গোবর্দ্ধন। অঘাসুর বকাসুর শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নবগৃহ স্বরূপ তোমার মধ্যস্থানে স্বকীয় গোষ্ঠকে ইন্দ্রদোহ হইতে রক্ষা করত; তোমার মান সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন। অতএব আমাকে তোমার নিকট নিবাস প্রদান কর।। ৭।।

গিরিনৃপ! হরিদাস-শ্রেণীবর্য্যেতি-নামা
মৃতমিদ মুদিতং শ্রী রাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ
ব্রজনব-তিলকত্বেকনৃপ্ত! বেদৈঃস্ফুটং মে,
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্।। ৮।।

অনুবাদ : হে গিরিরাজ। যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ" অর্থ্যাৎ হে অবলাগন, এই পর্ব্বত হরিদাসগনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সমুহ শাস্ত্র কর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলক স্বরুপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে নিজ নিকটে বাস প্রদান কর।। ৮ ।।

নিজ-জনযূত-রাধাকৃষ্ণ-মৈত্রীরসাক্ত
ব্রজনর পশু পক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ।
অগনিত করুনত্বান্মামুরী কৃত্য তান্তং,
নিজ-নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন। ত্বম্।। ৯।।

অনুবাদ : হে গোবর্দ্ধন! তুমি সখীগনবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের মিত্রতারূপ রসযুক্ত যে সমস্ত ব্রজস্থিত নর পশুপক্ষিগনসমূহ, তাহাদিগের একমাত্র সুখদাতা, অতএব, ঈদৃশ দয়ালু স্বভাববশতঃ অতিশয় দীন আমাকেও অঙ্গীকার করিয়া তোমার নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।। ৯ ।।

নিরুপধি করুণেন শ্রী শচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি শঠোহপি ত্বৎপ্রিয়েনার্পিতোহস্মি।
ইতি খলু মম-যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্।। ১০ ।।

অনুবাদ : হে গোবর্দ্ধন। যদ্যপি তোমার যোগাযোগ্য পাত্রভেদে নিজ নকটে বাস দানে আপত্তি থাকে, তবে সে আশঙ্কাও নাই, যেহেতু কপাটি এবং শঠ হইয়াও আমি, পরমদয়াল তোমার প্রিয় শ্রীশচী নন্দন কর্ত্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি, সুতরাং আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বিচার না করিয়া নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।। ১০ ।।

রসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর- কুলভর্ত্তুযঃ প্রযত্নাদধীতে।
সসপদি সুখদেহস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা
চ্ছুভদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তুর্নম্।। ১১ ।।

অনুবাদ : সে ব্যক্তি মহীধরপতি গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ এই দশটি শ্লোক যত্ন পূর্বক অধ্যয়ন করেন তিনি শীঘ্রই সুখপ্রদ এই এই গোবর্দ্ধনে বাসলাভ করিয়া শ্রী রাধাকৃষ্ণের পদসেবা রূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।। ১১ ।।

শ্রী কার্পন্য পঞ্জিকাস্তোত্রম্

শ্রীবৃন্দবনেশৌ জয়তঃ

তিষ্ঠণ্ বৃন্দাটবীকুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ।
বৃন্দটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষু কৃপনো জনঃ।। ১ ।।

নবেন্দীবরসন্দোহ-সৌন্দর্য্যাস্কন্দনপ্রভম্।
চারুগোরোচনাগর্ব্বগৌরবগ্রাসিগৌরভাম্।। ২ ।।

শাতকুম্ভকদম্বশ্রী বিড়ম্বিস্ফুরদম্বরম্।
হরতা কিংশুকস্যাংশূনাংশুকেন বিরাজিতাম্।। ৩ ।।

সর্ব্বকৈশোরবন্ধ্বন্দ্যচূড়ারূঢ়হরিস্মনিম্।
গোষ্ঠাশেষকিশোরীনাং ধর্ম্মিল্লোত্তংসমল্লিকাম্।। ৪ ।।

শ্রীশমুখ্যাত্মরূপণাং রূপাতিশয়িবিগ্রহম্।
রমোজ্জ্বলব্রজবধূব্রজবিস্মাপি -সৌষ্ঠবাম্।। ৫ ।।

সৌরভ্যহৃতগান্ধর্ব্বং গন্ধোন্মাদিতমাধবাম্।
রাধারোধনবংশীকং মহতীমোহিতচ্যুতাম্।। ৬ ।।

রাধাধৃতিধনস্তেনলোচনাঞ্চলচাপলম্।
দৃগঞ্চলকলাভৃঙ্গীদষ্টকৃষ্ণহৃদম্বুজাম্।। ৭ ।।

রাধাগূঢ়পরীহাস-প্রৌঢ়িনির্বচনীকৃতম্।
ব্রজেন্দ্রসুতনর্ম্মোক্তিরোমাঞ্চিত তনূলতাম্।। ৮ ।।

দিব্যসদ্ গুনমানিক্যশ্রেণীরোহনপর্ব্বতম্।
উমাদিরমনীব্যূহস্পৃহনীয়-গুনোৎকরাম্।। ৯ ।।

ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ! ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি।
কাকুভির্বন্দমানোহয়ং মন্দঃ প্রার্থয়তে জনঃ।। ১০ ।।

যোগ্যতা মে ন কাচিদ্বাং কৃপালাভায় যদ্যপি।
মহাকৃপালুমৌলিত্বাত্তথাপি কুরুতং কৃপাম্।। ১১ ।।

অযোগ্য সাপরাধেহপি দৃশ্যন্তে কৃপয়াকুলাঃ।
মহাকৃপালবো হন্ত লোকে লোকেশবন্দিতৌ।। ১২ ।।
ভক্তের্বাং করুনাহেতোর্লেশাভাসোহপি নাস্তি মে।
মহালীলেশ্বরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতম্।। ১৩ ।।

জনে দুষ্টেহপ্যভক্তেহপি প্রসীদন্তো বিলোকিতাঃ।
মহালীলা মহেশাশ্চ হা নাথৌ বহবো ভূবি।। ১৪ ।।

অধমোহপ্যুত্তমং মত্বা স্বমজ্ঞেহপি মনীষিনম্।
শিষ্টং দুষ্টোহপ্যয়ং জন্তুর্মন্তং ব্যধিত যদ্যপি।। ১৫ ।।

তথাপ্যাস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নামজল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দনিস্তারিনামাভাসৌ প্রসীদতম্।। ১৬ ।।

যদক্ষম্যং নু যুবয়োঃ সকৃদ্ভক্তিলবাদপি।
তদাগঃ ক্বাপি নাস্ত্যেব কৃত্বাশাং প্রার্থয়ে ততঃ।। ১৭ ।।

হন্ত ক্লীবোহপি জীবোহয়ং নীতঃকষ্টেন ধৃষ্টতাম।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নথৌ প্রসাদঃ কোহপুদঞ্চতু।। ১৮ ।।

এষ পাপী রুদন্নুচ্চৈরাদায় রদনৈস্তৃনম্।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যএ প্রসীদতম্।। ১৯ ।।

হাহারাবমসৌ কুর্ব্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ।
এতাং মে শৃনুতং কাকুং কাকুং শৃনুতমীশ্বরৌ।। ২০ ।।

যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হা হা কুকুভিরাকুলঃ।
প্রসীদতমযোগ্যোহপি জনেহস্মিন্ করুনার্নবৌ।। ২১ ।।

ক্রোশত্যার্ত্তস্বরৈরাস্যে ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমসৌ জনঃ।
কুরতং কুরতং নাথৌ করুনাকনিকামপি।। ২২ ।।

বাচেহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতিমন্দধীঃ।
কিরতং করুনস্বান্তৌ করুণোর্ম্মিচ্ছটা মপি।। ২৩ ।।

মধুরাঃ সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্ব্বত্র চেতসঃ।
তেভ্যোহপি প্রেমমধুরং প্রসাদীকুরতং নিজম্।। ২৪ ।।

সেবামেবাদ্য বাং দেবাবীহে কিঞ্চন নাপরম্।
প্রসাদাভিমুখৌ হন্ত ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি।। ২৫ ।।

নাথিতং পরমেবেদমনাথজনবৎসলৌ।
স্বং সাক্ষাদ্দাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে।। ২৬ ।।

অঞ্জলিং মূর্দ্ধি বিন্যস্য দীনোহয়ং ভিক্ষতে জনঃ
অস্য সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাদ্যতাম্।। ২৭ ।।
অমলো বাং পারমলঃ কদা পরিমিলন্ বনে।
অনর্ঘেন প্রমোদেন ঘ্রানং মে ঘুনয়িষ্যতি ?।। ২৮ ।।

রঞ্জয়িষ্যতি কর্ণৌ মে হংসগুঞ্জিতগঞ্জনম্।
মঞ্জুলং কিং নু যুবয়োর্মঞ্জীরকলসিঞ্জিতম্।। ২৯ ।।

সৌভাগ্যাঙ্করথাঙ্গাদিলক্ষিতানি পদানি বাম্।
কদা বৃন্দবনে পশ্যন্নুন্মদিষ্যত্যয়ং জনঃ।। ৩০ ।।

সর্ব্বসৌন্দর্য্যময্যাদানীরাজ্যপদনীরজৌ।
কিমপূর্ব্বানি পর্ব্বানি হা-মমাক্ষোর্বিধাস্যথ ?।। ৩১ ।।

সুচিরাশাফলাভোগপদাম্ভোজবিলোকনৌ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য ভবেতাহিম কিং ভবে ? ।। ৩২ ।।

কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরে সুন্দরোদয়ৌ।
খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্যে সুরতৌ নাতিদূরতঃ।। ৩৩ ।।

গুর্ব্বায়ত্ততয়া ক্বাপি দুর্ল্লভান্যোহন্যবীক্ষনৌ।
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি-বাং কদা।। ৩৪ ।।

গবেষয়ন্তাবন্যোহনকদা বৃন্দাবনান্তরে।
সঙ্গময্য যুবাং লপ্স্যে হারিনং পারিতোষিকম্।। ৩৫ ।।

পনীকৃত মিথোহার-লুঞ্চনব্যগ্রহস্তয়োঃ।
কলিং দ্যুতে বিলোকিষ্যে কদা বাং জিতকাশিনোঃ।। ৩৬ ।।

কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ
পদাসম্বাহনং হন্ত জনোহয়ং রচয়িষ্যতি।। ৩৭ ।।

কন্দর্পকলহোদ্‌ঘট্ট-ক্রটিতানাং লতাগৃহে।
কদা গুম্ফায় হারানাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ।। ৩৮ ।।

কেলিকল্লোল-বিস্রস্তান্ হন্ত বৃন্দাবনেশ্বরৌ।
কর্হি বহিপতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্?।। ৩৯ ।।

কন্দর্পকেলিপাণ্ডিত্য-খাণ্ডিতাকল্পয়োরহম্।
কদা বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলম্?।। ৪০ ।।

দেবোরস্তে বনস্রগ্ ভিদৃশৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি।। ৪১ ।।

জাম্বুনদাভতাম্বুলীপর্ণান্যবদলয্য বাম্।
বদনাম্বুজয়ারেষ নিধাস্যতি জনঃ কদা?।। ৪২ ।।

ক্বাসৌ দুষ্কৃতকর্ম্মাহং ক্ব বামশীভ্যর্থনেদৃশী।
কিং বা কং বান যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী?।। ৪৩ ।।

যয়া বৃন্দবনে জন্তুরনর্হোহপ্যেষ্য বাস্যতে।
তয়ৈর কৃপয়া নাথৌ সিদ্ধিং কুরুতমীপ্সিতম্।। ৪৪ ।।

কাপর্ন্যপঞ্জিকামেতাং সদা বৃন্দাটবীনটৌ।
গিরৈব জল্পতোহপ্যস্য জন্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতম্।। ৪৫ ।।

[ইতি শ্রীকার্পন্য পঞ্জিকা স্তোত্রম্ সমাপ্তম্]

বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ

[শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত]

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং ন হি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্তৃ কায়া।
যত্তে ব্যধায়ি কিমুতচ্ছু কপুঙ্গবেন।। ১ ।।

স্থলকমলিনি যুক্তং গর্বিতা কাননেঽস্মিন্
প্রনয়সি বরহাস্যং পুষ্পগুচ্ছচ্ছলেন।
অপি নিখিল-লতাস্তাঃ সৌরভাক্তাঃ মুঞ্চন্
মৃগয়তি তব মার্গং কৃষ্ণভৃঙ্গো যদদ্য।। ২ ।।

ব্রজেন্দ্রবসতিস্থলে বিবিধ-বল্লবী-সঙ্কুলে
ত্বমেব রতিমঞ্জরি প্রচুরপুন্যপুঞ্জোদয়া।
বিলাস-ভর-বিস্মৃত-প্রণয়ি-মেখলা-মার্গণে
যদদ্য নিজনাথয়া ব্রজসি নাথিতা কন্দরম্।। ৩ ।।

প্রভূরপি যদুনন্দনো য এষঃ
প্রিয়যদুনন্দন উন্নত প্রভাবঃ।
স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে।। ৪ ।।

যো মাং দুস্তরগেহনির্জলমহাকূপাদপারক্রমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃ ত্যাম্বসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে।। ৫ ।।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ
রপায়য়ন্মামনভীপ্ সুমন্ধম্
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভূমাশ্রয়ামি।। ৬ ।।

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দ্বন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ।। ৭ ।।

দেবী দুঃখকুলসাগরোদরে
দূয়মাণমতিদুর্গতং জনম্।
ত্বং কৃপা প্রবলনৌকয়াদ্ভুতং
প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্।। ৮ ।।

ত্বদলোকন- কালাহি দংশৈরেব মৃতং জনম্।
ত্বৎ পাদাব্জমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি জীবয়।। ৯ ।।

দেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং
বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ
দহ্যমানতরকায়বল্লরীং
জীবয় ক্ষণনিরীক্ষনামৃতৈঃ।। ১০ ।।

স্বপ্নেহপি কি সুমুখি তে চরনাম্বুজাত—
রাজৎ পরাগপটবাস বিভূষণেন।
শোভাং পরামতিতবামহহোত্তমাঙ্গং
বিভ্রদ্ভবিষ্যতি কদা মম সার্থনাম।। ১১ ।।

অমৃতাব্ধি-রসপ্রায়ৈস্তব নুপুর সিঞ্জিতৈঃ।
হা কদা মম কল্যানি বাধির্যমপনেষ্যতে।। ১২ ।।

শশকভৃদভিসারে নেত্রভৃঙ্গাঞ্চলাভ্যাং
দিশি বিদিশি ভয়েনোদ্ঘূর্ণিতাভ্যাং বনানি
কুবলয়দলকৌষান্যেবক৯প্তানি যাভ্যাং
কিমু কিল কলনীয়ো দেবী তাভ্যাং জনোহয়ম্।। ১৩ ।।

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্বা
ব্রজভূবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারন্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ।। ১৪ ।।

যদা তব সরোবরং সরসভৃঙ্গসঙ্ঘোল্লসৎ
সরোরুহকূলোজ্জ্বলং মধুরবারিসম্পূরিতম্।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়মযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে।। ১৫ ।।

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমেহস্তু নমোহস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোহস্তু রসোহস্তু সত্যম্।। ১৬ ।।

অতিসুললিতলাক্ষাশ্লিষ্টসৌভাগ্যমুদ্রা
ততিভিরধিকতুষ্ট্যা চিহ্নতীকৃত্য বাহু।
নখদলিতহরিদ্রা গর্বগৌরি প্রিয়াং মে
চরণকমলসেবাং হা কদা দাস্যসি ত্বম্।। ১৭ ।।

প্রনালীং কীলালৈ র্বহুরভিরভিসংক্ষাল্য মধুরৈ
মুর্দা সংমার্জ্য স্বৈর্বিবৃতকচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া।
কদা বাহ্যাগারং বরপরিমলৈ র্ধূপনিবহৈ।
র্বিধাস্যে তে দেবি প্রতিদিনমহোবাসিতমহম্।। ১৮ ।।

প্রাতঃ শুধাংশুমিলিতাং মৃদমত্র যত্না
দাহৃত্য বাসিতপয়শ্চ গৃহান্তরে চ
পাদাম্বুজে তব কদা জলধারয়া তে
প্রক্ষাল্য ভাবিনি কচৈরিহ মার্জয়ামি।। ১৯ ।।

প্রক্ষাল্য পাদকমলং কৃতদন্তকাষ্ঠাং
স্নানার্থমন্যসদনে ভবতীং নিবিষ্টাম্
অভ্যজ্য গন্ধিততরৈরিহ তৈলপুরৈঃ
প্রোদ্বর্তয়িষ্যতি কদা কিমু কিঙ্করীয়ম্।। ২০ ।।

অয়ি বিমলজলানাং গন্ধ-কর্পূর-পুষ্পৈ
র্জিতবিধুমুখপদ্মে বাসিতানাং ঘটৌঘৈঃ।
প্রণয়ললিতসখ্যা দীয়মানৈঃ পুরস্তাৎ
তব বরমভিষেকং হা কদাহং করিষ্যে।। ২১ ।।

পানীয়াং চীনবস্ত্রৈঃ শশিমুখি শনকৈ-রম্যমৃদ্বঙ্গষষ্টে
র্যত্নাদুৎসার্য মোদাদ্দিশি দিশি বিচলন্নেত্রমীনাঞ্চলায়াঃ।
শ্রোণৌ রক্তং দুকূলং তদপরমতুলং চারু নীলং শিরোগ্রাৎ
সর্বাঙ্গেষু প্রমোদাৎ পুলকিতপুষা কিং ময়া তো প্রযোজ্যাম্।। ২২ ।।

প্রক্ষাল্য পাদকমলং তদনুক্রমেন
গোষ্ঠেন্দ্রসূনুদয়িতে তব কেশপাশম্।
হা নর্মদাগ্রথিতসুন্দরসূক্ষমাল্যৈ
বেনীং করিষ্যতি কদা প্রণয়ৈ র্জনোহয়ম্।। ২৩ ।।

সুভগমৃগমদেনাখণ্ডশুভ্রাংশুবক্ত্রে
তিলকমিহ ললাটে দেবি মোদাদ্বিধায়।
মসৃণঘুসৃণচর্চামপর্যিত্বা চ গাত্রে
স্তনযুগমপি গন্ধৈশ্চিত্রিতং কিং করিষ্যে।। ২৪ ।।

সিন্দুররেখা সীমন্তে দেবি রত্নশলাকয়া।
ময়া যা কল্পিতা কিন্তে সালঙ্কাঙ্গোভয়িষ্যতি।। ২৫ ।।

হন্ত দেবি তিলকস্য সমন্তা
দ্বিন্দবোহরুণ সুগন্ধিরসেন।
কৃষ্ণমাদকমহৌষধিমুখ্যা
ধীরহস্তমিহ কিং পরিকল্প্যাঃ।। ২৬ ।।

গোষ্ঠেন্দ্র পুত্রমদচিত্তকরীন্দ্ররাজ
বন্ধায়পুষ্পধনুষঃ কিল বন্ধরজ্জোঃ।
কিং কর্নয়োস্তব বরোরু বরাবতংস
যুগ্মেন ভুষনমহং সুখিতা করিষ্যে।। ২৭ ।।

যা তো কুঞ্চলিরত্র সুন্দরি ময়া বক্ষোজয়োরর্পিতা
শ্যামাচ্ছাদনকাম্যয়া কিল ন সা তথ্যেতি বিজ্ঞায়তাম
কিন্তু স্বমিনি কৃষ্ণ এব সহসা তত্তামবাপ্য স্বয়ং
প্রানেভ্যোহপ্যধিকং স্বকং নিধিযুগং সঙ্গোপয়ত্যেব হি।। ২৮ ।।

নানামণিপ্রকর গুম্ফিতচারুপুষ্ট্যা
মুক্তাস্রজস্তব সুবক্ষসি হেমগৌরি।
শ্রান্ত্যাভৃতালস-মুকুন্দ-সুতুলিকায়াং
কিং কল্পয়িষ্যতিতরাং তব দাসিকেয়ম্ ।। ২৯ ।।

মনিচয়খচিতাভি-নীলচূড়াবলীভি
র্হরিদয়িতকলাবিদ্বন্দ্বমিন্দীবরাক্ষি
অপি বত তব দীব্যৈরঙ্গুলীরঙ্গুলীয়ৈঃ
ক্বচিদপি কিল কালে ভূষয়িষ্যামি কিং নু।। ৩০ ।।

পাদাম্ভোজে মণিময়তুলাকোটিযুগ্মেন যস্যা
দভ্যর্চেতদ্দলকুলমপি প্রেষ্ঠপাদাঙ্গুলীয়ৈঃ।
কাঞ্চীদাম্না কটিতটমিদং প্রেমপীঠং সুনেত্রে
কংসারাতেরতুলমচিরাদর্চয়িষ্যামি কিং তে।। ৩১ ।।

ললিততরমৃনালী-কল্পবাহুদ্বয়ং তে
মুরজয়ি-মতি-হংসী-ধৈর্যবিধ্বংসদক্ষম্।
মণিকুলরচিতাভ্যামঙ্গদাভ্যাং পুরস্তাৎ
প্রমদভরবিনম্রা কল্পয়িষ্যামি কিম্বা।। ৩২ ।।

রাসোৎসবে য ইহ গোকুলচন্দ্রবাহু
স্পর্শেন সৌভগভরং নিতরামবাপ।
গ্রৈবেয়কেন কিমু তং তব কণ্ঠদেশং

সংপূজয়িষ্যতি পুনঃ সুভগে জনোঽয়ম্।। ৩৩ ।।

দত্তঃ প্রলম্বরিপুনোদ্ভটশঙ্খচূড়
নাশাৎ প্রতোষিহৃদয়ং মধুমঙ্গলস্য।
হস্তেন যঃ সুমুখি কৌস্তুভমিত্রমেতং
কিং তে স্যমন্তকমণিং তরলং করিষ্যে।। ৩৪ ।।

প্রান্তদ্বয়ে পরিবিরাজিতগুচ্ছযুগ্ম
বিভ্রাজিতেন নবকাঞ্চন ডোরকেণ
ক্ষীনং ক্রটত্য থ কৃশোদরি চেদিতীব
বধ্নামি ভো স্তব কদাতিভয়েন মধ্যম্।। ৩৫ ।।

কণকগুণিতমুচ্চৈ-মৌক্তিকং মৎকরাত্তে
তিলকুসুমবিজেত্রী নাসিকা সা সুবৃত্তম।
মধুমথনমহালিক্ষোভকং হেমগৌরি
প্রকটতরমরন্দপ্রায়মাদাস্যতে কিম্।। ৩৬ ।।

অঙ্গদেন তব বামদোঃস্থলে
স্বর্ণগৌরি নবরত্নমালিকাম্।
পট্টগুচ্ছপরিশোভিতামিমা
মাজ্ঞয়া পরিনয়ামি তে কদা।। ৩৭ ।।

কর্ণয়োরুপরিচক্রশলাকে
চঞ্চলাক্ষি নিহিতে ময়কা তো।
ক্ষোভকং লিখিলগোপবধুনাং
চক্রবন্ভ্রময়তাং মুরশত্রুম্।। ৩৮ ।।

কদা তে মৃগশাবাক্ষি চিবুকে মৃগনাভিনা।
বিন্দুমুল্লাসয়িষ্যামি মুকুন্দামোদমন্দিরে।। ৩৯ ।।

দশনাঁংস্তে কদা রক্তরেখাভি-র্ভূষয়াম্যহম্
দেবি মুক্তাফলানীহ পদ্মরাগগুনৈরিব।। ৪০ ।।

উৎখাদিরেন নবচন্দ্রবিরাজিতেন
রাগেন তে বরসুধাধরবিম্বযুগ্মে।
গাঙ্গেয়গাত্রি ময়কা পরিরঞ্জিতেহস্মিণ্
দংশং বিধাস্যতি হঠাৎ কিমু কৃষ্ণকীরঃ।। ৪১ ।।

যৎপ্রান্তদেশলবলেশবিঘূর্ণিতেন
বদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্র উচ্চৈঃ।
তৎ খঞ্জরীটজয়িনেত্রযুগং কদায়ং
সংপূজয়িষ্যতি জন-স্তব কজ্জলেন।। ৪২ ।।

যস্যাঙ্কুরঞ্জিতশিরা-বমানভঙ্গে
গোষ্ঠেন্দ্রসুনুরধিকাং সুষমামুপৈতি।
লাক্ষারসঃ স চ কদাপদয়োরধস্তে
ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্স্যতীহ।। ৪৩ ।।

কলাবতি নতাংসয়োঃ প্রচুরকামপুঞ্জোজ্জ্বলৎ
কলানিধি-মুরদ্বিষঃ প্রকটরাসসম্ভাবয়োঃ।
ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কতৈ-র্মধুরমল্লিমালাং মুদা
কদা তব তয়োঃ সমর্পয়তি দেবি দাসীজনঃ।। ৪৪ ।।

সূর্যায় সূর্যমনিনির্মিতবেদিমধ্যে
মুগ্ধাঙ্গি ভাবত ইহালিকূলৈ-র্বৃতায়াঃ।
অর্ঘ্যং সমর্পয়িতুমুৎকধিয়স্তবারাৎ
সজ্জানি কিং সুমুখি দ্যস্যতি দাসিকেয়ম্।। ৪৫ ।।

ব্রজপুরপতিরাজ্ঞ্যা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং
বহুবিধমতিযত্নাৎ স্বেন পক্কং বরোরু।
সপদি নিজসখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ হস্তে
মধুমথননিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যম্।। ৪৬ ।।

নীতান্ন-মদ্বিধললাটতটে ললাটং
প্রীত্যা প্রদায় মুদিতা ব্রজরাজরাজ্ঞী।
প্রেম্না প্রসূরিব ভবৎকুশলস্য পৃচ্ছাং
ভব্যে বিধাস্যতি কদা ময়ি তাবকত্বাৎ।। ৪৭ ।।

কৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাৎ।
দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষ্যামি তেঽগ্রতঃ।। ৪৮ ।।

নানা বিধৈরমৃতসাররসায়নৈ-স্তৈঃ
কৃষ্ণ প্রসাদমিলিতৈরিহ ভোজ্যপেয়ৈঃ।
হা কুঙ্কুমাঙ্গি ললিতাদি সখীবৃতা ত্বং
যত্নান্ময়া কিমুতরামুপভোজনীয়া।। ৪৯ ।।

পানায় বারি মধুরং নবপাটলাদি-
কর্পূরবাসিততরং তরলাক্ষি দত্ত্বা।
কালে কদা তব ময়াচমনীয়ং দন্ত
কাষ্ঠাদিকং প্রণয়তঃ পরমর্পনীয়ম্।। ৫০ ।।

ভোজনস্য সময়ে তব যত্নাদ্
দেবি ধূপনিবহান্ বরগন্ধান্।
বীজনাদ্যমপি তৎক্ষনযোগ্যং

হা কদা প্রণয়তঃ প্রণয়ামি।। ৫১ ।।

কর্পূরপূরপরিপূরিতনাগবল্লী
পর্নাদিপূগপরিকল্পিতবীটিকাং তে।
বক্ত্রাম্বুজে মধুরগাত্রি মুদা কদাহং
প্রোৎফুল্লরোমনিকরৈঃ পরমর্পয়ামি।। ৫২ ।।

আরাত্রিকেন ভবতীং কিমু দেবি দেবীং
নির্মঞ্ছয়িষ্যতিতরাং ললিতা প্রমোদাৎ।
অন্যালয়শ্চ নবমঙ্গলগানপুষ্পৈ
র্পানার্বুদৈরপি কচৈরপি দাসিকেয়ম্।। ৫৩ ।।

আলীকুলেন ললিতাপ্রমুখেন সার্ধ
মাতন্বতী ত্বমিহ নির্ভরনর্মগোষ্ঠীম্।
মৎপানিকল্পিতমনোহরকেলিতল্প
মাভূষয়িষ্যসি কদা স্বপনেন দেবি।। ৫৪ ।।

সম্বাহরিষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীয়ং
হা রূপমঞ্জরি রসৌ চ করাম্বুজে দ্বে।
যস্মিন্ মনোজ্ঞহৃদয়ে সদয়েহনয়োঃ কিং
শ্রীমান্ ভবিষ্যতিতরাং শুভ বাসরঃ সঃ।। ৫৫ ।।

তবোদগীর্ণং ভোজ্যং সুমুখি কিল কল্লোলসলিলং
তথা পাদাম্ভোজামৃতমিহ ময়া ভক্তিলতয়া।
অয়ি প্রেম্বা সার্ধং প্রনয়িজনবর্গৈর্ব হুবিধৈ
রহো লব্ধব্যং কিং প্রচুরতর ভাগ্যোদয়বলৈঃ।। ৫৬ ।।

ভোজনাবসরে দেবি স্নেহেন স্বমুখাম্বুজাৎ।
মহ্যং ত্বদ্গতচিত্তায়ৈ কিং সুধাস্ত্বাং প্রদাস্যতি।। ৫৭ ।।

অপি বত রসবত্যাঃ সিদ্ধয়ে মাধবস্য
ব্রজপতিপুরমুদ্যদ্রোমরোমা ব্রজন্তী।
স্খলিতগতিরুদঞ্চৎ স্বান্তসৌখ্যেন কিং মে
ক্বচিদপি নয়নাভ্যাং লপ্স্যসে স্বামিনি ত্বম্।। ৫৮ ।।

পার্শ্বদ্বয়ে ললিতয়থা বিশাখায়া চ
ত্বাং সর্বতঃ পরিজনৈশ্চ পরৈঃ পরীতাম্।
পশ্চান্ময়া বিভৃতভঙ্গুরমধ্যভাগাং
কিং রূপমঞ্জরিরিয়ং পথি নেষ্যতীহ।। ৫৯ ।।

হম্বারবৈরিহ গবামপি বল্লবানাং

কোলাহলৈ-র্বিবিধবন্দিকলাবতাং তৈঃ
সম্ভ্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো-
গোবর্ধনাদপি গুরু-র্ব্রজনন্দিতাদ্ য়ঃ।। ৬০ ।।

প্রাপ্তাং নিজপ্রনয়িনীপ্রকরৈঃ পরীতাং
নন্দশ্বীরং ব্রজমহেন্দ্রমহালয়ং তম্।
দূরে নিরীক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা
ত্বামানয়িষ্যতি কদা প্রণয়ৈ-র্মমাগ্রে।। ৬১ ।।

প্রক্ষাল্য পাদকমলে কুশলে প্রবিষ্টা।
নত্বা ব্রজেশমহিষীপ্রভৃতির্গুরুস্তাঃ
হা কুর্বতী রসবতীং রসভাক্ কদা ত্বং
সংমজ্জয়িষ্যসিতরাং সুখসাগরে মাম্।। ৬২ ।।

মাধবায় নতবক্ত্রমাদৃতা
ভোজ্য-পেয়-রসসঞ্চয়ং ক্রমাৎ।
তন্বতী ত্বমিহ রোহিনীকরে
দেবি ফুল্লবদনং কদেক্ষ্যসে।। ৬৩ ।।

ভোজনে গুরুসঞ্চিভাসু কথঞ্চি
ন্মাধবেন নতদৃষ্টি মদোৎকম্।
বীক্ষ্যমানমিহ তে মুখপদ্মং
মোদয়িষ্যতি কদা মধুরে মাম্।। ৬৪ ।।

আয়ি বিপিনমটন্তং সৌরভেয়ীকুলানাং
ব্রজনৃপতিকুমারং রক্ষণে দীক্ষিতং তম্।
বিকলমতিজনন্যা লাল্যমানং কদা তং
স্মিতমধুরকপোলং বীক্ষ্যসে বক্ষ্যমানা।। ৬৫ ।।

গোষ্ঠেশয়াথ কুতুকাচ্ছপথাদি পূর্বং
সুস্নিগ্ধয়া সুমুখি মাতৃপরার্ধতোহপি।
হা স্ত্রীমতি প্রিয়গনৈঃ সহ ভোজ্যমানাং
কি ত্বাং নিরীক্ষ্য হৃদয়ে মুদমদ্য লপ্সে।। ৬৬ ।।

আলিঙ্গনেন শিরসঃ পরিচুম্বনেন
স্নেহাবলোকনভরেন চ খঞ্জনাক্ষি।
গোষ্ঠেশয়া নববধুমিব লাল্যমানাং
ত্বাং প্রেক্ষ্য কিং হৃদি মহোৎসবমাতনিষ্যে।। ৬৭ ।।

হা রূপমঞ্জরি সখি প্রনয়েন দেবীং
তদ্বাহুদত্ততুজবল্লরিমায়তাক্ষীম্।

পশ্চাদহং কলিতকামতরঙ্গরঙ্গাং
নেষ্যামি কিং হরিবিভূষিতকেলিকুঞ্জম্।। ৬৮ ।।

সাকং তয়া সখি নিকুঞ্জগৃহে সরস্যাঃ
স্বস্যান্তটে কুসুমভাবিত ভূষনেন।
শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়মীশ্বরী সা
হাহা ভবিষ্যতি মদীক্ষণগোচরঃ কিম্।। ৬৯ ।।

শ্রুত্বা বিচক্ষণমুখাদ্ব্রজরাজসুনোঃ
শান্তাভিসারসময়ং সুভগেহত্র হৃষ্টা।
সূক্ষ্মাম্বরৈঃ কুসুমসংস্কৃতকর্নপূর
হারাদিভিশ্চ ভবতীং কিমলঙ্করিষ্যে।। ৭০ ।।

নানাপুষ্পৈঃ ক্বনিতমধুপৈর্দেবি সংভাবিতাভি
র্মালাভি স্তদ্ঘুসৃনবিলসৎ-কামচিত্রালিভিশ্চ।
রাজদ্বারে সপদি মদনানন্দদাভিখ্যগেহে
মল্লীজাতৈঃ শশিমুখি কদা তল্পমাকল্পয়ামি।। ৭১ ।।

শ্রীরূপমঞ্জরিকরার্চিতপাদপদ্ম
গোষ্ঠেন্দ্রনন্দণভূজার্পিতমস্তকায়াঃ।
হা মোদতঃ কনকগৌরি পদারবিন্দ
সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে।। ৭২ ।।

গোবর্ধনাদ্রিনিকটে মুকুটেন নর্ম
লীলা-বিদগ্ধশিরসাং মধুসূদনেন।
দানচ্ছলেন ভবতীমবরুধ্যমানাং
দ্রক্ষ্যামি কিং ভ্রুকুটিদর্পিতনেত্রযুগ্মম্।। ৭৩ ।।

তব তনূবরগন্ধাসঙ্গিবাতেন চন্দ্রা
বলিকর-কৃতমল্লী-কেলিতল্পাচ্ছলেন।
মধুরমুখি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং
মধুপমিব কাদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে।। ৭৪ ।।

সামন্তাদুন্মত্তভ্রমরকুলঝঙ্কারনিকরৈ —
র্লসৎ পদ্মস্তোমৈরপি বিহগরাবৈরপি পরম্।
সখীবৃন্দৈঃ স্বীয়ৈঃ সরসি মধুরে প্রাণপতিনা
কদা দ্রক্ষ্যামস্তে শশিমুখিং নবং কেলিনিবহম্।। ৭৫ ।।

সরোবরলসত্তটে মধুপগুঞ্জিকুঞ্জান্তরে
স্ফুটৎ কুসুমসঙ্কুলে বিবিধপুষ্পসংঘৈ র্মুদা।
অরিষ্টজয়িনা কদা তব বরোরু ভূষাবিধি —

র্বিধাস্যত ইহ প্রিয়ং মম সুখাব্ধিমাতন্বতা।। ৭৬ ।।

স্ফীতস্বান্তং কয়াচিৎ সরভসমচিরেনার্প্যমানৈর্দরোদ্য
ন্নানাপুষ্পোরুগুঞ্জাফলনিকরলসৎ কেকিপিঞ্জপ্রপঞ্চৈঃ
সোৎকম্পং রচ্যমানঃ কৃতরুচি হরিনোৎফুল্লমঙ্গং বহন্ত্যাঃ
স্বামিন্যাঃ কেশপাশঃ কিমু মম নয়নানন্দমুচ্চৈর্বিধাতা।। ৭৭ ।।

মাধবং মদনকেলিবিভ্রমে মত্তয়া সরসিজেন ভবত্যা
তাড়িতং সুমুখি বীক্ষ্য কিত্বিয়ং গূঢহাস্যবদনা ভবিষ্যতি।। ৭৮ ।।

সুললিতনিজবাহ্বাশ্লিষ্ট গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ
সুবলিততরবাহ্বাশ্লিষ্টদীব্যন্নতাংসা।
মধুরমদনগানং তন্বতী তেন সার্ধং
সুভগমুখি মদং মে হা কদা দাস্যসি ত্বম্।। ৭৯ ।।

জিত্বা পাশকখেলায়ামাচ্ছিদ্য মুরলীং হরেঃ।
ক্ষিপ্তাং ময়ি ত্বয়া দেবি গোপয়িষ্যমি তাং কদা।। ৮০ ।।

অপি সুমুখি কদাহং মালতীকেলিতল্পে
মধুর মধুর গোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন।
মনসিজসুখদেহস্মিন্মন্দিরে স্মেরগণ্ডাং
সপুলকতনুরেষা তাং কদা বীজয়ামি।। ৮১ ।।

আয়াতোদ্যৎ কমলবদনে হন্ত লীলাভিসারাদ্
গত্যাটোপৈঃ শ্রমবিলুলিতং দেবি পাদাব্জযুগ্মম্।
স্নেহাৎ সম্বাহয়িতুমপি হ্রীপুঞ্জমূর্তেহপ্যলজ্জং
নামগ্রাহং নিজজনমিমং হা কদা নোৎস্যসি ত্বম্।। ৮২ ।।

হা নপ্ ত্রি রাধে তব সূর্যভক্তেঃ
কালঃ সমুৎপন্ন ইতঃ কুতোহসি।
ইতীব রোষান্মুখরা লপণ্ডী
সুধেব কিং মাং সুখয়িষ্যতীহ।। ৮৩ ।।

দেবি ভাষিত পীযুষং স্মিতকর্পূরবাসিতম্।
শ্রোত্রাভ্যাং নয়নাভ্যাং তে কিংনু সেবিষ্যতে ময়া।। ৮৪ ।।

কুসুমচয়নখেলাং কুর্বতী ত্বং পরীতা
রসকুটীলসখাভিঃ প্রাননাথেন সার্ধম্।
কপট কলহকেল্যা ক্বাপি রোষেন ভিন্না।
মম মুদমতিবেলং ধাস্যসে সুব্রতেকিম্।। ৮৫ ।।

নানাবিধৈঃ পৃথুলকাকুভরৈরসহ্যৈঃ

সং প্রার্থিতঃ প্রিয়তয়া তব মাধবেন।
তন্মানভঙ্গবিধয়ে সদয়ে জনোহয়ং
ব্যগ্রঃ পতিষ্যতি কদা ললিতাপদান্তে।। ৮৬ ।।

প্রীত্যা মঙ্গলগীতনৃত্যবিলসদ্বীনাদিবাদ্যোৎসবৈঃ
শুদ্ধানাং পয়সাং ঘটৈর্বহুবিধৈঃ সংবাসিতানাং ভৃশম্।
বৃন্দারন্যমহাধিপত্যবিধয়ে যঃ পৌর্ণমাস্যা স্বয়ং
ধীরে সং বিহিতঃ স কিং তব মহাসেকো ময়া দ্রক্ষ্যতে।। ৮৭ ।।

ভ্রাত্রা গোহযুতমত্র মঞ্জুবদনে স্নেহেন দত্ত্বালয়ং
শ্রীদাম্না কৃপনাং প্রতোষ্য জটিলাং রক্ষাখ্যরাকাক্ষণে।
নীতায়াঃ সুখশোকরোদনভরৈ-স্তে সংদ্রবন্ত্যাঃ পরং
বাৎসল্যাজ্জনকৌ বিধাস্যত ইতঃ কিং লালনাং মেহগ্রতঃ।। ৮৮ ।।

লজ্জয়ালিপুরতঃ পরতো মাং গহ্বরং গিরিপতে বর্ত নীত্বা।
দিব্যগানমপি তৎ স্বরভেদং শিক্ষয়িষ্যসি কদা সদয়ে ত্বম্। ৮৯ ।।

যাচিতা ললিতয়া কিল দেব্যা লজ্জয়া নতমুখীং গনতো মাম্।
দেবি দীব্যরসকাব্যকদম্বং পাঠয়িষ্যসি কদা প্রণয়েন।। ৯০ ।।

নিজকুঞ্জতটীকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমরসঙ্কুলে।
দেবি ত্বং কচ্ছপীশিক্ষাং কদা মাং কারয়িষ্যসি।। ৯১ ।।

বিহারৈস্ত্রু টিতং হারগুম্ফিতুং দয়িতং কদা।
সখীনাং লজ্জয়া দেবি সংজ্ঞয়া মাং নিদেক্ষ্যসি।। ৯২ ।।

স্বমুখান্নন্মুখে দেবি কঙ্গা তাম্বুলচর্চিতম্
স্নেহাৎ সর্বদিশো বীক্ষ্য সময়ে ত্বং প্রদাস্যসি।। ৯৩ ।।

নিবিড়মদনযুদ্ধে প্রাননাথেন সার্ধং
দয়িতমধুরকাঙ্ক্ষী যা মদাদ্বিস্মৃতাসীৎ।
শশিমুখি সময়ে তাং হন্ত সম্ভাল্য ভঙ্গ্যা
ত্বরিতমিহ তদর্থং কিং ত্বয়াহং প্রহেয়া।। ৯৪ ।।

কেনাপি দোষলবমাত্রলবেন দেবি
সন্তাড্যমান ইহ ধীরমতে ত্বয়োচ্চৈঃ
রোষেন তল্ললিতয়া কিল নীয়মানঃ
সংদ্রক্ষ্যতে কিমু মনাক্ সদয়ং জনোহয়ম।। ৯৫ ।।

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরনান্তিকম্।। ৯৬ ।।

স্বকুম্ভং তবলোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈহ মম সংস্থিতিঃ।। ৯৭ ।।

হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ
তঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্।। ৯৮ ।।

ক্ষণপপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী
ত্বমসি সমবয়স্ত্বান্নর্মভূমির্যদস্যাঃ।
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং
মম বিরহহতায়াঃ প্রানরক্ষাং কুরুস্ব।। ৯৯ ।।

হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন বক্তারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রনয়ৈঃ প্রিয়ারাৎ
তত্রৈব মামপি নয় প্রিয় সেবনায়।। ১০০ ।।

লক্ষ্মীর্যদঙ্ঘ্রি কমলস্য নখাঞ্চলস্য
সৌন্দর্য বিন্দুমপি নার্হতি লব্ধ মীশে
সা তং বিধাস্যসি ন চেন্নম নেত্রদানং
কিং জীবিতেন মম দুঃখদাবাগ্নিদেন।। ১০১ ।।

আশা ভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রানৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিনাপি।। ১০২ ।।

ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি কৃপাং ময়ি দুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ
ত্বৎ কুম্ভমধ্যমপি তদ্বহুকালমেব
সংসেব্যমানমপি কিং নু করিষ্যতীহ।। ১০৩ ।।

অয়ি প্রণয়শালিনি প্রণয়পুষ্টিদাস্যাপ্তয়ে
প্রকামমতিরোদনৈঃ প্রচুরদুঃখদগ্ধাত্মনা।
বিলাপকুসুমাঞ্জলি হৃদি নিধায় পাদাম্বুজে
ময়া বত সমর্পিতস্তব তনোতু তুষ্টিং মনাক্।। ১০৪ ।।

।। ইতি শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলী স্তবঃ সমাপ্তঃ।।

শ্রী রাধারসসুধানিধি

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বিরচিত]

[রসসিন্ধুর সার শ্রী রাধাবদন]

তন্নঃ প্রতিক্ষণ-চমৎকৃত-চারুলীলা, লাবণ্য-মোহন-মহামধুরাঙ্গভঙ্গি।
রাধাননং হি মধুরাঙ্গকলানিধান, মাবির্ভবিষ্যতি কদা রসসিন্ধুসারম্।। ৭ ।।

অনুবাদ: শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যাঁহার বদনখানিতে মণোহর লীলীলাবন্যরাশি এবং ভ্রনেত্রাদির বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশিত হয়, সেই রসসিন্ধুর সার নিরুপম-রাধাবদনচন্দ্র আমাদের সমীপে কবে আবির্ভূত হইবেন?।। ৭ ।।

শ্রী রাধাদাসীর মহিমা

যৎ কিঙ্করীষু বহুশঃ খলু কাকুবানী, নিত্যং পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ডমৌলেঃ।
তস্যাঃ কদা রসনিধের্বৃষভানুজায়া, স্তৎকেলিকুঞ্জভবনাঙ্গন-মার্জ্জনী স্যাম্।। ৮ ।।

অনুবাদ: শিখিপিচ্ছমৌলি পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার কিঙ্করীগণকে বহুচাটুবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি কবে সেই রসনিধি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জ ভবনাঙ্গনের মার্জনী (ঝাঁটা) হইব?।। ৮ ।।

শ্রীরাধার পদনক কান্তি

যৎপাদপদ্ম-নখচন্দ্রমনিচ্ছটায়া, বিস্ফুর্জিতং কিমপি-গোপবধূষ্বদর্শি।
পূর্ণানুরাগ- রসসাগর-সারমূর্তিঃ, সা রাধিকা ময়ি কদাপি কৃপাং করোতু।। ১১ ।।

অনুবাদঃ অসংখ্য গোপাবালার মধ্যে আমি যাঁহার শ্রীচরণনখের অপূর্ব বিস্ফুর্জন নয়নগোচর করিয়াছি, সেই পূর্ণানুরাগরূপ রসসিন্ধুর সারমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা আমায় কবে কৃপা করিবেন।। ১১ ।।

ভাবনিধি শ্রীরাধা

উজ্জৃম্ভ মানরসবারিনিধেস্তরঙ্গৈ, রঙ্গৈরিব প্রনয়লোলবিলোচনায়াঃ
তস্যাঃ কদা নু ভবিতা ময়ি পুন্যদৃষ্টি, র্বৃন্দাটবী নবনিকুঞ্জগৃহাধিদেব্যাঃ।। ১২ ।।

অনুবাদঃ উৎফুল্লমান রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের তরঙ্গরূপ হাস্যকটাক্ষদি দর্শনে প্রনয়ভরে যাঁহার নয়ন চঞ্চল ও সতৃষ্ণ হইয়াছে, সেই বৃন্দাবনের নবনিকুঞ্জগৃহের অধিদেবী শ্রীরাধার পূন্যদৃষ্টি আমার প্রতি কবে নিপতিত হইবে?।। ১২ ।।

শ্রীরাধার পদারবিন্দ

বৃন্দবনেশ্বরি তবৈব পদারবিন্দং, প্রেমামৃতৈক মকরন্দরসৌঘপূর্নম্।
হৃদ্যর্পিতং মধুপতেঃ স্মরতাপমুগ্রং নির্ব্বাপয়ৎ পরমশীতলমাশ্রয়ামি।। ১৩ ।।

অনুবাদঃ হে বৃন্দাবনেশ্বরী। রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমামৃতমকরন্দরস-প্রবাহে পূর্ণ তোমার যে শ্রীচরনকমল বক্ষে ধারন করত তীব্র মদনজ্বালা পরিহার করেন, সেই পরম সুশীতল শ্রীচরন কমলকে আমি আশ্রয় করি।। ১৩ ।।

সপ্তসিন্ধুবতী শ্রীরাধা -

বৈদগ্ধ্যসিন্ধুরনুরাগরসৈকসিন্ধু, র্বাৎসল্যসিন্ধুরতিসান্দ্রকৃপৈকসিন্ধুঃ।
লাবন্যসিন্ধুরমৃতচ্ছবিরূপসিন্ধুঃ, শ্রীরাধিকা স্ফুরতু মে হৃদি কেলিসিন্ধুঃ।। ১৮ ।।

অনুবাদঃ সপ্তসিন্ধুবতী ধরনীরন্যায় বৈদগ্ধ্য-সিন্ধু অনুরাগরসের সিন্ধু, বাৎসল্য সিন্ধু,অতি নিবিড় করুনার সিন্ধু, লাবন্য সিন্ধু, অমৃতচ্ছবিরূপ সিন্ধু ও কেলিসিন্ধুএই অত্যাশ্চার্য্যময় সপ্তসিন্ধবতী শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে স্ফুরিতা হউন।। ১৮ ।।

শ্রীগোবিন্দ জীবনধন শ্রীরাধাচরণ

সৎ প্রেমসিন্ধুমকরন্দ রসৌঘধারা, সারানজস্রমভিতঃ স্রবদাশ্রিতেষু
শ্রীরাধিকে তব কদা চরনারবিন্দং, গোবিন্দজীবনধনং শিরসাবহামি।। ২২ ।।

অনুবাদঃ হে শ্রীরাধিকে। তোমার যে শ্রীচরণকমল হইতে সৎপ্রেমসিন্ধুর মকরন্দরস প্রবাহের ধারাসম্পাত আশ্রিত জনের প্রতি নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনধন স্বরূপ তোমার সেই শ্রীচরনারবিন্দ আমি কবে মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইব ?।। ২২ ।।

প্রেমসরোবরের কমল শ্রীরাধা

সৎপ্রেমরাশিসরসো বিকসৎসরোজং, স্বানন্দ-সীধু-রসসিন্ধু-বিবর্দ্ধনেন্দুম্।
তচ্ছ্রীমুখং কুটিলকুন্তলভৃঙ্গজুষ্টং, শ্রীরাধিকে তব কদা নু বিলোকয়িষ্যে।। ২৫ ।।

অনুবাদঃ হে শ্রীরাধিকে! যাহা সৎপ্রেমরাশিরূপ সরোবরের প্রফুল্ল কমলতুল্য, যাহা স্বীয় আনন্দরূপ মকরন্দপূর্ণ এবং চূর্নকুন্তলরূপ ভৃঙ্গদ্বারা নিষেবিত ও রসসিন্ধু বিবর্ধনে চন্দ্রের ন্যায়-তোমার সেই শ্রীমুখ আমি কবে অবলোকন কবিব ?।। ২৫ ।।

সারাৎসার শ্রীরাধা

লাবন্যসার-রসসার সুখৈকসারে, কারুন্যসার-মধুরচ্ছবিরূপসারে।
বৈদগ্ধ্যসার-রতিকেলি-বিলাস-সারে, রাধাভিধে মম মনোঽখিলসারসারে।। ২৬ ।।

অনুবাদঃ যিনি লাবন্যের সার, রসসার শ্রীকৃষ্ণের সুখের সার, কারুন্যের সার, মধুর ছবি রূপের সার, বৈদগ্ধীসার রতিকেলি বিলাসের সার, যিনি অখিল সারাৎসার সেই রাধানামক পরম বস্তুতে আমার মন নিবিষ্ট হউক।। ২৬ ।।

ছয়টি মনি শ্রীরাধা

চিন্তামনিঃ প্রনমতাং ব্রজনাগরীনাং, চূড়ামনিঃ কুলমনির্বৃষভানু নাম্নঃ।
সা শ্যামকামবর-শান্তি মনির্নিকুঞ্জ,-ভূষা মনিহৃর্দয়সম্পুট-সম্মণির্নঃ।। ২৭ ।।

অনুবাদ: যিনি প্রনতজনের চিন্তামনি, ব্রজনাগরীগনের চুড়ামনি, বৃষ্ভানুরাজার কুলমনি, শ্যামসুন্দরের তীব্র কন্দর্পজ্বালা প্রশমনের শান্তিমনি, যিনি কোলকুঞ্জ ভূষনমনি, সেই শ্রীরাধা আমাদের হৃদয় সম্পুটমনিরূপে বিরাজ করুন।। ২৭ ।।

নন্দালয়ে শ্রীরাধা

পীতারুনচ্ছবিমনন্ত-তড়িল্লতাভাং, প্রৌঢ়ানুরাগমদবিহ্বল-চারুমূর্ত্তিম।
প্রেমাস্পদাং ব্রজমহীপতি-তন্মহিষ্যো, র্গোবিন্দবন্মনসি তাং নিদধামি রাধাম্।। ৩০ ।।

অনুবাদ: যাঁহার সুচারুমূর্তি প্রৌঢ় অনুরাগ মদবিহ্বলা, যিনি ব্রজমহীপতি শ্রীনন্দও তদীয় মহিষী যশোদার শ্রীকৃষ্ণবৎ স্নেহপাত্রী সেই পীতারুণচ্ছবি অনন্ত তড়িৎলতাভা শ্রীরাধাকে আমি হৃদয় মধ্যে স্থাপন করি।। ৩০ ।।

সেবাভিলাষ

পত্রাবলীং রচয়িতুং কুচয়োঃ কপোলে, বদ্ধুং বিচিত্রকবরীং নবমল্লিকাভিঃ।
অঙ্গং চ ভূষয়িতুমাভরণৈর্ধৃতাশে, শ্রীরাধিকে ময়ি বিধেহি কৃপাবলোকম্।।

অনুবাদ : হে শ্রীরাধিকে! তোমার কুচ-কপোলাদিতে পত্রাবলী রচনা করিতে, নব মল্লিকার মালাদ্বারা তোমার বিচিত্র কবরী বন্ধন করিতে এবং নানাবিধ আভরণদ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গবিভূষিত করিতে আমি একান্ত অভিলাষী হইয়াছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাবলোকন কর।। ৩৭ ।।

উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা

শ্যামেতি সুন্দরবরেতি মনোহরেতি, কন্দর্পকোটিললিতেতি সুনাগরেতি।

সোৎকণ্ঠমহ্নি গৃণতী মুহুরাকুলাক্ষী, সা রাধিকা ময়ি কদা নু ভবেৎ প্রসন্না।। ৩৮ ।।

অনুবাদ: যিনি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে আকুলাক্ষী হইয়া 'হে শ্যাম! হে সুন্দরবর। হে মনোহর। হে কন্দর্পকোটি ললিত! হে সুনাগর! বলিয়া বারবার বিলাপ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমার প্রতি কবে প্রসন্না হইবেন?।। ৩৮ ।।

শ্রীরাধার কটাক্ষশ্বর

বেনুঃ করান্নিপতিতঃ স্খলিতং শিখন্ডং, ভ্রষ্টং চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরঘাত-বিমূর্চ্ছিতস্য, তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন।। ৩৯ ।।

অনুবাদ : যাঁহার কটাক্ষ শরাঘাতে বিমূর্চ্ছিত শ্রীনন্দনন্দনের হস্ত হইতে বেনু নিপতিত হয়, শিখন্ডচূড়া স্খলিত হইয়া পড়ে এবং পীত উত্তরীয় বসন ভ্রষ্ট হয়, আমি সেই শ্রীরাধাকে কবে রসের সহিত পরিচর্যা করিব।। ৩৯ ।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমের উৎপত্তিভূমিই শ্রীরাধা

রাধাদাস্যমপাস্য যঃ প্রযততে গোবিন্দ সঙ্গাশয়া
সোহয়ং পূর্ণসুধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিনা কাঙ্খতি।
কিঞ্চ শ্যামরতি প্রবাহলহরীরীবীজং ন যে তাং বিদু।
স্তে প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্বুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্নয়ুঃ।।

অনুবাদ: যিনি শ্রীরাধার দাস্য বা আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া একা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভের চেষ্টা করেন, তিনি পূর্ণিমা তিথি বিনাই যেন পূর্ণচন্দ্রের পরিচয় আকাঙ্খা করিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয়াতেই উৎপত্তিস্থান শ্রীরাধারানীকে না জানেন অহো! মহামৃতের সাগর প্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিন্দুমাত্র লাভ করেন অর্থাৎ শ্রীরাধাবিহনে শ্রীগোবিন্দকে আরাধনা করিলেও সেই শৃঙ্গার রসসিন্ধুর বিন্দুমাত্র লাভ হতে পারে, তার অধিক কিছু লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীরাধা রানীর মাধ্যমেই পূর্ণতম প্রাপ্তি। তাই রাধা দাস্যই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তি ভূমি।

শ্রীরাধার কৈঙ্কর্যাভিলাষ

পূর্ণানুরাগরসমূর্ত্তি-তড়িল্লতাভং, জ্যোতিঃ পরং ভগবতো রতিমদ্রহস্যম্।
যৎপ্রাদুরস্তি কৃপয়া বৃষভানুগেহে, স্যাৎকিঙ্করী ভবিতুমেব মমাভিলাষঃ।।

অনুবাদ: যিনি পূর্ণানুরাগ-রসমূর্তির তড়িৎ-লতাভ পরমজ্যোতিঃ স্বরূপা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম স্পৃহনীয় সুতরাং পরম-নিগূঢ়া। এইরূপ রহস্যময় তত্ত্ব হইয়াও যিনি কৃপাপূর্বক শ্রীবৃষভানুরাজার গৃহে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধার কিঙ্করী হইবার জন্য আমার অভিলাষ হউক।। ৪১ ।।

শ্রীরাধাবদনচন্দ্র

প্রেমোল্লসদ্রসবিলাস - বিকাশকন্দং, গোবিন্দ - লোচন - বিতৃপ্ত চকোর পেয়ম্।
সিঞ্চপ্তমদ্ভুতরসামৃত - চন্দ্রিকৌঘৈঃ, শ্রীরাধিকাবদনচন্দ্র মহং স্মরামি।। ৪২ ।।

অনুবাদ: অহো প্রেমোল্লাসময় - রসবিলাসের বীজ - বিকাশের পুষ্টিকারী, শ্রীকৃষ্ণের অতৃপ্ত লোচন চকোরের পেয়, অদ্ভুত রসামৃত চন্দ্রিকা সিঞ্চনকারী শ্রীরাধার বদনমন্ডলকে আমি স্মরণ করি।। ৪২ ।।

শ্রীরাধার সুপরিচর্যা

বিচিন্বন্তী কেশান্ ক্বচন করজৈঃ কঞ্চুকপটং
ক্ব চাপ্যামুঞ্চন্তী কুচকনকদীব্যৎকলশয়োঃ।
সুগুল্ফে ন্যস্যন্তী ক্বচন মনিমঞ্জীরযুগলং,
কদা স্যাং শ্রীরাধে তব সুপরিচারিন্যহমহো।। ৫৪ ।।

অনুবাদ: অহো! হে শ্রীরাধে! আমি তোমার কেশপাশকে নখদ্বারা পৃথগ্ভূত করিতে, কখনও স্বর্ণ কলশাকার স্তনমন্ডল হইতে আর্দ্র কঞ্চুলিকা অপসারন করিতে, কখনও বা তোমার শ্রীচরণে মনি - মঞ্জীর বিন্যস্ত করিতে কবে তোমার সুপরিচারিকা হইব?।। ৫৪ ।।

ব্রজরসের ভজন

অভিস্নেহাদুচ্চৈরপি চ হরিনামানি গৃনত, -
স্তথা সৌগন্ধাদ্যৈর্বহুভিরুপচারৈশ্চ যজতঃ।
পরানন্দং বৃন্দাবন মনুচরন্তং চ দধতো,
মনো মেরাধায়াঃ পদমৃদ্রলপদ্মে নিবসতু।। ৫৫ ।।

অনুবাদ: অতি স্নেহভরে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান করিতে করিতে তথা বহু সুগন্ধি উপচার- দ্বারা অর্চনা করিতে করিতে বৃন্দাবনে অনুচরণশীল পরমানন্দিত আমার মন শ্রীরাধার মৃদুল - পাদপদ্মে নিয়ত অবস্থান করুক।। ৫৫ ।।

রহস্যময় ব্রজ নিকুঞ্জ

দূরে স্নিগ্ধপরম্পরা বিজয়তাং দূরে সুহৃন্মন্ডলী
ভৃত্যাঃ সন্তু বিদূরতো ব্রজপতেরন্যঃ প্রসঙ্গঃ কুতঃ।
যত্র শ্রীবৃষভানুজা কৃতরতিঃ কুঞ্জোদরে কামিনা
দ্বারস্থা প্রিয়কিঙ্করী পরমহং শ্রোষ্যামি কাঞ্চিধ্বনিম্।। ৭৪ ।।

অনুবাদ: যেস্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্নেহরসের আধার মাতা-পিতাগণ এবং তদীয় সুহৃৎ

সখাগণ দূরে অবস্থান করেন, তদীয় ভৃত্যগণ তো অতিদূরেই অবস্থান করেন, অন্যজন যে দূরে অবস্থান করিবেন, তাহা তো বলাই বাহুল্য। সেই রহস্যময়স্থান ব্রজের নিকুঞ্জাভ্যন্তরে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা কামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলিবিলাসে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় প্রিয়কিঙ্করী আমি কুঞ্জদ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাঞ্চিধ্বনি শ্রবণ করিব - ইহাই প্রার্থনা।। ৭৪ ।।

পট্টমহিষী শ্রীরাধা

প্রেম্ণঃ সন্মধুরোজ্জ্বলস্য হৃদয়ং শৃঙ্গারলীলাকলা-
বৈচিত্রী - পরমাবধির্ভগবতঃ পূজ্যৈব কাপীশতা।
ঈশানী চ শচী মহাসুখতনুঃ শক্তিঃ স্বতন্ত্রাপরা
শ্রীবৃন্দাবননাথ পট্টমহিষী রাধৈব সেব্যা মম।। ৭৯ ।।

অনুবাদ: যিনি অপ্রাকৃত মধুর পরকীয় প্রেমের প্রানস্বরূপা, শৃঙ্গারলীলাকলাবৈচিত্রীর পরাবধি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও পূজ্যা এবং আজ্ঞাকর্ত্রী, ঈশানী, শচী প্রভৃতি হইতে পরম স্বতন্ত্রা, পরাশক্তি স্বরূপা পরমসুখময় - বিগ্রহা, বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী শ্রীরাধাই আমার একমাত্র আরাধ্যা।। ৭৯ ।।

শ্রীরাধার উচ্ছিষ্টামৃত সার

লব্ধা দাস্যং তদতিকৃপয়া মোহনস্বাদিতেন
সৌন্দর্য্য শ্রীপদকমলয়োর্লালনৈঃ স্বাপিতায়াঃ।
শ্রীরাধায়া মধুরমধুরোচ্ছিষ্টপীযুষ সারং
ভোজং ভোজং নবনবরসানন্দমগ্নঃ কদা শ্যাম্।। ৮৭ ।।

অনুবাদ: পরম সৌন্দর্যযুক্ত শ্রীপদকমলদ্বয়ের সম্বাহন দ্বারা নিদ্রিতা শ্রীরাধার অতি কৃপাবশতঃ দাস্য লাভ করিয়া আমি শ্রীনন্দনন্দনের আস্বাদনে মধুরাদাপি মধুর শ্রীরাধার উচ্ছিষ্টামৃত সার ভোজন করিতে করিতে কবে নবনব রসানন্দে মগ্ন হইব?।। ৮৭ ।।

মঞ্জরীর ভাবনিষ্ঠা

যদি স্নেহাদ্রাধে দিশসি রতিলাম্পট্যপদবীং
গতং মে স্বপ্রেষ্ঠং তদপি মম নিষ্ঠাং শৃনু যথা।
কটাক্ষৈরালোকে স্মিতসহচরৈর্জ্জাতিপুলকং
সমাশ্লিষ্যাম্যুচ্চৈরথ চ রসয়ে ত্বৎপদরসম্।। ৮৮ ।।

অনুবাদ: হে শ্রীরাধে! যদিও তুমি আমার প্রতি স্নেহবশে তোমার রতি লাম্পট্য পদবীপ্রাপ্ত স্বপ্রেষ্ঠ নায়ক শ্যামসুন্দরকে আমার সহিত মিলনের আদেশ কর, তবু

আমার নিষ্ঠা বা সংকল্প শ্রবণ কর, আমি মৃদুমন্দ হাস্য বিজড়িত কটাক্ষে তোমার সমাগত প্রিয়তমকে দেখিব এবং ভীতার ন্যায়, 'আমায় রক্ষা কর' বলিয়া তোমায় জড়াইয়া ধরিব ও তোমার চরণমাধুরী আস্বাদন করিব।। ৮৮ ।।

শ্রীরাধার প্রসাদোৎসব

যস্যাস্তে বত কিঙ্করীষু বহুশশ্চাটুনি বৃন্দাটবী
কন্দর্পঃ কুরুতে তবৈব কিমপি প্রেম্নুঃ প্রসাদোৎসবম্।
সান্দ্রানন্দঘনানুরাগ লহরী নিস্যন্দ - পাদাম্বুজ
দ্বন্দ্বে শ্রীবৃষভানুনন্দিনি সদা বন্দে তব শ্রীপদম্।। ৯৪ ।।

অনুবাদ: হে সান্দ্রানন্দ - ঘনানুরাগ - লহরী - নিস্যন্দিত - পদাম্বুজ দ্বন্দ্বে! হে বৃষভানুনন্দিনি শ্রীরাধে! তোমার প্রসাদোৎসব লাভেচ্ছু কোনও বৃন্দাবন - কন্দর্প তোমার কিঙ্করীগণের নিকট হর্ষভরে বহু চাটুবানীপূর্ণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি সেই তোমার শ্রীচরণ নিয়ত বন্দনা করি।। ৯৪ ।।

শ্রীরাধানামের মহিমা

যজ্জাপঃ সকৃদেব গোকুলপতেরাকর্ষকস্তৎক্ষনাদ্-
যত্র প্রেমবতাং সমস্তপুরুষার্থেষু স্ফুরেত্তুচ্ছতা।
যন্নামাঙ্কিতমন্ত্রজাপণপরঃ প্রীত্যা স্বয়ং মাধবঃ
শ্রীকৃষ্ণেঽপি তদদ্ভুতং স্ফরতু মে রাধেতি বর্ণদ্বয়ম্।। ৯৫ ।।

অনুবাদ: যাহা একবার মাত্র জপ করিলেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষনাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রীতি সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা বুদ্ধি উপস্থিত হয়, স্বয়ং মাধব শ্রীকৃষ্ণও যে নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুত 'রাধা' এই বর্ণদ্বয় আমার জিহ্বায় স্ফুরিত হউন।। ৯৫ ।।

পরাবিদ্যা শ্রীরাধানাম

কালিন্দী তটকুঞ্জমন্দিরগতো যোগীন্দ্রবদ্যৎপদ-
জ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্নো হরিঃ।
কেনাপ্যদ্ভুতমুল্লসদ্রতিরসানন্দেন সন্মোহিতঃ
সা রাধেতি সদা হৃদি স্ফুরতু মে বিদ্যা পরা দ্ব্যক্ষরা।। ৯৬ ।।

অনুবাদ: যমুনাতটবর্ত্তীকুঞ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পদজ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রেমাশ্রুপূর্ণ দেহে যাহা সদা জপ করেন এবং কোন অনির্বচনীয় অদ্ভুত উল্লাসকর রতিরসানন্দে সম্মোহিত হন, সেই 'রাধা' এই পরাবিদ্যা স্বরূপ অক্ষরদ্বয় আমার হৃদয়ে সর্বদা স্ফুরিত হউন।। ৯৬ ।।

সদুর্লভ শ্রীরাধানামামৃত

দেবানামথ ভক্ত মুক্ত সুহৃদামত্যন্তদূরং চ যৎ
প্রেমানন্দরসং মহাসুখকরং চোচ্চারিতং প্রেমতঃ।
প্রেম্নাকর্ণয়তে জপত্যথ মুদা গায়ত্যথালিস্বয়ং
জল্পত্যশ্রুমুখো হরিস্তদমৃতং রাধেতি মে জীবনম্।। ৯৭ ।।

অনুবাদ: যাহা দেবগণ, ভক্ত, মুক্ত ও সহৃদগণেরও অত্যন্তদূরবর্তী, যাহা প্রেমানন্দরস স্বরূপ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রেমভরে শ্রবণ করেন, জপ করেন এবং সখীগণের মধ্যে পরমানন্দে কীর্ত্তন করেন। কখনও প্রেমাশ্রুসিক্ত বদনে জল্পনা করেন, সেই রাধানামামৃতই আমার জীবন।। ৯৭ ।।

দশবিধ সম্বোধনে শ্রীরাধা

স্নিগ্ধাকুঞ্চিতনীলকেশি বিদলদ্বিম্বোষ্ঠি চন্দ্রাননে
খেলৎখঞ্জন - গঞ্জনাক্ষি রুচিমন্নাসাগ্রমুক্তাফলে
পীনশ্রোনি তনুদরি স্তনতটীবৃত্তচ্ছটাত্যদ্ভুতে!
শ্রীরাধে ভুজ বল্লি-চারুবলয়ে স্বং রূপমাবিস্কুরু।। ১০১ ।।

অনুবাদ: হে স্নিগ্ধাকুঞ্চিত নীলকেশি। হে বিদলিত বিম্বাধরোষ্ঠি। হে চন্দ্রাননে! হে ক্রীড়াশীলখঞ্জনগঞ্জনাক্ষি। হে দেদীপ্যমান নাসাগ্রমুক্তাফলে। হে পীনশ্রোনি। হে ক্ষীনোদারি। হে স্তনতটীবৃত্তচ্ছটাত্যদ্ভুতে! হে ভুজবল্লিচারুবলয়ে! হে শ্রীরাধে! তুমি তোমার স্ব-রূপ প্রকটিত কর।। ১০১ ।।

শ্রীগোবিন্দ ভজনের ফল

যদ্গোবিন্দকথা - সুধারসহ্রদে চেতো ময়া জৃম্ভিতং
যদ্বা তদ্গুনকীর্ত্তনার্চ্চন - বিভুষাদ্যৈর্দিনং প্রাপিতম্।
যদ্যৎপ্রীতিরকারি তৎপ্রিয়জনেস্বাত্যন্তিকী তেন মে
গোপেন্দ্রাত্মজ জীবনপ্রনয়িনী শ্রীরাধিকা তুষ্যতু।। ১১৫ ।।

অনুবাদ: আমি যে কৃষ্ণকথারূপ সুধারসের হ্রদে চিত্ততরণীকে নাচাইয়াছি, শ্রীগোবিন্দ-গুন কীর্ত্তন, বিগ্রহার্চন, বেশরচনাদিতে দিন যাপন করিয়াছি, তাঁহার প্রিয়ভক্তগনের যে আত্যন্তিক প্রীতিবিধান করিয়াছি, তাহার ফলে গোপেন্দ্রনন্দনের জীবন প্রনয়িনী শ্রীরাধিকা আমার প্রতি প্রসন্না হউন।। ১১৫ ।।

শ্রীরাধার আরাধনা

চন্দ্রাস্যে হরিনাক্ষি দেবি সুনসে শোনাধরেসুস্মিতে

চিল্লক্ষ্মীভুজবল্লি কম্বুরুচিরগ্রীবে গিরীন্দ্রস্তনি।
ভজ্যন্মধ্য বৃহন্নিতম্বকদলী - খণ্ডোরুপাদাম্বুজ -
প্রোন্নীলন্নখচন্দ্রমণ্ডলি কদা রাধে ময়ারাধ্যসে।। ১১৭ ।।

অনুবাদ: হে চন্দ্রাননে। হে হরিনাক্ষি। হে দেবি। হে সুনাসিকে! হে শোনাধরে! হে সুস্মিতে। হে শ্রীযুক্ত ভুজবল্লি। হে কম্বুরুচিরগ্রীবে। হে গিরীন্দ্রস্তনি। হে ক্ষীণমধ্যে বৃহন্নিতম্বে। হে কদলীখণ্ডোপম উরুশালিনি। হে উদ্ভাসিত পদনখ - চন্দ্রমণ্ডল ভূষিতে। হে রাধে! আমি কবে তোমার আরাধনা করিব?।। ১১৭ ।।

শ্রীরাধার অদ্ভুত দাস্যরস

লাবন্যং পরমাদ্ভুতং রতিকলাচাতুর্য্যমত্যদ্ভুতং
কান্তিঃ কাপি মহাদ্ভুতা বরতনোর্লীলাগতিশ্চাদ্ভুতা।
দৃগ্‌ভঙ্গী পুনরদ্ভুতাদ্ভ, ততমা যস্যাঃ স্মিতং চাদ্ভুতং
সা রাধাদ্ভুতমূর্ত্তিরদ্ভ তরসং দাস্যং কদা দাস্যতি।। ১১৯ ।।

অনুবাদ: হে বরাঙ্গী শ্রীরাধার লাবন্য পরমাদ্ভুত, রতিকলা - চাতুর্য অত্যন্ত অদ্ভুত, কান্তি অনির্বচনীয় মহাদ্ভুত, লীলাগতি অদ্ভুত এবং নয়নভঙ্গী অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুততম, যাঁহার হাস্য ও অতি অদ্ভুত, সেই অদ্ভুতমূর্ত্তি শ্রীরাধা কবে তাঁহার অদ্ভুত দাস্যরস আমায় প্রদান করিবেন।। ১১৯ ।।

দানলীলায় শ্রীরাধা

ভ্রমদ্‌ভ্রুকুটিসুন্দরং স্ফুরিতচারুবিম্বাধরং
গ্রহে মধুরহুঙ্কৃতং প্রনয়কেলিকোপাকুলম্।
মহারসিকমৌলিনা সভয়কৌতুকং বীক্ষিতং,
স্মরামি তব রাধিকে রতিকলাসুখং শ্রীমুখম্।। ১২০ ।।

অনুবাদ: হে শ্রীরাধিকে! আমি তোমার ঘুর্ণিত ভ্রুকুটিতে সুন্দর, চারু বিম্বাধর পরিস্ফুরিত, মধুর হুঙ্কারযুক্ত প্রনয়কেলি- কোপাকুল, মহারসিকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ- কর্তৃক সভয়ে অথচ কৌতুকভরে পরিদৃষ্ট ও রতিকলা - সুখদ শ্রীমুখকে স্মরণ করি।। ১২০ ।।

মধুপতির প্রানদা শ্রীরাধা

রাকাচন্দ্রো বরাকো যদনুপমরসানন্দকন্দাননেন্দো-
স্তত্তাদৃক্‌চন্দ্রিকায়া অপি কিমপি কনামাত্র কস্যানুতোহপি।
যস্যাঃ শোনাধর শ্রীবিধৃত - নবসুধামাধুরীসারাসিন্ধুঃ
সা রাধা কামবাধা - বিধুরমধুপতিপ্রানদা প্রীয়তাং নঃ।। ১২৫ ।।

অনুবাদ: পূর্ণচন্দ্র যাঁহার নিরুপম রসানন্দ-কন্দ-বদনচন্দ্রের কিরনকণার অনুমাত্রেরও সমতুল্য নহে, যাঁহার অরুনাধর-সৌন্দর্য নবসুধামাধুরীর সারসিন্ধু, কামবাধা বিধুর মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রানদা, সেই শ্রীরাধা আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন।। ১২০ ।।

অগাধামৃত রসভরিত দাস্য

শুদ্ধ প্রেমৈকলীলানিধির হহ মহাতঙ্কমঙ্কস্থিতেচ
প্রেষ্ঠে বিভ্রত্যদভ্র - স্ফুরদতুলকৃপাস্নেহমাধুর্য্যমুর্ত্তিঃ।
প্রানালীকোটি নীরাজিতপদ - সুষমা মাধুরী মাধবেন
শ্রীরাধা মামগাধামৃত রসভরিতে কর্হি দাস্যেহভিষিঞ্চেৎ।। ১২৮ ।।

অনুবাদ: যিনি বিশুদ্ধ প্রেমলীলার নিধি, কি আশ্চর্য। প্রিয়তমের অঙ্কে স্থিতা হইয়াও যিনি বিচ্ছেদাশঙ্কায় অত্যন্ত ভীতা। যিনি প্রকাশমান অতুলনীয় কৃপা, স্নেহ ও মাধুর্যের মূর্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও কোটি কোটি প্রানসখী কর্তৃক নীরাজিত শ্রীচরণ- সুষমামাধুরীবিশিষ্টা, সেই শ্রীরাধা অগাধামৃত রসপূর্ণদাস্যে আমায় কবে অভিষিক্ত করিবেন?।। ১২৮ ।।

অগাধামৃত রসভরিত দাস্য

বৃন্দারন্যনিকুঞ্জসীমসু সদা স্বানঙ্গরঙ্গোৎসবৈ-
স্মাদ্য ন্ত্যদ্ভুত - মাধবাধর সুধামাধ্বীক - সংস্বাদনৈঃ।
গোবিন্দপ্রিয়বর্গ দুর্গমসখীবৃন্দৈরনালক্ষিতা
দাস্যং দাস্যতি মে কদা নু কৃপয়াবৃন্দাবনাশ্বিশ্বরী।। ১২৯ ।।

অনুবাদ: যিনি বৃন্দাবন - নিকুঞ্জ - সীমায় স্বানঙ্গরঙ্গোৎসবে অদ্ভুত মাধবাধরসুধারূপ মাধ্বীক আস্বাদন করিয়া মদমত্তার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রিয়বর্গেরও দুরধিগম্য সখীগণ - কর্তৃকও অনালক্ষিত দাস্য আমায় কবে প্রদান করিবেন?।। ১২৯ ।।

শুদ্ধপ্রেমবিলাসের মূর্ত্তি শ্রীরাধা

যস্যান্তৎ সুকুমার সুন্দর পদোন্মীলন্নখেন্দুচ্ছটা-
লাবন্যৈ কলবোপজীবি-সকল শ্যামামনীমন্ডলম্।
শুদ্ধপ্রেমবিলাসমূর্ত্তিরাধিকোন্মীলন্মহামাধুরী
ধারাসার ধুরীনকেলিবিভবা সা রাধিকা মে গতিঃ।। ১৩২ ।।

অনুবাদ: যাঁহার সুন্দর সুকোমল পদযুগলের উন্মীলিত নখচন্দ্রছটার লাবন্যের লবমাত্র শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল শ্যামামনিমন্ডল ব্রজসুন্দরীগণেরউপজীব্য এবং উন্মীলিত মহামাধুরী ধারাসার বহন সমর্থ শ্রীকৃষ্ণের কেলিই যাঁহার বৈভব, সেই শুদ্ধপ্রেমবিলাসের মূর্তি শ্রীরাধিকাই আমার গতি হউন।। ১৩২ ।।

দিব্যাদ্ভূতক্রীড়ায় শ্রীরাধামাধব

যাতায়াতশতেন সঙ্গমিতয়োরন্যোন্যবক্ত্রোল্লস-
চন্দ্রালোকন- সংপ্রভূত- বহুলানঙ্গাম্বুধিক্ষোভয়োঃ।
অন্তঃকুঞ্জকুটীরতল্পগতয়োর্দ্দিব্যাদ্ভুত - ক্রীড়য়ো
রাধামাধবয়োঃ কদা নু শৃনুয়াং মঞ্জীরকাঞ্চীধ্বনিম্।। ১৪০ ।।

অনুবাদ: বহুবার যাতায়াতের পর সম্মীলিত, পরস্পরের মুখচন্দ্র- দর্শনে বহুল অনঙ্গসিন্ধুর তরঙ্গযুক্ত, কুঞ্জভবনে কেলিতল্পগত ও দিব্যাদ্ভুত ক্রীড়ারত শ্রীশ্রীরাধামাধবের মঞ্জীর কাঞ্চি- ধ্বনি আমি কবে শ্রবণ করিব ?।। ১৪০ ।।

শ্রীরাধার ভজনামৃতের প্রভাব

রাধানামৈব কার্য্যং হ্যনুদিনমিলিতং সাধনাধীশকোটি
স্ত্যাজ্যা নীরাজ্য বাধাপদকমলসুধাং সৎপুমর্থাগ্রকোটিঃ।
রাধাপাদাব্জলীলাভুবি জয়তি সদাহমন্দমন্দার কোটিঃ
শ্রীরাধাকিঙ্করীনাং লুঠতি চরণয়োরদ্ভুতা সিদ্ধি কোটিঃ।। ১৪৪ ।।

অনুবাদ: যদি প্রতিদিন শ্রীরাধানাম শ্রবন-কীর্তনাদিরূপ কার্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে কোটি কোটি শ্রেষ্ঠ সাধনও পরিত্যাজ্য হইয়া যায় এবং রাধাপদকমলসুধা নীরাঞ্জন করিয়া সৎপুরুষার্থ কোটিও পরিত্যাজ্য হয়। যেহেতু রাধাপাদাব্জ - লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে অমন্দ কোটি কল্পতরু সর্বদা বিরাজমান এবং রাধা কিঙ্করীগনের চরণে অদ্ভুত কোটি সিদ্ধি সর্বদা বিলুণ্ঠিত হয়।। ১৪৪ ।।

রাসেশ্বরীর নৃত্যমাধুরী

কদা রাসে প্রেমোন্মদরসবিলাসেহদ্ভুতময়ে,
দৃশোর্ম্মধ্যে ভ্রাজন্মুধুপতি - সখীবৃন্দবলয়ে।
মুদান্তঃ কান্তেন স্বরচিত মহালাস্য কলয়া,
নিষেবে নৃত্যন্তীং ব্যজনবরতাম্বুলশকলৈঃ।। ১৫৯ ।।

অনুবাদ: প্রেমোন্মাদযুক্ত অদ্ভুতময় রাসবিলাসে চারিদিকে পরিশোভিত মধুপতিও সখীবৃন্দের মন্ডলে যিনি প্রেমপ্রফুল্লিত কান্তের সহিত স্বরচিত মহালাস্যকলা বিস্তার করত নৃত্য করিতেছেন, কবে আমি সেই শ্রীরাধাকে ব্যজন ও শ্রেষ্ঠতাম্বুলখন্ডদ্বারা সেবা করিব ?।। ১৫৯ ।।

শ্রীরাধার ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠা

সদা গায়ং গায়ং মধুরতররাধাপ্রিয়যশঃ

সদা সান্দ্রানন্দা নবরসদরাধারতিকথাঃ
সদা স্থায়ং স্থায়ং নব - নিভৃত রাধারতিবনে,
সদা ধ্যায়ং ধ্যায়ং বিবশহৃদি রাধাপদসুধাঃ।। ২৫৪ ।।

অনুবাদ: শ্রীরাধার নিত্যাভিনব কেলিকুঞ্জে অবস্থান করিতে করিতে মধুরাদপি মধুর রাধাপ্রিয়যশঃ ও নিবিড় আনন্দস্বরূপ নবরসাত্মক শ্রীরাধার রতিকথা সর্বদা গান করিতে করিতে এবং শ্রীরাধার পদরসসুধা সদা ধ্যান করিত করিতে কবে পরানন্দে আমার চিত্ত বিবশ হইবে।। ২৫৪ ।।

শ্রীরাধারস সুধানিধি

বৃন্দারন্যে নবরসকলা কোমলা প্রেমমূর্ত্তিঃ
শ্রীরাধাযাশ্চরন কমলামোদমাধুর্য্যসীমা।
রাধাং ধ্যায়ন্ রসিকতিলকেনাত্তকেলী বিলাসাং
তামেবাহং কথমিহ তনুং ন্যস্য দাসী ভবেয়ম্।। ২৬২ ।।

অনুবাদ: আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে রসিকশিরোমনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলিবিলাসবতী শ্রীরাধাকে ধ্যান করিতে করিতে কিরুপে এই তনু ত্যাগ করত শ্রীরাধার শ্রীচরণ কমলের পরিমলমাধুরীর অবধিপ্রাপ্ত নবরস কলা প্রেমমূর্ত্তি দাসী হইব।। ২৬২ ।।

শ্রীশ্রী মুকুন্দাষ্টকম্

শ্রীশ্রী মুকুন্দায় নমঃ

বলভিদুপলকান্তিদ্রোহিনি শ্রীমদঙ্গে ঘুসৃন রসবিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধর্ব্বিকায়াঃ।
স্বমদন-নৃপশোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহরাজ্যে প্রনয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ১ ।।

অনুবাদ ঃ যিনি ইন্দ্রনীলমনির কান্তি বিজয়ী নিজাঙ্গে চর্চিত কুঙ্কুমরস বিলাসদ্বারা গান্ধর্বিকা শ্রীরাধারানীর দেহরাজ্যে স্বদেহস্থ মদনরাজের শোভা উত্তমরূপে বর্ধন করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নের অভিষ্ট পুর্ণ করুন।। ১ ।।

উদিত বিধু পরার্দ্ধ জ্যোতিরুল্লম্বি-বত্ত্বো নব তরুনিম রজ্যদ্বাল্য শেষাতিরম্যঃ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং প্রনয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পুর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ২ ।।

অনুবাদঃ পরার্ধ-পরিমিত পূর্নশশী অপেক্ষাও যাঁহার মুখশশী অতীব মনোহর নব যৌবনের উদয় ও বাল্যের শেষ, এই বয়ঃসন্ধিতে যাঁহার অঙ্গশোভা অতি রমনীয় হইয়াছে এবং কর্ন কুণ্ডলের দোলনদ্বারা যিনি লালিতাদি সখীবেষ্টিত শ্রী রাধার চিত্তকে দোলায়মান করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়ন দ্বয়ের অভীষ্ট পূর্ন করুন।। ২ ।।

কনক-নিবহ শোভানিন্দি পীতং নিতম্বে তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ।

প্রিয়মিব কিল বর্নং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ প্রনয়তু মম নেত্রাভীষ্ট- পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৩ ।।

অনুবাদঃ যিনি নিতম্বদেশে সুবর্নরাশি অপেক্ষাও অতি উজ্জ্বল পীতাম্বর ধারণ করিয়াছেন এবং তদুপরি অরুনবর্ন উত্তরীয় ধারনে মনে হইতেছে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার অনুরাগেই তাহা সুরঞ্জিত হইয়াছে, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নদ্বয়ের অভিষ্ট পূর্ন করুন।। ৩ ।।

সুরভি-কুসুম বৃন্দৈর্বাসিতানন্তঃ সমৃদ্ধৈঃ প্রিয়সরসি নিদাঘে সায়মালীপরীতাম্।
মদনজনক-সেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং প্রনয়তু মম নেত্রভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৪ ।।

পরিমলমিহ লব্ধা হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ পুলকিত তনুরুচ্চৈরুন্মদস্তৎক্ষনেন।
নিখিল-বিপিন দেশাদ্বাসিতানের জিঘ্রন্ প্রনয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৫ ।।

প্রনিহিত ভূজদণ্ডঃ স্কন্ধদেশে বরাঙ্গ্যাঃ স্মিত-বিকসিত গণ্ডে কীর্ত্তিদাকন্যকায়াঃ।
মনসিজ জনি সৌখাং চুম্বনেনৈব তন্বন্ প্রনয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং- মুকুন্দঃ।। ৬ ।।

অনুবাদঃ যিনি গ্রীষ্মঋতুতে সায়ংকালে বিবিধ সুরভি কুসুম বাসিত জলপূর্ন শ্রীরাধা কুণ্ডে মদনোদ্দীপক জলসিঞ্চনদ্বারা সখীগন পরিবেষ্টিতা শ্রীরাধারানীর সঙ্গে জলবিহার করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নেত্রাভীষ্ট পুর্ন করুন।। ৪ ।।

অনুবাদ: যিনি শ্রীরাধার অঙ্গসৌরভ প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ পুলকিত দেহে উন্মত্ত দশায় তদীয় অঙ্গসৌরভে আমোদিত নিখিল বন্যপ্রদেশ আঘ্রাণ করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নের অভীষ্ট পূর্ন করুন।। ৫ ।।

অনুবাদ: পরমাসুন্দরী শ্রীরাধিকার স্কন্ধদেশে নিজবাহু বিন্যাস করিয়া যিনি মন্দহাস্য বিকসিত তদীয় গণ্ডে চুম্বন করত মদনরসজনিত বিপুল সখানুভব করিতেছেন। সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ন করুন।। ৬ ।।

প্রমদদনুজ- গোষ্ট্যাঃ কোহপি সম্বর্ত্তবহ্নি র্ব্রজভূবিকিল পিত্রোমূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ।
প্রথম-রসমহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ প্রনয়তু মমনেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৭ ।।

স্বকন্দন কথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং বিশাখাং কৃতচটু ললিতান্ত প্রার্থয়ন প্রৌঢ়শীলাম্।
প্রনয় বিধুর রাধামান-নির্ব্বাসনায় প্রনয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।। ৮ ।।

পরি পঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভির্যঃ স্ফুটমিহবিষয়েভ্যঃ সং-নিয়ম্যেন্দিয়ানি।
ব্রজনবযুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং স্বজন গনন মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি।। ৯ ।।

অনুবাদঃ যিনি মদমত্ত দানবকুলের প্রলয়াগ্নিস্বরূপ, ব্রজে মাতা পিতার মূর্তিমান স্নেহ পুঞ্জ এবং শ্রী রাধারানীর আদিরসের যিনি সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা- সেই শ্যামল কান্তি মুকুন্দ আমার নেত্রাভীষ্ট পূর্ন করুন।। ৭ ।।

অনুবাদ: প্রনয় কোপ বসতঃ শ্রীরাধামানিনী হইলে যিনি মৃদুস্বভাবা বিশাখার নিকটস্থীয় দুঃখ নিবেদন পূর্বক তাঁহাকে সপক্ষ করিয়া লালিতার নিকট বহু চাটু বচনে শ্রীরাধার

মানভঙ্গের নিমিত্ত প্রার্থনাকরেন। সেই মুকুন্দ আমার নয়নাভীষ্ট পূর্ন করুন।। ৮ ।।

অনুবাদ: যিনি নিখিল বিষয়সঙ্গ হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া শ্রীরাধামাধবে চিত্ত সমর্পন পূর্বক হর্ষগদ্ গদবচনে এই মুকুন্দাষ্টক পাঠ করেন, ব্রজ নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রীরাধার সহিত স্বীয় রূপ দর্শন করাইয়া শ্রীরাধার কিঙ্করীগনমধ্যে পরিগণিত করেন।। ৯ ।।

ইতি শ্রীশ্রী মুকুন্দাষ্টকং সম্পূর্নম্।।

শ্রীশ্রী উৎকণ্ঠাদশকম্

শ্রীশ্রী রতিমঞ্জর্য্যৈ নমঃ

ছিন্ন-স্বর্ন বিনিন্দি চিক্কন রুচিংস্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো
রম্যাং রক্তসুচীন পট্টবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্।
উদ্ঘূর্নচ্ছিতিকণ্ঠপিঞ্ছ বিলসদ্বেনীং মুকুন্দংমনাক্
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে।। ১ ।।

অনুবাদঃ যাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি ছিন্নস্বর্নের শোভাকে তিরস্কার করে। যিনি বয়ঃ সন্ধির উদয়ে অতিমনোহারিনী, যাঁহার পট্টবসন সুচিক্কন ও রক্তবর্ন, মণ্ডলী বন্ধনে উল্লাস ময় নৃত্যশীল ময়ুরের পুচ্ছের ন্যায় যাঁহার বেনী বিরাজিত, অপাঙ্গভঙ্গিতে যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মৃদুহাস্যময়ী, আনন্দিতা ও বেশভূষিতা শ্রী রাধাকে আমি কবে ভজন করিব।

যস্যাঃ কান্ততনুল্লসৎ পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চেঃ স্ফুর
দ্গোপীবৃন্দ মুখারবিন্দ মধু তৎপ্রীত্যাধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন বত্মানি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দভৃঙ্গঃসতাং
বৃন্দারন্য-বরেন্য কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে।। ২ ।।

অনুবাদঃ শ্রী কৃষ্ণ ভৃঙ্গ শোভনা গোপসুন্দরীগনের মুখকমল মধু অতি প্রীতি সহকারে পান করিয়াও উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহার কমনীয় তনুর উল্লসিত গন্ধে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততাহেতু বারম্বার কুঞ্জ পথে পরিভ্রমন করিতেছেন সেই বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বল্লতিকা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব?।। ২ ।।

শ্রীমৎকুন্ড তটী কুড়ুঙ্গ ভবনে ক্রীড়া কলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুল মল্লি-কোমল দলৈঃ কণ্ঠপ্তেমুহুর্মাধবম্।
জিত্বা মানিনমক্ষসঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ
র্যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে।। ৩ ।।

অনুবাদঃ পরম শোভাময় শ্রীরাধাকুন্ডতীরস্থ নিকুঞ্জভবনে মনোহর মল্লিকাকুসুমের সুকোমল দল নির্মিত শয্যায় কেলিকলাবিশারদগনের গুরু পাশক যুদ্ধ বিধানে গর্বিত

মাধবকে পরাজিত করিয়া যিনি তাঁহাকে পরিহাস করিবার জন্য নয়ন প্রান্তের ইঙ্গিত দ্বারা সখীগনকে নিয়োজিত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধারানীকে আমি কবে ভজন করিব ?।। ৩ ।।

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণবিধুনা সার্দ্ধং সখীভির্বৃতাং
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্ত্বিকতরৈর্লাস্যং রসৈস্তন্বতীম্।
বীনা বেনু মৃদঙ্গকিঙ্কিনি চলন্মঞ্জীর চূড়োচ্ছলদ্
ধ্বানৈঃ স্ফীত-সুগীত মঞ্জুনিতরাং রাধাংকদাহং ভজে।। ৪ ।।

অনুবাদঃ রাসলীলাতে সখীগন কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম রসদ্রেক হেতু যিনি শ্রী অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাব ধারনপূর্বক বীনা, বেনু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিনী, মুখর-মঞ্জীর ও চঞ্চল চুড়িকা প্রভৃতির মিশ্রিত ধ্বনির সহিত সুস্পষ্ট মধুর গান ও সুরসাল নৃত্য বিস্তার করিতেছেন সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব ?।। ৪ ।।

উদ্দাম স্মরকেলি সঙ্গরভরে কামং বনান্তঃ খলে
কৃষ্ণে নাঙ্কিতপীন পর্ব্বত কুচদ্বন্দ্বাং নখৈর স্ত্রকৈঃ।
তদ্দর্পেন তথা মদোদ্ধুরমহো তং বিদ্ধমা কুর্ব্বতীং
দূরে স্বালীকুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে।। ৫ ।।

অনুবাদঃ নিবিড় ব্রজবনে অতি উদ্দাম মদনসমরে শ্রীকৃষ্ণ নখাস্ত্র দ্বারা শ্রীরাধা সুবিশাল কুচশৈলদ্বয়কে অঙ্কিত করিলে অনুরূপ দর্পভরে মদন-মদ-মত্তা শ্রীরাধাও বিপুল পরাক্রমে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে আবিদ্ধ করিতেছেন, তদ্দর্শনে শ্রীরাধার সখীকুল যাঁহাকে আশীষ দিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে কবে ভজন করিব।। ৫ ।।

মিত্রানাং নিকরৈ র্বৃতেন হরিনা স্বৈরং গিরিন্দ্রান্তিকে
শুল্কাদানমিষেন বর্ত্মনি হঠাদ্দম্ভেন রুদ্ধাঞ্চলাম্।
সার্দ্ধং স্মের সখিভিরুদ্ধুরগিরাং ভঙ্গ্যাক্ষিপন্তীংরুষা
ভ্রূদর্পৈ র্বিলসচ্চকোর নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে।। ৬ ।।

অনুবাদঃ গোবর্ধন গিরির সমীপবর্তি পথে শুল্ক আদায় বা করগ্রহন-ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগনে পরিবৃত্ত হইয়া সচ্ছন্দে এবং সদর্পে যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারন করিলে যিনি হাস্যমুখী সখীগনের সহিত ভঙ্গী সহকারে প্রগল্‌ভবাক্যে এবং ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন এবং তৎকালে যাঁহার ভ্রূদর্পে বিলসিত চঞ্চল নয়ন চকোরের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে সেই শ্রীরাধারানীকে আমি কবে ভজন করিব ?।। ৬ ।।

পারাবার-বিহার-কৌতুকিমনঃ পূরেন কংসারিনা
স্মরে মানসজাহ্নবী জলভরে তর্য্যাং সমুত্থাপিতাম্।
জীর্না-নৌম্মমচেৎ স্খলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদ্রা
পারে খণ্ডিতকঞ্চুলীং ধৃতকুচাং রাধাং কদাহং ভজে।। ৭ ।।

অনুবাদঃ বিশাল মানসগঙ্গার গভীরজলে পারাবার বিহার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে একাকিনী নৌকায় আরোহন করাইয়া "আমার তরনী জীর্না, যদি উহা জলময় হয়' এই ছলে কঞ্চুলিকা ত্যাগ করাইয়া সানন্দে যাঁহার স্তন যুগল ধারন করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব।। ৭ ।।

উল্লাসৈর্জলকেলি-লোলুপ মনঃপূরে নিদাঘোদ্গমে
ক্ষ্বেলীলম্পটমানসাভিরভিতঃ সায়ং সখীভির্বৃতাম।
গোবিন্দং সরসি প্রিয়েহত্র সলিলক্রীড়াবিদগ্ধং কনৈঃ
সিঞ্চন্তীং জলযন্ত্রকেন পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে।। ৮ ।।

বাসন্তী কুসুমোৎকরেন পরিতঃ সৌরভ্যবিস্তারিনা
স্বেনালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটম।
সোৎকম্পংপুলকোদ্গমৈর্ম্মুরভিদাদ্রাগ্ ভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈ
র্ম্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে।। ৯ ।।

অনুবাদঃ গ্রীষ্মারম্ভে জলকেলিতে লুব্ধমনা যে শ্রীরাধা সায়ংকালে ক্রীড়াকৌতুকী সখীগনে পরিবৃত্তা হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্রদ্বারা জল কেলিকুশল শ্রী কৃষ্ণকে জলকনাসমূহে সিক্ত করিতেছেন সেই শ্রীরাধারানীকে আমি কবে ভজন করিব ?।। ৮ ।।

অনুবাদ: পুলকিত ও কম্পিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যিনি সৌরভে দিগন্ত আমোদিত কারী বাসন্তী কুসুমনিচয় দ্বারা স্বনির্মিত বিবিধ অলঙ্কার সমূহে ভূষিতা হইয়া প্রমোদাশ্রুনিকরে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিতা হইতেছেন, সেই শ্রী রাধার কবে ভজন করিব ?।। ৯ ।।

প্রানেভ্যোহপ্যধিকপ্রিয়া মুররি পোর্যা হন্ত যস্যা অপি
স্বীয়-প্রান-পরার্দ্ধতোহপি দয়িতাস্তৎ পাদরেনোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জজ্বাল কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গ শিরোহগ্র ভূষনমনিং রাধাং কদাহং ভজে।। ১০ ।।

উৎকণ্ঠা-দশকস্তবেন নিতরাং নব্যেন দিব্যৈঃ স্বরৈ
র্বৃন্দারন্য-মহেন্দ্র পট্টমহিষীং যঃ স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ।
তস্মৈ প্রানসমা গুনানুরসনাৎ সংজাতহর্ষোৎসবৈঃ
কৃষ্ণোহনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি।। ১১ ।।

অনুবাদঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রানাপেক্ষাও অধিক প্রিয়তমা, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরনরেনুকণা যাঁহার পরার্ধ প্রান অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, যাঁহার সমুজ্জ্বল কীর্তি ত্রিজগতের সর্বত্র বিস্তৃত এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াবর্গের শিরোভূষনমনি স্বরূপা, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব।। ১০ ।।

অনুবাদ: যে সুধী দিব্য স্বরসংযোগে এই অভিনব উৎকণ্ঠাদশকস্তব দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন পট্টমহিষী শ্রীরাধা রানীকে সম্যক্ রূপে স্তুতি করেন শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ সমা শ্রীরাধার

গুনাস্বাদন করত, পরমানন্দে তাহাকে শ্রীরাধার সেবারূপ অভীষ্ট রত্ন শীঘ্রই প্রদান করিয়া থাকেন।। ১১ ।।

।। ইত্যুৎকণ্ঠাদশকং সম্পূর্নম্ ।।

"অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী কৃত

কদা গোষ্ঠে গোষ্ঠক্ষিতিপ গৃহদেব্যা কিল তয়া
সবাষ্পাং কর্ব্বত্যা বিলসতি সুতে লালনবিধিম্।
মুহুর্দৃষ্টাং রোহিন্যপিহিত নিবেশামবনতাং
নিষেবে তাম্বুলৈরহমপি বিশাখা প্রিয়সখীম্।। ১ ।।

অনুবাদঃ ব্রজরাজ মহিষী শ্রীযশোদা বাষ্পাকুল নয়নে খেলারত শ্রী কৃষ্ণকে লালন করিতে করিতেই যাঁহাকে বারম্বার অবলোকন করিতেছেন এবং রোহিনীদেবী সাতিশয় দর্শনোৎকণ্ঠায় নিকটে থাকিয়া যাঁহার প্রবেশ পথ অবরোধ করিলে যিনি নত মুখী হইয়াছেন সেই বিশাখার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আমি কবে তাম্বুলদ্বারা সেবা কবিব ?।। ১ ।।

কদা গান্ধর্ব্বায়াং শুচি বিরচয়ন্ত্যাং হরিকৃতে
মুদা হারান্ বৃন্দৈঃ সহ সবয়সামাত্মসদনে।
বিচিত্য শ্রীহস্তে মনিমিহ মুহুঃ সম্পুটচয়া
দহো বিন্যস্যন্তী সফলয়তি সেয়ং ভূজলতাম্।। ২ ।।

অনুবাদঃ অহো! শ্রীরাধা নিজসদনে সখীগনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তি নির্মলহার রচনায় উদ্যতা হইলে মানিসম্পুট হইতে মনিনিচয় পুনঃ পুনঃ আনয়ন করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পনকরতে এই দীনা দাসী কবে নিজ ভূজলতাকে সার্থক করিবে ?।। ২ ।।

কদালীলারাজ্যে ব্রজ বিপিনরূপে বিজয়িনী
নিজং ভাগ্যং সাক্ষাদিহ বিধদতী বল্লভতয়া।
সমন্তাৎ ক্রীড়ন্তী পিক মধুপ মুখ্যা ভিরভিতঃ
প্রজাভিঃ সংজুষ্টা প্রমদয়তি সা মাং মদধিপা।। ৩ ।।

অনুবাদঃ যিনি বৃন্দাবনরূপলীলারাজ্যে বিজয়িনী বা একছত্রাধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক রানীরূপে বিরাজিতা। শ্রী কৃষ্ণের প্রিয়ারূপে যিনি আপনার ভাগ্যকে প্রানাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন ও ব্রজে নিখিল কোকিল, ভ্রমর রূপ প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করেন, আমার সেই ঈশ্বরী শ্রী রাধা কবে আমায় তাঁহার প্রেমসেবাদানে আনন্দিত করিবেন ?।। ৩ ।।

কদা কৃষ্ণাতীরে ত্রিচতুর-সখীভিঃ সমমহো
প্রসূনং গুম্ফন্তীং রবিসখসুতা মানততয়া।
সমেত্য প্রচ্ছন্নং সপদি পরিরিপ্সো র্বকরিপো
র্নিষেধে ভ্রূভঙ্গাং ভূশমনুভজেহহংব্যজনিনী।। ৪ ।।

অনুবাদঃ আহো! যমুনার তীরে তিন চারিটি সখীসঙ্গে আনতবদনে পুষ্প গুম্ফনকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে শ্রী কৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া সহসা আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে যিনি ভ্রু ভঙ্গী দ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন। সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রী রাধাকে আমি কবে চারম বীজন দ্বারা সাতিশয় সেবা করিব?।। ৪ ।।

কদা শুভ্রে-তস্মিন পুলিনবলয়ে রাসমহসা
সুবর্নাঙ্গী সঙ্গেস্বহমহমিকা মত্তমতিষু।
হরৌ যাতে নীলোপলনিকষতাং জিত্বরগুনাদ্
গুনাদস্মান্ দিব্যদ্রবিনমিব রাধা মদয়তি।। ৫ ।।

অনুবাদঃ জ্যোৎস্না স্নাত শুভ্র পুলিন বলয়ে রাসোৎসবে সুবর্নঙ্গী গোপিকাকুল অভিমান বিমত্তা হইলে শ্রী হরি নিকষ পাষানের ন্যায় গোপীগনকে পরীক্ষা করিয়া শ্রী রাধাই সর্বশ্রেষ্টা জানিয়া দিব্য সম্পদের ন্যায় যাঁহাতে আসক্ত হইয়াছেন। সেই শ্রী রাধা আমায় কবে আনন্দিত করিবেন?।। ৫ ।।

কদাভাণ্ডীরস্য প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে
বরামধ্যাসীনাং কুসুমময়তূলিমতুলিতাম্।
প্রিয়ে চিত্রং পত্রং লিখতি নিহিত স্বাঙ্গ লতিকাং
বিশাখাপ্রানালীং ভজতি দিশতী বর্নকমসৌ।। ৬ ।।

অনুবাদঃ ভাণ্ডীরের সুবিখ্যাত মনোজ্ঞ নিলয়ে নিরুপম কুসুমরচিত রমনীয় শয্যায় আসীনা শ্রীরাধার বক্ষে প্রিয়তম শ্রী কৃষ্ণ পত্রভঙ্গ রচনা করতে থাকিলে যিনি স্বীয় অঙ্গ লতিকা তাঁহার অঙ্গে বিন্যস্ত করিয়াছেন সাদৃশ জন তৎকালে শ্রী কৃষ্ণের হস্তে রং অর্পন করিয়া কবে তাঁহার সেবা করিবে? ।। ৬ ।।

কদা তুঙ্গে তুঙ্গে রহসি গিরিশৃঙ্গে ব্রততিজান্।
প্রিয়ে পূর্ব্বালীলা নিগময়তি সংস্তাব্য নিলয়ান্ ।
মদেনাবিস্পষ্টাং শকলিতপদাং ব্রীড়িততয়া
দ্রুতামৌৎক্যেনৈষা বিরচয়তি পৃচ্ছাং মমপুরঃ।। ৭ ।।

গতির্যন্মে নিত্যা যদখিলমপি স্বং সবয়সাং
মদীশ্বর্য্যাঃ প্রেষ্ঠ প্রনয়কৃত সৌভাগ্য বরিমা।
হরের্যৎ প্রেমশ্রীর্নিবসতিরমুষ্যাস্তলনয়া
সদা তস্মিন্ কুণ্ডে লসতু ললিতালী মম দৃশি।। ৮ ।।

অনুবাদঃ শ্রী কৃষ্ণ গোবর্ধনের অত্যুচ্চ নির্জন প্রদেশে লতাগৃহ সমূহকে প্রশংসা করিয়া পূর্ব লীলাসকল স্মরণ করাইয়া জ্ঞাপন করিলে শ্রী রাধা অজ্ঞাতরূপ গর্বে অস্পষ্ট খণ্ডিত পদ ও লজ্জা বশতঃ শীঘ্র উচ্চারিত বাক্যে কবে উৎকণ্ঠা ভরে আমার নিকট প্রশ্ন করিবেন।। ৭ ।।

অনুবাদ: যিনি আমার নিত্যগতি, যিনি সখীগনের সর্বস্ব সম্পদ্ মদীশ্বরী শ্রীরাধার প্রিয়তম শ্রী কৃষ্ণের প্রনয়হেতু যিনি শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যাস্পদা এবং যাঁহাতে শ্রী রাধার ন্যায় শ্রী কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ নিয়ত বিরাজ করিতেছে সেই ললিতা সখী এই শ্রীরাধা কুণ্ড তটে আমার নয়ন গোচর হউন।। ৮ ।।

।। ইত্যভীষ্ট প্রার্থনাষ্টকং সম্পূর্নম্।।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্তবঃ

(শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিরচিতঃ)

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি - শিরোমুকুট রত্ন হে।
দারু ব্রহ্মন ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম।। ১ ।।

প্রফুল্ল পুন্ডরীকাক্ষ লবনাদ্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ পুরন্দর।। ২ ।।

নিজাধর সুধাদায়িন্মিন্দ্রদ্যুম্ন প্রসাদিত।
সুভদ্রা লালনব্যগ্র রামানুজ নমোহস্তুতে।। ৩ ।।

গুন্ডিচা রথযাত্রাদি - মহোৎসব - বিবর্দ্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুন্ডিচা-রথ মন্ডলম্।। ৪ ।।

দীনহীন মহানীচ দয়াদ্রীকৃত - মানস।
নিত্যনূতন মাহাত্ম্য-দর্শিণ্ চৈতন্য বল্লভ ।। ৫ ।।

অনুবাদ: হে শ্রীজগন্নাথ! নীলাচল শিরোমণি! হে দারুব্রহ্ম! ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।। ১ ।।

অনুবাদ: হে সহাস্য কমললোচন! হে লবণ সমুদ্র তটস্থিত অমৃত। হে গুটিকোদর! নানাভোগ বিলাসিন্! আমাকে পালন কর।। ২ ।।

অনুবাদ: তুমি স্বভক্তগণকে নিজের অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রদুম্ন রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। তুমি সুভদ্রা লালনে ব্যগ্র, হে রামানুজ! তোমার চরণে নমস্কার।। ৩ ।।

অনুবাদ: হে ভক্তবৎসল! তুমি গুন্ডিচা রথ যাত্রাদিতে মহোৎসব বিবর্দ্ধনকারী। তুমি গুন্ডিচারথের ভূজনস্বরূপ, দীনহীন মহানীচজনের প্রতি তোমার দয়ার্দ্রহৃদয়, তুমি তোমার নিত্য নতুন মহিমা প্রদর্শনকারী, হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বল্লভ অথবা চৈতন্য জীব মাত্রেরই নাথ! তোমাকে বন্দনা করি।। ৪-৫ ।।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

(শ্রীমদ্-রূপগোস্বামী-বিরচিতম্)

উপাসিত - পদম্বুজস্ত্বমনুরক্ত - রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ।
সমস্ত - নত - মন্ডলী - স্ফুরদভীষ্ট - কল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ১ ।।

নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তেপরং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ২ ।।

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদগুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরঙ্গং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ৩ ।।

নিজ-প্রনয় বিস্ফুরন্মটনরঙ্গ - বিস্মাপিত —
ত্রিনেত্র! নতমন্ডল - প্রকটিতানু রাগামৃত।
অহঙ্কৃতি - কলঙ্কিতোদ্ধতজনাদিদুর্ব্বোধহে
শচী সুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ৪ ।।

অনুবাদ: হে শচীনন্দন! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে কৃপাকর। প্রকট স্বরূপ তোমাকে অন্যত্র অন্বেষন করিতেছিলাম অতএব আমি মন্দ। তোমার অনুরক্ত রুদ্রাদি দেবতা আচার্য্যাদিরূপে তোমার পাদপদ্ম উপাসনা করিতেছেন। পুরুষোত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া তুমি অতি শ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যোতমান্ হইয়াছ। তুমি সমস্ত প্রনত জীবের অভীষ্টদাতারূপ কল্পবৃক্ষ হইয়া স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি তোমার শরণপন্ন হইলাম।। ১ ।।

অনুবাদ: দত্তাত্রেয়, বাদরায়ন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণের অবতার স্বরূপ যাঁহাদের আচরণ, সেই পরম বুদ্ধিশালী সার্ব্বভৌমাদি তোমার স্তব বর্ণনে শক্ত হন নাই, তখন অন্য কাহারই বা সেই কার্য্যে সামর্থ্য হইবে? অতএব হে শচীসুত! হে প্রভোঃ! হে মুকুন্দ আমি প্রনতি পূর্ব্বক তোমার শরনাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে কৃপাকর।। ২ ।।

অনুবাদ: বেদশাস্ত্রে উপনিষদগণও যে বিশুদ্ধ ভক্তিরত্নের স্পষ্ট বর্ণনা করেন নাই এবং স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও ব্যাসাদি গুরুতরাবতারে যাহার স্পষ্ট বিবরণ করেন নাই, সেই অতি গোপনীয় রসসমুদ্রের ভক্তিরত্ন তুমি পৃথিবীতে ধান্যরাশির ন্যায় নিক্ষেপ করিতেছ, অতএব তোমার তুল্য আর কৃপালু কেহই নাই। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজীব যে আমি, আমাকে কৃপা কর।। ৩ ।।

অনুবাদ: শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ যে তুমি, তোমার নিজ প্রনয়দ্বারা উদিত নৃত্যরঙ্গ দৃষ্টি করিয়া শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আশ্চয্যান্বিত হইতেছেন। সমস্ত ভক্ত মন্ডলের নিকট অনুরাগমৃত স্বরূপ প্রকট হইয়াছ। জাতিবিদ্যাদি অহঙ্কারজনিত লাঞ্ছনাদ্বারা যাহারা মোহিত তুমি তাহাদের বোধগম্য নও। এমন যে শচীনন্দন তুমি, হে প্রভো। হে মুকুন্দ! ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্বরূপ আমাকে কৃপা কর।। ৪ ।।

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত দুস্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু - কারুন্যতঃ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ৫ ।।

মুখাম্বুজ - পরিস্খলন্মৃদুলবাঙ্মধূলীরস
প্রসঙ্গ - জনিতা-খিল প্রণত-ভৃঙ্গরঙ্গোৎকর।
সমস্ত-জনমঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ৬ ।।

মৃগাঙ্কমধুরানণ - স্ফুরদনিদ্র - পদ্মেক্ষণ
স্মিতস্তবক - সুন্দরাধর বিশঙ্কটোর স্তট।
ভুজোদ্ধত - ভুজঙ্গম - প্রভ মনোজ - কোটিদ্যুতে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ৭ ।।

অহঙ্কনক-কেতকী-কুসুমগৌর দুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন-দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষ-পূর্নেহপি-তে।
অতঃ প্রবনয়া ধিয়া কৃপনবৎসল ত্বাং ভজে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।। ৮ ।।

ইদং ধরনিমন্ডলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট - মনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্।
শচীহৃদয়নন্দন প্রকট কীর্ত্তিচন্দ্রপ্রভো
নিজ প্রণয় নির্ভরং বিতর দেব তেভ্যঃ শুভম্।। ৯ ।।

অনুবাদ: জগতে যাঁহারা দুষ্কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তুমি প্রচুর কমনীয় কারুণ্যবশতঃ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছ। এই সম্বাদদ্বারা অত্যন্ত আনন্দিত অন্তঃকরণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অতিমন্দ যে আমি আমাকে

কৃপাকর।। ৫ ।।

অনুবাদ: তোমার মুখাব্জ হইতে স্খলিত কোমল বাক্য মকরন্দ দ্রব প্রসঙ্গদ্বারা অখিল ভক্ত ভৃঙ্গদিগের বিস্ময় পদরূপে উদিত হইয়াছে। তুমি সমস্ত জনগণের মঙ্গলপ্রসূ নামরত্নের সমুদ্র স্বরূপ। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অত্যন্ত মন্দ যে আমি, আমাকে কৃপা কর।। ৬ ।।

অনুবাদ: তোমার আনন্দ বিস্তারি মুখচন্দ্র হইতে প্রফুল্ল কমল নেত্রদ্বয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে। তোমার মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত সুন্দর অধর ও বিশাল বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে। উদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় ভুজদ্বয় নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। হে কোটিচন্দ্রদ্যুতিমান শচীসুত। হে প্রভো! হে মুকুন্দ! মন্দরূপ আমাকে কৃপা কর।। ৭ ।।

অনুবাদ: হে কনক কেতকী কুসুম গৌর! পৃথিবী মধ্যে কামক্রোধাদি দ্বারা আমি দুষ্ট। বিবিধদোষপূর্ণ জনেও তুমি দোষ লব দর্শন কর নাই। সমস্ত দোষ ক্ষমাপূর্বক তুমি দুষ্ট জীবকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছ। অতএব আমার সহিত তোমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নম্রবুদ্ধির দ্বারা আমি তোমাকে ভজনা করি। হে কৃপনবৎসল! হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজন স্বরূপ আমাকে কৃপা কর।। ৮ ।।

অনুবাদ: হে ধরনিমন্ডলোৎসব! হে শচীনন্দন! হে প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্র! হে প্রভো! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণচিহ্নে নিবিষ্টমনা হইয়া এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন তাঁহাদিগকে মঙ্গলাত্মক স্বপ্রেম প্রদান কর।। ৯ ।।

শ্রী শিক্ষাষ্টকম্

[শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য-মহাপ্রভোর্মুখাব্জ বিগলিতম্]

চেতোদর্পনমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরনং বিদ্যাবধুজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতি পদং পূর্নামৃতাস্বাদানং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।। ১ ।।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরনে ন কালঃ
ত্রতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।। ২ ।।

তৃনাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।। ৩ ।।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।। ৪ ।।

আয়ি নন্দ তনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।। ৫ ।।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহনে ভবিষ্যতি।। ৬ ।।

যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শুন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে।। ৭ ।।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমা–
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাননাথস্তু স এব নাপরঃ।। ৮ ।।

শ্রী শ্রী রাধিকাষ্টকম্

[শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী রিরাচতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী মৌলী-মানিক্য লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরী-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুন্য-গীর্ব্বানবল্লী
স্নপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ১ ।।

স্ফুরদরুন-দুকুল দ্যোতিতোদ্যন্মিতস্ব
স্ফরদরুন-দুকুল দ্যোতিতোদ্যন্মিতস্ব
স্থলমভি বরকাঞ্চি লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসরশ্রীঃ
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি সুরসিকা মৃগাক্ষী স্ত্রীগনের শিরোমানিক্যের শোভা স্বরুপা এবং আনন্দিত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-দীর্ঘিকার হংসী, যিনি ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানুরাজের পবিত্র কল্পলতা স্বরুপা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র সুশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোদুল্যমান ক্ষুদ্র-ঘন্টিকা দ্বারা যিনি নিত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং কুচ কুম্ভোপরি সঞ্চলিত সুদীর্ঘ মুক্তামালার দ্বারা যাঁহার শোভা সম্পন্ন হইতেছে, সেই শ্রী রাধিকা কবে আমায় নিজ

দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ২ ।।

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব্ব কান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুনিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট কৈশোর সীধুঃ
দর বিকশিত হাস্য স্যন্দি বিম্বাধরাগ্রা
স্মপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৩ ।।

অতি চটুলতরং তং কাননান্তর্ম্মিলন্তং
ব্রজনৃপতি কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্মপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যাঁহার মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট পদ্মকর্নিকার ন্যায় অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট। যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জল তারুন্য রুপ কর্পূরদ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে এবং যাঁহার বিম্বাধরাগ্র ঈষৎ প্রকাশিত হাস্য রস বিস্তার করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কাননাগত অতি চপল সেই ব্রজরাজ নন্দন শ্রী কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গি বিস্তার করিয়া সুমধুর মৃদু বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্তর করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ৪ ।।

ব্রজকুল মহিলানাং প্রাণভুতাখিলানাং
পশুপ পতি গৃহিন্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত লালিতান্তঃ স্নেহ ফুল্লান্তরাত্মা
স্মপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৫ ।।

নিরবধি সবিশাখা শাখিযুথ প্রসুনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয় বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্মপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি নিখিল ব্রজ মহিলাগনের প্রানস্বরুপা এবং নন্দরাজ পত্নী যশোদাদেবীর কৃষ্ণতুল্য স্নেহের পাত্রী যাঁহার অন্তরাত্মা ললিতা সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্লিত হয়। সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী মালা রচনা করিতেছেন, যিনি প্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলস্বরুপা, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরম প্রেয়সী রুপা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা

কবে আমায় নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ৬ ।।

প্রকটিত নিজবাসং স্নিগ্ধবেনু প্রনাদৈ
দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবনকুহর কুড্ডং তন্বতী নম্র বক্ত্রা
স্মপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৭ ।।

অমল-কমল-রাজি স্পর্শি বাত প্রশীতে
নিজ সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগন-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্মপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু।। ৮ ।।

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত নিখিলাশা সন্ততিঃ কাতরঃ সন্
পশুপপতি কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজন গনমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি বেনুধ্বনি শ্রবনপূর্ব্বক কুঞ্জমধ্যে কৃতনিবাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত গমন করিয়া নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মলীন করত নতবদনা হইয়া কর্নকুহরে কুণ্ডয়ন বিস্তার করিয়াছিলেন সেই শ্রী রাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ নির্ম্মল পদ্মরাজি সংস্পর্শশীল বায়ুদ্বারা সুশীতল নিজ সরোবর রাধাকুন্ডে যে শ্রীরাধিকা গ্রীষ্ম সময়ের সায়ংকালে পরমানন্দ লাভ করত সখীগন পরিবেষ্টত হইয়া বকাসুর বিনাসী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি নিখিল আশা পরম্পরা পরিত্যাগ করত কাতর স্বভাবে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া এই পরিশুদ্ধ শ্রী রাধাষ্টকপাঠ করেন গোপরাজ নন্দন শ্রী কৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজগন মধ্যে পরিগনিত করেন।। ৯ ।।

শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ স্ত্রোত্রম্

মুনীন্দ্রবৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোকহারিনি
প্রসন্ন-বক্ত্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূ-বিলাসিনি।
ব্রজেন্দ্র ভানু নন্দিনি ব্রজেন্দ্র সুনু সঙ্গতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজম্ ।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে শ্রীরাধিকে, তুমি শুক নারদাদি মুনিশ্রেষ্ঠবৃন্দ কর্ত্তৃক নিত্য বন্দনীয়া, লোকত্রয়ের সমুহ শোক অপনোদন কারিনী, প্রসন্ন তোমার বদন কমল, নিকুঞ্জ মন্দিরে তুমি নিত্য বিলাসিনী, ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত বিহার পরায়না। হে বৃষভানু রাজ নন্দিনী!

তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষের পাত্র করিবে ?।। ১ ।।

আশোক-বৃক্ষ-বল্লরী-বিতান-মণ্ডপ-স্থিতে
প্রবাল বাল পল্লব-প্রভাহরুনাঙ্ঘ্রি-কোমলে।
বরাভয়-স্ফুরৎ-করে প্রভূত সম্পদালয়ে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ২ ।।

অনঙ্গ-রঙ্গ-মঙ্গল-প্রসঙ্গ-ভঙ্গুর ভ্রুবাং
সুবিভ্রমং সসম্ভ্রমং দৃগন্ত-বান-পাতনৈঃ।
নিরন্তরং বশীকৃত-প্রতীতি নন্দনন্দনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ৩ ।।

তড়িৎ-সুবর্ণ-চম্পক-প্রদীপ্ত-গৌর-বিগ্রহে
মুখপ্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে।
বিচিত্র চিত্র সঞ্চরচ্চকোর শাবলোচনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ৪ ।।

মদোন্মদাতি যৌবনে প্রমোদ-মান-মণ্ডিতে
প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে কলা বিলাস পণ্ডিতে।
অনন্য ধন্য কুঞ্জ রাজ্য কামকেলি কোবিদে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে রাধে! তুমি আশোক বৃক্ষের মনোরম পত্র পুষ্পাদি দ্বারা চন্দ্রা তপের ন্যায় আচ্ছাদিত নিকুঞ্জ মণ্ডপ নিবাসিনী, প্রবালরত্নের ন্যায় নবীন, কোমল পত্র সদৃশ কুঙ্কুম বর্নের তোমার পদকমল, অভিষ্টদায়িনী ও অভয় প্রদাত্রী তোমার হস্ত পদ্ম, অপার ঐশ্বর্যের আলায় তুমি কবে তোমার কৃপা কটাক্ষের আধার রূপে আমাকে নির্দ্ধারন করিবে ?।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ অপ্রাকৃত প্রেম কৌতুকের মহামঙ্গল ময় প্রসঙ্গে তীব্র শৃঙ্গরাত্মক ভ্রুকুটি বিলাস দ্বারা নন্দনন্দন শ্রী কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত কারিনী তুমি কবে আমাকে, তোমার কৃপা কটাক্ষের বিষয় করিবে ?।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ তড়িৎ স্বর্নচম্পকবৎ উজ্জ্বল গৌরকান্তি বিশিষ্টা তোমার মুখার বিন্দের দীপ্তি কোটি কোটী শারদ শশীর শোভাকে ও পরাস্ত করে। চকোর শাবকের ন্যায় চঞ্চল ও অত্যন্ত রমনীয় লোচনযুক্তা তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাদৃষ্টি লাভের অধিকারী বিবেচনা করিবে ?।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে বার্ষভানবীদেবী। তুমি আপনার আপার যৌবনের উন্মদনায় প্রমত্ত, শ্রী কৃষ্ণের আনন্দ বিধানকারী মানে তুমি বিমণ্ডিত, প্রিয়তমের প্রতি প্রেমানুরাগে সদা রঞ্জিত, নৃত্যগীতাদি সমগ্র কলায় পরমপণ্ডিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পন ধন্য কুঞ্জরাজ্যের প্রেম

বিলাস বিদ্যায় বিদুষী শ্রেষ্ঠা তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষের পাত্র নির্নয় করিবে ?।। ৫ ।।

অশেষ হাব-ভাব-ধীর-হীরহার ভূষিতে
প্রভুত-শাতকুম্ভ-কুম্ভ-কুম্ভিকুম্ভ-সুস্তনি।
প্রশস্ত-মন্দ-হাস্য-চুর্ন-পূর্ন-সৌখ্যসাগরে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ৬ ।।

মৃনাল-বাল-বল্লরী-তরঙ্গ-রঙ্গ দোর্লতে,
লাতগ্র-লাস্য-লোল-নীল-লোচনাবলোকনে।
ললল্লুলম্মিলম্মনোজ্ঞ-মুগ্ধ-মোহনাশ্রিতে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ অশেষ হাব-ভাবরূপ শৃঙ্গারাত্মক গাম্ভীর্য্যের হীরকহারে তুমি বিভুষিত, উন্নত সুবর্ন কলস অথবা করিকুম্ভের ন্যায় বক্ষোজ মণ্ডিত, প্রশংসনীয় মৃদুমন্দ হাস্য রূপ চুর্নে পরিপূর্ন তথা নিবিড় সৌখের তুমি সাগর। এহেন তুমি আমাকে কবে তোমার কৃপাকটাক্ষ লাভের যোগ্যরূপে বিচার করিবে ?।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে বৃষভানুনন্দিনি, তরঙ্গে দোলায়িত পদ্মের কোমল মৃনাল লতার ন্যায় ভুজযুগলে তুমি শোভিত, সমীরন স্পর্শে নৃত্যরত লতাগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল তোমার নীল নয়নের অবলোকন, প্রেম বিলাস্‌শীল, প্রেমাকৃষ্ট শ্রী মদন মোহনের মুল আশ্রয়স্বরূপ তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষের পাত্ররূপে গ্রহন করিবে।। ৭ ।।

সুবর্ন-মালিকাঞ্চিত-ত্রিরেখ-কম্বু কণ্ঠগে
ত্রিসূত্র-মঙ্গলীগুন-ত্রিরত্ন-দীপ্তি-দীধিতি।
সলোল-নীল-কুন্তল-প্রসুন-গুচ্ছ-গুম্ফিতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ৮ ।।

নিতম্ববিম্বলম্বমানপুষ্প মেখলাগুনে
প্রশস্ত-রত্ন-কিঙ্কিনী-কলাপ-মধ্য-মঞ্জুলে।
করীন্দ্র-শুণ্ড-দণ্ডিকা-বরোহ-সৌভগোরুকে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ৯ ।।

অনেক-মন্ত্রনাদ-মঞ্জু-নূপুরারবস্খলৎ
সমাজ-রাজহংস-বংশা নিক্কনাতি গৌরবে।
বিলোল-হেমবল্লরী-বিড়ম্বি-চারুচংক্রমে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ১০ ।।

অনন্তকোটি-বিষ্ণলোক-নম্রপদ্মজার্চিতে
হিমাদ্রিজা-পুলোমজা-বিরিঞ্চজা-বরপ্রদে।

অপার-সিদ্ধি-ঋদ্ধি দিগ্ধ সৎপদাঙ্গুলীনখে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।। ১১ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ স্বর্ন মালিকা ভূষিত ও ত্রিবলীযুক্ত শঙ্খের ন্যায় তোমার কণ্ঠ তাহাতো হীরা মুক্তা ও মানিক্য অথবা চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও বৈদুর্য্য মনিত্রয়ে দেদীপ্যমান মঙ্গলময় ত্রিসুত্র শোভা পাইতেছে, পুষ্প স্তবকে গ্রথিত তোমার চঞ্চল কৃষ্ণ কোশরাজি, এহেন তুমি আমাকে কবে তোমার কৃপা কটাক্ষের আস্পদ রূপে নিরূপন করিবে ?।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে শ্রীরাধিকে! কটি প্রদেশে তোমার দেলায়মান পুষ্পমেখলা সুশোভিত হইতেছে, তথায় অতি মনোহর রত্নময় ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ঝঙ্কৃত হইতেছে, গজেন্দ্র শুড়বৎ সুচারু উরুযুগলে ভূষিত তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপা দৃষ্টির উপযুক্ত বিবেচনা করিবে ?।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে শ্রী গান্ধর্ব্বিকে! তোমার শ্রী চরনকমলে শোভিত নপূরে বিদ্যমান পরম হংস সমাজ সদা অজস্র বেদমন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছে বিধায় তাহা নিনাদিত হইতেছে, তোমার পদচারনায় তোমার অঙ্গে অত্যন্ত মনোহরা চঞ্চলা স্বর্নলতার লহরী প্রতীয়মান হয়। এহেন তোমার কৃপাদৃষ্টি কবে আমি ধারন করিতে পারিব ?।। ১০ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে বৃষভানুসুতে! অনন্তকোটী বিষ্ণুলোকের অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবীরও তুমি নমস্যা, শ্রী পার্ব্বতী ইন্দ্রনি এবং সরস্বতীদেবীর ও তুমি বর প্রদাত্রী, যাবৎ সিদ্ধি, ঋষি প্রদান সমর্থ তোমার পদনাখগ্র, এরূপ মহিমান্বিতা তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষ ভাজন বলিয়া আত্মসাৎ করিবে ?।। ১১ ।।

মখেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি স্বধেশ্বরি সুরেশ্বরি
ত্রিবেদ ভারতীয়শ্বরি প্রমান শাসনেশ্বরি
রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদ কাননেশ্বরি
ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রী রাধিকে নমোহস্তু তে।। ১২ ।।

ইতীমমদ্ভুতং স্তবং নিশম্য ভানুনন্দিনী
করোতু সন্ততং জনং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।
ভবেত্তদৈব সঞ্চিত ত্রিরূপ কর্ম্মনাশনম্।
ভবেত্তদা ব্রজেন্দ্রসূনু মণ্ডল প্রবেশনম্।। ১৩ ।।

রাকায়াঞ্চ সিতাষ্টম্যাং দশম্যাং চ বিশুদ্ধধীঃ।
একদশ্যাং ত্রয়োদশ্যাং যঃ পঠেৎ সাধকঃ সুধীঃ।। ১৪ ।।

যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি সাধকঃ
রাধাকৃপাকটাক্ষেন ভক্তি স্যাৎ প্রেমলক্ষনা।। ১৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে রাধিকে ? তুমি সমগ্র যজ্ঞ তথা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেরও অধীশ্বরী, মূল শক্তিতত্ত্ব বিধায় তুমি সমগ্র ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী, তুমি স্বধা অর্থাৎ সমূহ দেব দেব্যাদিকে অর্ঘ্য নিবেদনাত্মক মন্ত্রের অথবা স্বধা-নাম্নী দেবীর স্বামিনী, বেদত্রয়ে বানী সমুহের ঈশ্বরী, প্রমানরূপ শাস্ত্র শাসনের অধিরাজ্ঞী, শ্রীরমাদেবী, ক্ষমাদেবীর ও পূজ্যেশ্বরী, প্রমোদ কানন শ্রী বৃন্দাবন ধাম তথা সমগ্র ব্রজ মণ্ডলের অধিকারিনী এবং পালয়িত্রী তোমাকে আমার সর্ব্বাঙ্গি প্রণাম।। ১২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ এই অতি অপরূপ স্তবে বৃষভানুনন্দিনী সন্তুষ্ট হইয়া সন্তপ্তজনকে তাঁহার কৃপা কটাক্ষভাজন করেন। তখন তাহার প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ ফলোন্মুখরূপ ত্রিরূপ কর্ম্মের নাশ ঘটিয়া ব্রজেন্দ্র সুত শ্রী কৃষ্ণের পরিকর মণ্ডলে প্রবেশ হয়।। ১৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ পূর্নিমা, শুক্লা অষ্টমী, দশমী,একাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে সাধক এই স্তব স্থির চিত্তে পাঠ করিলে, তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফল লাভ এবং শ্রীরাধা কৃপা কটাক্ষে পুষ্ট হইয়া প্রেমলক্ষনা ভক্তি লাভ হয়।। ১৪-১৫ ।।

উরুদঘ্নে নাভিদঘ্নে হৃদ্দঘ্নে কণ্ঠদঘ্নে চ।
রাধাকুণ্ডজলে স্থিতা যঃ পাঠেৎ সাধকঃ শতম্।। ১৬ ।।

তস্য সর্ব্বার্থ সিদ্ধিঃ স্যাৎ বাক্ সমর্থ্যং ততো লভেৎ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চ লভেৎ সাক্ষাদ্দৃশা পশ্যতি রাধিকাম্ ।। ১৭ ।।

তেন সা তৎক্ষনাদেব তুষ্টা দত্তে মহাবরম্।
যেন পশ্যতি নেত্রাভ্যাং তৎ প্রিয়ং শ্যামসুন্দরম্।। ১৮ ।।

নিত্যলীলী প্রবেশঞ্চ দদাতি হি ব্রজাধিপঃ।
অতঃ পরতরং প্রাপ্যং বৈষ্ণবানাং ন বিদ্যতে।। ১৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শ্রী রাধাকুণ্ডে উরু, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ পরিমিত জলে স্থিত হইয়া যে ব্যক্তি একশতবার এই স্তোত্র পাঠ করিবেন, তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। বাক্‌পটুতা এবং পরমৈশ্বর্য্য লাভ সহ অপ্রাকৃত নেত্রে শ্রী মতি রাধিকার সাক্ষদ্দর্শন লাভ হইবে।। ১৬-১৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ উক্ত দর্শন হেতু প্রসন্না রাধিকা তৎক্ষনাৎ মহাবর প্রদান করেন, যাহাতে রাধাবল্লব শ্রী শ্যামসুন্দরের দর্শনলাভ হয় এবং ব্রজেশ্বর তাহাকে নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাপ্য বৈষ্ণবগনের জন্য আর কিছুই নাই।। ১৮-১৯ ।।

শ্রী গঙ্গাস্তোত্রম

শ্রী মচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতম্

দেবি! সুরেশ্বরি! ভগবতি! গঙ্গে!
ত্রিভুবন-তারিনি, তরল তরঙ্গে।
শঙ্কর মৌলি নিবাসিনি বিমলে!
মম মতিরাস্তাং তব পদ কমলে।। ১ ।।

ভাগীরথি! সুখ দায়িনি! মাত
স্তব জল মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি, মামজ্ঞানম্।। ২ ।।

হরি-পাদপদ্ম বিহারিনি! গঙ্গে!
হিম-বিধু মুক্তা ধবল তরঙ্গে!
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতি ভারং
কুরু কৃপয়া ভব সাগর পারম্।। ৩ ।।

তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরম পদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে! ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রুষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ সুরেশ্বরী, ভগবতী, ত্রিভূবনতারিনী, তরলতরঙ্গযুক্তা শঙ্কর মৌলি নিবাসিনী, বিমলা, দেবীগঙ্গা, তোমার পাদ পদ্মে আমার সুমতি হউক।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ ভাগরথী সুখদায়িনী মা, তোমার জলের মহিমা নিগমে খ্যাত; আমি তোমার মহিমা জানিনা, হে কৃপাময়ি অজ্ঞ আমাকে ত্রান কর।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হরির পাদপদ্ম হইতে তরঙ্গা কারে নির্গতা এবং হিমচন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শুভ্রতরঙ্গযুক্তা গঙ্গে,আমার দুঃস্কর্ম্মের ভার দুর কর এবং কৃপা পুর্ব্বক আমায় ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ তোমার অমল জল যে পান করিয়াছে সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইয়াছে, মা গঙ্গে, যে তোমার ভক্ত তাহাকে যম নিশ্চয়ই দেখিতে অসমর্থ (অর্থ্যাৎ সে অমর)।। ৪ ।।

পতিতোদ্ধারিনি! জাহ্নবি! গঙ্গে!
খণ্ডত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে!
ভীষ্ম জননি! খলু মুনিবর কন্যে!

পরিতোদ্ধারিনি, ত্রিভুবন ধন্যে!।। ৫ ।।

কল্পতামিব ফলদাং লোকে
প্রনমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিনি! মাতর্গঙ্গে!
বিমুখ বনিতাকৃত তরলাপাঙ্গে।। ৬ ।।

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ
নরক-নিবারিনি জাহ্নবি! গঙ্গে!
কলুষ বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে।। ৭ ।।

পরিসর দঙ্গে! পুন্য তরঙ্গে।
জয় জয় জাহ্নবি! করুনাপাঙ্গে!।
ইন্দ্র মুকুটমনি রাজিত চরনে!
সুখদে, শুভদে! সেবক শরনে।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে পতিত উদ্ধারিনী, জাহ্নবী, খণ্ডিত গিরিবরের দ্বারা মণ্ডিত তরঙ্গ শালিনী, ভীষ্ম জননী, জহ্নকন্যা, পতিত নিবারিনী গঙ্গা, তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ পারাবার বিহারিনি দেববধুগনকর্ত্তৃক চঞ্চল কটাক্ষে অবলোকিতা গঙ্গা, পৃথিবীতে কল্পলতার ন্যায় ফলদা তোমাকে যে প্রণাম করে সে ইহ লোকে পতিত হয় না।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ নরকনিবারিনী, কুলুষবিনাশিনী, স্বমহিমায় অতি যশস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা, তোমার কৃপা বশতঃ কেহ যদি তোমার স্রোতে স্নান করে, তবে সে পুনর্ব্বার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্টা, পবিত্র তরঙ্গা, কৃপাকটাক্ষময়ী, ইন্দ্রের মুকুট মনির দ্বারা রাজিত চরনা, শুভদা, সুখদা, সেবকের আশ্রয় স্বরুপা, জাহ্নবী তুমি জয় যুক্ত হও জয় যুক্ত হও।। ৮ ।।

রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি! কুমতিকলাপম্!
ত্রিভুবন সারে। বসুধা হারে।
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে।। ৯ ।।

অলকানন্দে। পরমানন্দে।
কুরুময়ি করুনাং কাতর বন্দ্যে।
তব তট নিকটে যস্য নিবাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।। ১০ ।।

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীনঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীন
স্তব ন হি দুরে নৃপতিঃ কুলীনঃ।। ১১ ।।

ভো ভুবনেশ্বরি! পুন্যে! ধন্যে!
দেবি! দ্রবময়ি! মনিবর কন্যে!
গঙ্গা স্তবমিমমমলং নিত্যং
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্।। ১২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ ভগবতি, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিকলাপ দুর কর। ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠা, বসুধার হারস্বরূপা তুমি নিশ্চয়ই সংসারে আমার একমাত্র গতি।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ স্বর্গের আনন্দ বিধায়িনী, পরমানন্দরূপনী, কাতরজনের বন্দিতা তুমি আমার প্রতি করুনা কর। তোমার তটসমীপে যাহার বাস, তাহার বৈকুণ্ঠেই নিবাস বলিতে হইবে।। ১০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ এই জলে বরং কচ্ছপ বা মৎস্য, কিংবা এই তীরে ক্ষুদ্র টিকটিকি অথবা দুই ক্রোশ মধ্যে দীন কুকুরভোজী হইয়াও থাকা ভাল, তথাপি তোমা হইতে দূরে নৃপতি শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভাল নহে।। ১১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে ভুবনেশ্বরি, পুন্যময়ি, ধন্যে দ্রবময়ি, মুনিবরকন্যা দেবি, যে মানুষ্য এই অমল গঙ্গা স্তব নিত্য পাঠ করে সে অবশ্যই জয়যুক্ত হয়।। ১২ ।।

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গা ভক্তি
স্তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ
মধুর মনোহর পজ্ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দ কলিত ললিততাভিঃ।। ১৩ ।।

গঙ্গা স্তোত্র মিদং ভবসারং
বাঞ্ছিত ফলদং বিগলিত ভারম্।
শঙ্কর সেবক শঙ্কর রচিতং
পঠতি চ বিষয়ী দমিতি সমাপ্তম্।। ১৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যাহাদের হৃদয়ে গঙ্গা ভক্তি আছে, তাহারা সর্ব্বদা অনায়াসে মুক্ত হয়। সংসারের সারস্বরূপ, বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিখ্যাত এবং উদার এই গঙ্গাস্তোত্রটি পরমানন্দে নিবদ্ধ, সুন্দর, মধুর ও মনোমুগ্ধকর পজ্ঝটিকাছন্দে। মহাদেবের সেবক শঙ্করের দ্বারা রচিত হইয়াছে; যে ব্যাক্তি বিষয় ভোগে নিমগ্ন সে ইহা পাঠ করুক।। ১৩-১৪ ।।

"শ্রী গঙ্গা স্তোত্রম সম্পর্নম"

শ্রী শ্রী গোবিন্দ দামোদর স্তোত্রম্

[লীলাশুক শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বিরচিতম্]

অগ্রে কুরুনামথ পাণ্ডবানাং, দুঃশাসনেনা হৃত বস্ত্র কেশা।
কৃষ্ণা তদাক্রোশদনন্যনাথা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১ ।।

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মধুকৈটভারে, ভক্তানু কম্পিত ভগবন্ মুরারে।
ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২ ।।

বিক্রেতুকামাখিল গোপকন্যা, মুরারি পাদার্পিত চিত্তবৃত্তিঃ
দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচদ্, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩ ।।

উলূখলে সম্ভৃত তণ্ডুলাংশ্চ সংঘট্টয়ন্তো মুষলৈঃ প্রমুগ্ধাঃ।
গায়ন্তি গোপ্যো জনিতানুরাগ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪ ।।

কাচিৎ করাম্ভোজপুটে নিষন্নং, ক্রীড়াশুকং কিংশুকরক্ততুণ্ডম।
অধ্যাপয়ামাস সরোরুহাক্ষী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫ ।।

গৃহে গৃহে গোপ বধুসমূহঃ প্রতিক্ষনং পিঞ্জরসারিকানাম।
স্খলদিগরং বাচয়িতুং প্রবৃত্তো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬ ।।

পর্য্যঙ্কিকাভাজমলং কুমারং, প্রস্বাপয়ন্ত্যোঽখিল গোপকন্যাঃ।
জগুঃ প্রবন্ধং স্বরতালবন্ধং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কৌরব ও পাণ্ডবদের সম্মুখে দুঃশাসন কর্ত্তৃক বস্ত্রও কেশ আকর্ষিত হইলে কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) অনন্যগতি হইয়া "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া ছিলেন।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে শ্রীকৃষ্ণ হে বিষ্ণো! হে মধুকৈটভহন্তা! হে ভক্তানুগ্রহকারিন। হে ভগবান্ মুরারে! হে কেশব! হে লোকনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে ত্রান কর, ত্রান কর।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্পিতচিত্তা গোপকন্যা দধ্যাদি বিক্রয় মানসে দধি দুগ্ধাদির নাম না করিয়া মোহবশত কীর্ত্তন করিতে থাকেন। হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে দামোদর।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কৃষ্ণানুরাগিনী গোপীগন উলুখলে মুষল দ্বারা ধান্যাদি পেষন করতে করিতে তৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গোবিন্দ! দামোদর! মাধব বলিয়া গীতিরতা হইলেন।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কোন কমললোচনা উভয়করপদ্মে স্থিত পলাশপুষ্পের ন্যায়

রক্তিমবদন ক্রীড়া শুককে বল 'গোবিন্দ দামোদর মাধব' বলিয়া পাঠ করাইতে ছিলেন।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ প্রতি গৃহে গোপ বধুগণ তাঁহাদের পিঞ্জরস্থিত সারিকা পক্ষীকে নিরন্তর 'গোবিন্দ দামোদর মাধব' এই সুমুধুর বুলি শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্ত থাকিতেন।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শয্যাস্থিত স্বীয় শিশুদিগের নিদ্রাকর্ষনের জন্য সুর তালের সহিত নিখিল গোপকন্যাগন 'গোবিন্দ দামোদর মাধব' এই প্রবন্ধ গান করিতেন।। ৭ ।।

রামানুজং বীক্ষন কেলিলোলং গোপীগৃহীত্বা নবনীত গোলম্।
আবালকং বালকমাজুহাব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৮ ।।

বিচিত্রবর্নাভরনাভিরামে হভিধেহি বক্ত্রাম্বুজ রাজহংসি।
সদা মদীয়ে রসনেহগ্ররঙ্গে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৯ ।।

অঙ্কাধিরুঢ়ং শিশুগোপগূঢ়ং স্তনং ধয়ন্তং কমলৈককান্তম্।
সম্বোধয়ামাস মুদা যশোদা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১০ ।।

ক্রীয়ন্তমন্তর্ব্র জমাত্মজং স্বং, সমং বয়স্যৈঃ পশুপালবালৈঃ।
প্রেম্নাযশোদা প্রজুহাব কৃষ্ণং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১১ ।।

যশোদয়া গাঢ় মুলূখলেন, গোকণ্ঠপাশেন নিবধ্যমানঃ।
রুরোদ মন্দং নবনীতভোজী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হস্তে ননীর খন্ড লইয়া যশোদারানী বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণকে গোপ বালকদিগের সহিত ক্রীয়াচঞ্চল দর্শনে তাহাদের মধ্য হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন হে গোবিন্দ হে দামোদর, হে মাধব।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে বিচিত্র অলঙ্কার শোভিতে সুন্দরি বদন কমল রূপিনি রাজহংসী! মদীয় জিহ্বাগ্রে গোবিন্দ দামোদর মাধব বলিয়া অভিনেত্রীর ন্যায় সর্ব্বদা গীতালাপ করিতে থাকে।। ৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ মাতা যশোদারানী গোপ শিশুরূপে গুঢ় ভাবে লীলা কারী ভগবান লক্ষীকান্তকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য পান করাইতে করাইতে আনন্দ সহকারে সম্বোধনকরিতে লাগিলেন হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!।। ১০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ গোষ্ঠে বয়স্য গোপ বালকগন সহ ক্রীড়ারত আত্মজ সন্তান শ্রী কৃষ্ণকে মাতা যশোদা আনন্দে প্রেমভরে গোবিন্দ-দামোদর মাধব বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ১১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ নবনীত প্রস্তুত কালে দধিভাণ্ড ভঙ্গের ও গৃহস্থিত নবনীত মর্কট দিগকে প্রদানের নিমিত্ত অপরাধের শাস্তি স্বরুপ মাতা যশোদা গাভি বন্ধন রজ্জু দ্বারা উলুখলের সহিত নবনীত ভোজী কৃষ্ণকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করায়, গোবিন্দ, দামোদর! মাধব! বলিয়া ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিলেন।। ১২ ।।

নিজাঙ্গনে কঙ্কনকেলিলোলং, গোপী গৃহীত্বা নবনীত গোলম্।
আমর্দ্দয়ৎ পানিতলেন নেত্রে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৩ ।।

গৃহে গৃহে গোপবধু কদম্বাঃ সর্ব্বে লিলিত্বা সমবায় যোগে।
পুন্যানি নামানি পঠান্তি নিত্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৪ ।।

মন্দারমূলে বদনাভিরামং; বিম্বাধরে পূরিতবেনুনাদম্।
গো-গোপ-গোপীজন মধ্যসংস্থং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৫ ।।

উত্থায় গোপ্যোহপর রাত্র ভাগে, স্মৃত্বা যশোদাসুতবালকেলিম্।
গায়ন্তি প্রেচ্চৈর্দধি মন্থয়ন্ত্যো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৬ ।।

জগ্ধোহথ দত্তো নবনীতা পিন্ডো, গৃহে যশোদা বিচিকিৎ সয়ন্তী।
উবাচ সত্যং বদ হে মুরারে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৭ ।।

অভ্যর্চ্চ্য গেহং যুবতিঃ প্রবৃদ্ধ প্রেম প্রবাহা দধি নির্ম্মমন্থ।
গায়ন্তি গোপ্যোহথ সখীসমেতা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শ্রী কৃষ্ণ নিজ অঙ্গনে যখন স্বহস্তকঙ্কনের সহিত ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন গোপী যশোদারানী একহস্তে নবনীত মণ্ডলইয়া এবং অপরহস্তে তাঁহার লোচন দ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন- হে আমার গোবিন্দ! আমার দামোদর আমার মাধব!।। ১৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শ্রী বৃন্দাবনস্থ গোপ বধুগন স্ব স্বগৃহে একত্রে মিলিত হইয়া মনোযোগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দ দামোদর মাধবাদি পবিত্র নাম নিত্য পাঠ করেন।। ১৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যাঁহার মুখমণ্ডল মনোমুগ্ধ কর এবং যিনি কদম্ব বৃক্ষতলে ধেনু গোপ গোপীগনে পরিবৃত্তা হইয়া শোভমান তাঁহার বিম্বফলসদৃশ অধরাস্থিত বেনু হইতে 'গোবিন্দ দামোদর মাধব' এই নাম সকল ধ্বনিত হইতেছে।। ১৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ নিশান্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া গোপীগন যশোদাসুত শ্রী কৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরন করত দধি মন্থন কালে গোবিন্দ দামোদর মাধব এই নাম উচ্চৈঃ স্বরে গান করিতে থাকেন।। ১৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ একদিনগৃহে পূর্ব্ব সঞ্চিত নবনীত নিজে অল্প ভক্ষণ করিলেন এবং কিয়দংশ বানরগণকে দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দিগ্ধ চিত্তা মাতা যশোদা পুত্রকে বলিলেন

হে মুরারে? হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! সত্য করিয়া বল, নবনীত চুরি করিয়াছ?।। ১৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে মাতা যশোদা গৃহ পরিস্কৃত করিয়া দধিমন্থন করিতে বসিলেন। এমন সময় গোপীগন সখী পরিবেষ্ঠিত হইয়া 'গোবিন্দ দামোদর মাধব' এই নামগান করিতে লাগিলেন।। ১৮ ।।

ক্বচিৎ প্রভাতে দধিপূর্নপাত্রে, নিক্ষিপ্য মন্থং যুবতী মুকুন্দম্।
আলোক্য গানং বিবিধং করোতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ১৯ ।।

ক্রীড়াপরং ভোজনমজ্জনার্থং হিতৈষিনী স্ত্রী তনুজং যশোদা।
আজুহবৎ প্রেম পরিপ্লুতাক্ষী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২০ ।।

সুখং শয়ানং নিলয়েচ বিষ্ণুং দেবষি মুখ্যা মুনয়ঃ প্রপন্না
তেনাচ্যুতে তন্ময়তাং ব্রজন্তি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২১ ।।

বিহায় নিদ্রামরুনোদয়ে চ, বিধায় কৃত্যানি চ বি প্রমুখ্যাঃ।
বেদাবসানে প্রপঠন্তি নিত্যং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২২ ।।

বৃন্দাবনে, গোপগনাশ্চ গোপ্যো, বিলোক্য গোবিন্দ বিয়োগ খিন্নাম।
রাধাং জগুঃসাশ্রু বিলোচনাভ্যাং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কোন এক প্রাতঃকালে যশোদাদেবী দধি পূর্ন পাত্রে মন্থন দণ্ড নিক্ষেপ করিতে যাইবেন, এমন সময় শয্যোপরি বালক মুকুন্দের উপর দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে বিহ্বল হইয়া ও আমার গোবিন্দ, আমার দামোদর আমার মাধব বলিয়া গান করিতে লাগিলেন।। ১৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ প্রেমবিভোর লোচনা হিতাকাঙ্খিনী মাতা যশোদা বয়স্যগন সহ ক্রীড়ারত পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! স্নান ও ভোজন করিবে আইস।। ২০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শ্রী নন্দ গৃহে সুখে শায়িত বিষ্ণুকে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিয়া নারদাদি-প্রমুখ মুনিগন তদীয় চরনে শরনাগত হইলেন এবং হে গোবিন্দ, হে দামোদর! হে মাধব বলিতে বলিতে অচ্যুত ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন।। ২১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শ্রেষ্ঠ বিপ্রগন অরুনোদয় সময়ে শয্যাত্যাগ করেন এবং প্রাতঃ কৃত সমাপনান্তে বেদ পাঠ করত। গোবিন্দ দামোদর মাধব নাম নিত্য পাঠ করেন।। ২২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শ্রী বৃন্দবনে গোবিন্দ বিরহ কাতরা শ্রীমতি রাধারাণীকে দর্শন করিয়া গোপ গোপীগণ হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব বলিয়া সাশ্রুনয়নে গান করিতে লাগিলেন।। ২৩ ।।

প্রভাত সঞ্চারগতা নু গাব-স্তদ্ রক্ষনার্থং তনয়ং যশোদা।
প্রবোধয়ৎ পানিতলেন মন্দং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৪ ।।

প্রবাল শোভা ইব দীর্ঘকেশা, বাতাম্বুপর্নাশন পুত দেহাঃ
মূলে তরূনাং মুনয়ঃ পঠন্তি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৫ ।।

এবং ব্রুবানা বিরহাতুরা ভৃশং, ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ বিযক্তমানসাঃ।।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৬ ।।

গোপী কদাচিন্মনিপিঞ্জরস্থং,শুকং বচো বাচয়িতুং প্রবৃত্তা।
আনন্দ কন্দ ব্রজচন্দ্র কৃষ্ণ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৭ ।।

গোবৎসবালৈঃ শিশু কাকপক্ষংবধ্নন্তমম্ভোজদলায়তাক্ষম্।
উবাচ মাতা চিবুকং গৃহীত্বা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ প্রভাতকালে ধেনুগন বনগমনে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য নিদ্রিত কৃষ্ণকে যশোদ দেবী করতলের মৃদু আঘাতে জাগরিত করিয়া বলিতেন, হে আমার গোবিন্দ, হে দামোদর হে মাধব! গাভিগনকে চরাইতে যাও বাবা।। ২৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ বায়ু, জল, পত্রভূক্ত পবিত্র দেব ও প্রবালরক্তবর্ন দীর্ঘ জটাধারী মুনিগন তরুতলে বসিয়া হে গোবিন্দ, হে দামোদর! হে মাধব! নাম পাঠ করিয়া থাকেন।। ২৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ শ্রী কৃষ্ণাসক্তচিত্তা বিরহাতুরা ব্রজগোপীগন লোকলজ্জা পরিহার পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ "হা-গোবিন্দ", "মা মাধব", "হা দামোদর", এইরূপ সুললিত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ২৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ গোপী শ্রী রাধিকা কোন এক সময়ে মনি পিঞ্জরমধ্যস্থ শুক পক্ষীকে হে আনন্দকন্দ, হে ব্রজচন্দ্র, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব, নাম সমুহ শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্তা হইলেন।। ২৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কমললোচন শ্রী কৃষ্ণকে কোন এক গোপ বালকের শিখণ্ডের সহিত ধেনুবৎসের পুচ্ছ বন্ধন করিতে দেখিয়া মাতা যশোদা পুত্রের চিবুকধারন করিয়া বলিতে লাগিলেন-ও গোবিন্দ! ও দামোদর ও মাধব এ কি করিতেছে?।। ২৮ ।।

প্রভাতকালে বরবল্লবৌঘা, গোরক্ষনার্থং ধৃতবেত্রদণ্ডাঃ।
আকারয়ামাসুরনন্তমাদ্যং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ২৯ ।।

জলাশয়ে কালিয়মর্দ্দনায়, যদা কদম্বাদপতন্মুরারিঃ।
গোপাঙ্গনাশ্চুক্রুশুরেত্য গোপা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩০ ।।

অক্রূরমাসাদ্য যদা মুকুন্দশ্চাপোৎ সবার্থংমথুরাং প্রবিষ্টঃ
তদা স পৌরৈর্জয়তীত্যভাষি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩১ ।।

কংসস্য দূতেন যদৈব নীতৌ, বৃন্দবনান্তাদ্‌সুদেব সূনু।
রুরোদ গোপী ভবনস্য মধ্যে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩২ ।।

সরোবরে কালিয়ানাগ বদ্ধং, শিশুং যশোদাতনয়ং নিশম্য।
চক্রুর্লুঠন্ত্যঃ পথি গোপবালা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ প্রভাত কালে প্রিয় বয়স্যগন বেত্রদণ্ড হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত আদিপুরুষ কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন হে গোবিন্দ হে দামোদর হে মাধব। গোধন চরাইতে যাইবে আইস।। ২৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যখন মুরারি কৃষ্ণ কালীয়নাগকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত কদম্ববৃক্ষ হইতে কালিয় হ্রদে নিপতিত হইলেন, তখন গোপ গোপীগন হে গোবিন্দ! হে দামোদর, হে মাধব, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।। ৩০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যখন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ধনুযজ্ঞোৎসবে যোগ দান করিবার জন্য অক্রুরের সহিত মথুরার প্রবিষ্ট হইলেন, তখন মথুরা বাসিগন হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও এই রূপ বলিতে লাগিলেন।। ৩১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যে সময় কংসদূত অক্রুর বাসুদেবসুত শ্রী কৃষ্ণ বলরামকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেলেন, তখন কোন গোপী (শ্রী রাধিকা) নিজভবনে হা গোবিন্দ, হা-দামোদর, হা-মাধব বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।। ৩২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যখন গোপ বালকগন শুনিলেন যে কালিয়হ্রদে শিশু যশোদাসুত কালিয় নাগ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তখনই পথিমধ্যে হা গোবিন্দ, হা দামোদর হা মাধব, বলিয়া ভূমিতলে লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন।। ৩৩ ।।

অক্রুরযানে যদুবংশনাথং, সংগচ্ছমানং মথুরাং নিরীক্ষ্য।
উচুর্বিয়োগাৎ কিল গোপবালা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৪ ।।

চক্রন্দ গোপী নলিনীবনান্তে, কৃষ্ণেন হীনা কুসুমে শয়ানা।
প্রফুল্ল নীলোৎপল লোচনাভ্যাং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৫ ।।

মাতা পিতৃভ্যাং পরিবার্য্যমানা, গেহং প্রবিষ্টা বিললাপ গোপী।
আগত্য মাংপালয় বিশ্বনাথ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৬ ।।

বৃন্দাবনস্থং হরিমাশু বুদ্ধা, গোপী গতা ক্বাপি বনং নিশায়াম্।
তত্রাপ্য দৃষ্টাতি ভয়াদবোচৎ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৭ ।।

সুখং শয়ানা নিলয়ে নিজেহপ, নামানি বিষ্ণোঃ প্রবদন্তি মর্ত্ত্যাঃ।
তে নিশ্চিতং তন্ময়তাং ব্রজন্তি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ অক্রুরের রথে আরূঢ় যদুপতি শ্রী কৃষ্ণকে মথুরাভিমুখে যাইতে দেখিয়া

কৃষ্ণ বিরহে গোপ বালকগন বলিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব, তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে ?।। ৩৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ প্রফুল্লকমললোচনা শ্রী মতি রাধিকা কৃষ্ণবিরহে পদ্মবনান্তে কুসুম শয্যায়শায়িত হইয়া হা গোবিন্দ, হা দামোদর, হা মাধব বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।। ৩৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ পিতা মাতা কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কোন গোপী (শ্রীমতি বৃষভানুনন্দিনী) গৃহে প্রবেশ করত "হা বিশ্বনাথ, হা গোবিন্দ, হা দামোদর, হা মাধব! শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর ও পালন কর"— এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।। ৩৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ বৃন্দাবন নাথ শ্রীবৃন্দাবনেতেই সতত বিরাজমান মনে করিয়া কোন একদিন নিশাকালে গোপী বনগমন করত তথায় তাঁহার অদর্শনে অতিভয়ে "হে গোবিন্দ , হে দামোদর, হে মাধব, নাম উচ্চারন করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৩৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যে সকল মর্ত্ত্যবাসী নিজ গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে ও "হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব! বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর নাম গান করেন, তাঁহারা নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন।। ৩৮ ।।

সা নীরজাক্ষীমবলোক্য রাধাং, রুরোদ গোবিন্দ বিয়োগখিন্নাম্।
সখী প্রফুল্লোৎপল-লোচনাভ্যাং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৩৯ ।।

জিহ্বে রসজ্ঞে মধুর প্রিয়া ত্বং, সত্যং হিতং ত্বাং পরমং বদামি।
আবর্ণয়েথা মধুরাক্ষয়ানি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪০ ।।

আত্যন্তিক ব্যাধি হরং জনানাং, চিকিৎসকং বিদবিদো বদন্তি।
সংসার-তাপত্রয় নাশ বীজং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪১ ।।

তাতাজ্ঞয়া গচ্ছতি রামচন্দ্রে, সলক্ষ্মনেহরন্যচয়ে সসীতে।
চক্রন্দ রামস্য নিজা জনিত্রী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪২ ।।

একাকিনী দন্ডক কাননান্তাৎ, সা নীয়মানা দশকন্ধরেণ।
সীতা তদাক্রন্দদনন্যনাথা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৩ ।।

রামাদ্বিযুক্তা জনকাত্মজা সা বিচিন্তয়ন্তী হৃদি রামরূপম্।
রুরোদ সীতা রঘুনাথপাহি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ কোনসখী কমললোচনা শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীগোবিন্দ বিয়োগ বিধুরা দেখিয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিতে বলিতে প্রফুল্ল কমল নয়নে 'অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।। ৩৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে রসিকে জিহ্বে, মধুর রসকে তুমি অধিক ভালবাস, সেজন্য তোমায় পরম সত্যকথা বলিতেছি যে, হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব। এই সুমধুর নাম সমূহ সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন কর।। ৪০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ "গোবিন্দ দামোদর মাধব" শ্রী ভগবানের এই নামাবলী মানবের আত্যন্তিক ব্যাধি হরন কারী ও সংসারে ত্রিতাপ নাশের একমাত্র মূল বীজ স্বরূপ।। ৪১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ পিতৃআজ্ঞা পালনহেতু ভ্রাতা লক্ষণ ও পত্নী সীতাদেবীর সহিত শ্রী রামচন্দ্র বনগমনে উদ্যত হইলে মাতা কৌশল্যা দেবী "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।। ৪২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ সীতাদেবীকে দন্ডকারন্যে একাকিনী দেখিয়া যখন দশানন রাবন তথা হইতে তাঁহাকে হরন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। তখন জনক দুহিতা অনন্য শরনা হইয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।। ৪৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ লঙ্কাভিমুখে গমনকালে শ্রীরাম বিরহব্যাথিতা সীতাদেবী হৃদয় মধ্যে রামরূপ ধ্যান করত হে রঘুনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে রক্ষা কর বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।। ৪৪ ।।

প্রসীদ বিষ্ণো রঘুবংশ নাথ, সুরাসুরানাং সুখদুঃখহেতো।
রুরোদ সীতা তু সমুদ্র মধ্যে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৫ ।।

অন্তর্জলে গ্রাহ গৃহীত পাদো বিসৃষ্ট বিক্লিষ্ট সমস্তবন্ধুঃ।
তদা গজেন্দ্রো নিতরাং জগাদ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৬ ।।

হংসধ্বজঃ শঙ্খযুতো দদর্শ, পুত্রং কটাহে প্রতপন্তমেনম্।
পুন্যানি নামানি হরের্জপন্তং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৭ ।।

দুর্ব্বাসসো বাক্যমুপেত্য কৃষ্ণা, সা চাব্রবীৎ কাননবাসিনীশম্।
অন্তঃপ্রবিষ্টং মনসাজুহাব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৮ ।।

ধ্যেয়ঃ সদা যোগিভিরপ্রমেয়ঃ চিন্তাহরশ্চিন্তিত পারিজাতঃ।
কস্তুরিকাকল্পিত নীলবর্ণো গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৪৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যখন সমুদ্র মধ্য দিয়া রাবনের সঙ্গে সীতাদেবী অগ্রসর হইতে ছিলেন, তখন হে বিষ্ণো! হে রঘুপতে হে সরাসুরের সুখ দুঃখ বিধাতঃ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব আমাকে রক্ষা কর! এই বলিয়া রোদন করিতে ছিলেন।। ৪৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যখন জলমধ্যে গ্রাহ (কুম্ভীর) কর্ত্তৃক গজেন্দ্রের পাদদ্বয় আক্রান্ত হইল,

তখন বন্ধু বান্ধব বিহীন সাতিশয় ক্লিষ্ট করীন্দ্র "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া সর্ব্বক্ষণ সকাতর আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৪৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ নৃপতি শঙ্খধ্বজ দেখিতে পাইলেন, তাহার পুত্র হংসধ্বজ উত্তপ্ত তৈলপাত্রে নিপতিত হইয়া "গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!" শ্রীহরির এই পবিত্র নাম মন্দ মন্দ স্বরে জপ করিতেছেন।। ৪৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণসহ কানন বাসিনী কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদীর কুটিরে পদার্পন করত আহার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনান্তে আহার্য্য নিঃশেষ হওয়ায় অতিথি সৎকারের নিমিত্ত অন্তর্যামী বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া কাতর স্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৪৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি যোগীগণের অপরিজ্ঞেয়, সর্ব্বচিন্তা হরণকারী, কল্পবৃক্ষ সদৃশ ও যিনি কস্তুরিকার ন্যায় নীল কান্তিবিশিষ্ট, তিনি গোবিন্দ দামোদর মাধব নামে সর্ব্বদা ধ্যান যোগ্য।। ৪৯ ।।

সংসারকূপে পতিতো হত্যগাধে, মোহান্ধপূর্ণে বিষয়াভিতপ্তে।
করাবলম্বং মম দেহি বিষ্ণো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫০ ।।

ত্বামেব যাচে মম দেহি জিহ্বে, সমাগতে দন্ডধরে কৃতান্তে।
বক্তব্য-মেবং মধুরং সুভক্ত্যা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫১ ।।

ভজস্ব মন্ত্রং ভববন্ধমুক্ত্যৈ, জিহ্বে রসজ্ঞে সুলভংমনোজ্ঞম্।
দ্বৈপায়নাদ্যৈর্মুনিভিঃ প্রজপ্তং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫২ ।।

গোপাল বংশীধর রূপসিন্ধো, লোকেশ নারায়ণ দীনবন্ধো।
উচ্চস্বরৈস্ত্বং বদ সর্ব্বদৈব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৩ ।।

জিহ্বে সদৈবং ভজ সুন্দরানি, নামানি কৃষ্ণস্য মনোহরানি।
সমস্থ ভক্তার্ত্তী বিনাশনানি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৪ ।।

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে, গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপানে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ আমি মোহান্ধকার পরিব্যপ্ত অতিশয় তপ্ত বিষয়রূপ বিষে পরিপূর্ণ গভীর সংসার কূপে নিপতিত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আপনার শ্রীকর কমলাবলম্বন দানে আমায় প্রাণ করুন।। ৫০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তোমার নিকটে এই যাচ্ঞা করিতেছি যে, দেহাবসানে যে সময় দন্ডপানি যম সমাগত হইবে, তখন তুমি হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! এই সুমধুর নাম সকল প্রেম ভরে গান করিতে থাকিবে।। ৫১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে রসাস্বাদন কারিনি জিহ্বে! তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাস প্রমুখ মুনিবৃন্দগীত গোবিন্দ, দামোদর মাধব এই সকল সহজলভ্য মনোমুগ্ধকারী নাম মন্ত্র জপ কর।। ৫২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে, তুমি সর্ব্বদা গোপাল, মুরলীধর, রূপসিন্ধু লোকেশ, নারায়ণ, দীনবন্ধু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব এই নামসমূহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাক।। ৫৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি ভক্তবৃন্দের ক্লেশ বিনাশক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর, মনোহর, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব নাম সর্ব্বদা ভজন করিতে থাক।। ৫৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি হরি, মুরারি, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, চক্রপানি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব শ্রীকৃষ্ণের এই নাম সমুহ সর্ব্বদা গান কর।। ৫৫ ।।

সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং, দুঃখাবসানে ত্বিদমেব—গেয়ম্।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৬ ।।

দুর্ব্বার বাক্যং পরিগৃহ্য কৃষ্ণা, মৃগীব ভীতা তু কথংকথঞ্চিৎ।
সভাং প্রবিষ্টা মনসাজুহাব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৭ ।।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাবর গোকুলেশ, গোপাল গোবর্দ্ধন নাথ বিষ্ণো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৮ ।।

শ্রীনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে, শ্রীদেবকীনন্দন দৈত্যশত্রে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৯ ।।

গোপী পতে কংসরিপো মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতে কেশব বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬০ ।।

গোপী জনাহ্লাদকর ব্রজেশ, গোচারনারন্য কৃতপ্রবেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ গোবিন্দ, দামোদর, মাধব এই নাম সকল সুখের অন্তে একমাত্র সার, দুঃখের শেষে ইহাই গান করা কর্তব্য এবং দেহত্যাগ কালে ইহাই জপ্য।। ৫৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ দ্রৌপদী (কৃষ্ণা) ভীতা হরিনীর ন্যায় সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া (দুঃশাসনের) অনিবারনীয় দুর্ব্বাক্য শ্রবনে, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, বলিয়া মনে মনে আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৫৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি "শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধানাথ, গোকুলপতি, গোবর্দ্ধন গিরিধারী, বিষ্ণু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" এই নামামৃত পান কর।। ৫৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! "শ্রীনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমুর্ত্তি শ্রীদেবকীনন্দন, দৈত্যনাশন,

গোবিন্দ, দামোদর, মাধব এই সকল নাম সুধা পান কর।। ৫৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি "গোপীপতি, কংসারি, মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতি, কেশব বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" এই সকলনাম পীযূষ পান করিতে থাক।। ৬০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি ব্রজ গোপী বৃন্দের চিত্ত বিনোদন কারী, যিনি ব্রজের ঈশ্বর, যিনি গোচারনার্থ বনে বিচরণশীল, হে জিহ্বে! তুমি সেই শ্রী কৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পান কর।। ৬১ ।।

প্রানেশ বিশ্বম্ভর কৈটভারে, বৈকুণ্ঠ নারায়ণ চক্রপানে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধেবিতে।। ৬২ ।।

হরে মুরারে মধুসূদনাদ্য, শ্রী রাম সীতাবর রাবনারে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৩ ।।

শ্রীযাদবেন্দ্রাদ্রিধরাম্বুজাক্ষ, গো গোপ গোপী সুখদানদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৪ ।।

ধরাভরোত্তারনগোপবেষ, বিহারলীলা কৃতবন্ধু শেষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৫ ।।

বকী বকাঘাসুর-ধেনুকারে, কেশী-তৃনাবর্ত্ত বিঘাত দক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৬ ।।

শ্রী জানকী জীবন রামচন্দ্র, নিশাচরারে ভরতাগ্রজেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবিতে।। ৬৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি প্রানেশ্বর, বিশ্বম্ভর, কৈটভারি, বৈকুণ্ঠ, নারায়ন, চক্রপানি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব শ্রী কৃষ্ণের এই নামামৃত নিরন্তর পান কর।। ৬২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি, হরি, মুরারি, মধুসূদন, আদিপুরুষ, শ্রী রাম, সীতাপতি, রাবণারি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব এই নামামৃত সদা পান করিতে থাক।। ৬৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি, "যদুপতি, গিরিধারী, কমল লোচন, গো-গোপ-গোপীজন সুখদাতা শিরোমনি। গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" এই নাম সুধা নিরন্তর পান কর।। ৬৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি ধরনীর ভার অপনোদন করিবার জন্য গোপবেষ ধারন করিয়াছিলেন এবং লীলাবিহারের নিমিত্ত শেষশায়ী অনন্ত দেবকে সহায় করিয়াছিলেন, হে জিহ্বে! সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, নামামৃত সর্ব্বদা পান কর।। ৬৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর ও ধেনুকাসুরগনের বিনাশকারী এবং

কেশীদৈত্য ও তৃনাবর্ত্ত অসুরকে বধ করিতে যিনি বিশেষ পটু ছিলেন। হে জিহ্বে! সেই কৃষ্ণের গোবিন্দ, দামোদর, মাধব নাম রস নিরন্তর পানকর।। ৬৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জানকীজীবন রামচন্দ্র! হে রাক্ষসারি! হে ভরত জ্যেষ্ঠ্যভ্রাতঃ! হে ঈশ! হে গোবিন্দ! হো দামোদর! হো মাধব! এই অমৃত নাম হে জিহ্বে! তুমি নিরন্তর পান কর।। ৬৭ ।।

নারায়ণানন্ত হরে নৃসিংহ, প্রহ্লাদ বাধাহর হে কৃপালো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৮ ।।

লীলা-মনুষ্যাকৃতি রামরূপ, প্রতাপ-দাসীকৃত-সর্ব্ব ভূপ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৯ ।।

শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ন বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৭০ ।।

বক্তুং সরর্থোহপি ন বক্তি কশ্চি, দহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৭১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি নারায়ণ, অনন্ত, হরি ওপ্রহ্লাদের বিঘ্নবিনাশকারী শ্রী নৃসিংহদেব, করুনময় হে জিহ্বে! সেই শ্রী হরির "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব", নামামৃত পান কর।। ৬৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি লীলা বিলাসচ্ছলে, মনুষ্যাকার ধারন করত, রামরূপ প্রকর্টিত করিয়া ছিলেন। এবং যিনি অসীম প্রতাপে সমস্ত নৃপতিগনকে পরাভূত করিয়া ছিলেন, হে জিহ্বে! সেই নন্দ-নন্দনের গোবিন্দ, দামোদর, মাধব নামামৃত সর্ব্বদা পানরত হও।। ৬৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে জিহ্বে! তুমি "শ্রী কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, মুরারি, নাথ, নারায়ন, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর মাধব"-এই নামামৃত নিরন্তরপান, পান কর।। ৭০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ সহজলভ্য সুমুধুর শ্রী হরিনাম মুখে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেও বিষয়াসক্ত মানব ভগবন্নাম গ্রহনে পরাঙ্মুখ। ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু হে আমার জিহ্বে! তুমি, গোবিন্দ দামোদর মাধব এই নামামৃত অনুক্ষন পান করা।। ৭১ ।।

।। শ্রী শ্রী গোবিন্দ দামোদর স্তোত্রম সমাপ্ত ।।

শ্রী চৌরাগ্রগন্য পুরুষাষ্টকম্

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং, গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকুল চৌরম্।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপচৌরং, চৌরাগ্রগন্যংপুরুষংনমামি।। ১ ।।

শ্রী রাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং, নবাম্বুদ শ্যামল কান্তি চৌরম্।
পদাশ্রিতানাঞ্চ সমস্ত চৌরং, চৌরাগ্রগন্যং পুরুষং নমামি।। ২ ।।

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ, করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষন চৌর ঈদৃগ্, দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্রয়েহপি।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি ব্রজে (গোপীগনের) নবনীত চোর ও গোপাঙ্গনাগনের বসনচোর বলিয়া প্রসিদ্ধ ও যিনি (স্ব ভক্তগনের) অশেষ জন্মার্জিত পাপ সকল হরন করেন সেই চোর শিরোমনিকে আমি নমস্কার করি।। ১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি শ্রী রাধিকার চিত্তচোর, যিনি নব মেঘের কান্তি চোর ও যিনি স্বচরনাশ্রিত ভক্তগনের সর্ব্বস্ব হরন কারী, সেই চোর শিরোমনিকে আমি প্রনাম করি।। ২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যিনি স্বচরনাশ্রিত জনগনকে (তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র ধন্যাদি সর্ব্বস্ব হরন করিয়া) অকিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহহীন ও পথের ভিক্ষুক করেন, তাঁহার ন্যায় ভীযন চোর জগতে কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই।। ৩ ।।

যদীয় নামাপি হরত্য শেষং, গিরি প্রসারানপি পাপরাশীন্।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ, দৃষ্টঃ শ্রুতো-বা ন ময়া কদাপি।। ৪ ।।

ধনঞ্চ মানঞ্চ তথেন্দ্রিয়ানি, প্রানাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব।
পলায়সে কুত্র ধৃতোহদ্য চৌর ত্বং ভক্তি দাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ।। ৫ ।।

ছিনৎসি ঘোরং যমপাশ বন্ধং, ভিনৎসি ভীমং ভবপাসবন্ধম্।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্ত বন্ধং, নৈবাত্মনো ভক্তকৃতন্তু বন্ধম্।। ৬ ।।

মন্মানসে তামসরাশি ঘোরে কারা গৃহে দুঃখময়ে নিবন্ধঃ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায় স্বচৌর্য্য দোষো চিতমেব দণ্ডম্।। ৭ ।।

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে,
মদ্ভক্তি পাশ দৃঢ় বন্ধন নিশ্চলঃ সন্।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়-কোটি শতান্তরে হপি,
সর্ব্বস্ব চৌর হৃদয়ান্ন হি মোচয়ামি।। ৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ যাঁহার নাম মাত্রই লোকের পর্ব্বত প্রমান পাপরাশি নিঃশেষে হরন

করেন, এরূপ আশ্চর্য্য রূপ চোর আমি কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই।। ৪ ।।

বঙ্গানুবাদঃ হে চোর তুমি, আমার ধন মান, ইন্দ্রিয় ও প্রান প্রভৃতি সমস্ত হরন করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? আমি তোমাকে অদ্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি তোমাকে ভক্তি রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলাম।। ৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ তুমি মনুষ্য মাত্রেরই ঘোর যমপাশ ছিন্ন করিতে পার,তাহার ভয়ানক সংসার বন্ধনও ছিন্ন করিতে পার। এমনকি সকলের সর্ব্ব প্রকার বন্ধনই ছিন্ন করিতে পারে বঁটে, কিন্তু স্বভক্তকৃত নিজ বন্ধন ছিন্ন করিতে পার না।। ৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ অতএব হে চোর! হে হরে তুমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুঃখময় কারাগৃহ রূপ আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিবন্ধ হইয়া নিজের চৌর্য্য কার্য্যের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহন কর।। ৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ অতঃপর তুমি আমার হৃদয় কারাগারে আমার ভক্তি পাশদ্বারা দৃঢ়রূপ বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চল ভাবে অবস্থান কর। হে কৃষ্ণ! হে আমার সর্ব্বস্ব চোর শত কোটি প্রলয়াবসানেও কখনও হৃদয় হইতে তোমাকে মুক্ত করিব না।। ৮ ।।

সম্পূর্ণ

পরমারাধ্যতম মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমদ্ ভক্তি জীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজের কৃপাআশীর্ব্বাদ পুষ্ট হয়ে শ্রীল রূপ রঘুনাথের অভয় পাদপদ্মের রেণুমাত্র লাভের আশায় দীনহীনকাঙ্গাল নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (আচার্য্য মহারাজ) দ্বারা প্রকাশিত, শ্রীবিলাপ স্তব অঞ্জলী গ্রন্থ রত্ন সবার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

সুভাষপল্লী, খড়্গপুর

মেদিনীপুর, পঃ বঃ

ফোনঃ ৫৭৮৬১

ভজন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যাঁহাদের বাসনা, তাঁহাদের এই "**শ্রীবিলাপ স্তব অঞ্জলী**"র বাণীই প্রধান অবলম্বণ।

আচার্য্য